CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 4 December, 2020 ■ আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ■ ১৮ অগ্রহায়ন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

# টানা সাত ঘণ্টার বৈঠকেও রফাসূত্র মিলেনি, আন্দোলনে অনড় কৃষকরা

**নয়াদিল্লী, ৩ ডিসেম্বর।।** টানা সাত ঘণ্টার বৈঠক। কিন্তু তাতেও রফাসূত্র মিলল না। কেন্দ্রের সঙ্গে বৈঠকে বসে কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতেই অনড় রইলেন কৃষকরা। যদিও কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র তোমর বলেন, ''কেন্দ্রের কোনও ইগো নেই।'' আলোচনা চলবে। আপাতত আবার ৫ ডিসেম্বর বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুপক্ষ। তবে, কৃষক প্রতিনিধিরা সংসদে বিশেষ অধিবেশন ডাকার দাবিতে এখনও অনড় এবং তা না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, গতকালই কৃষক নেতা গুরনাম সিং চন্দোনির বক্তব্য, ''কেন্দ্রে এই আইন প্রত্যাহারে নারাজ হলে, আগামী দিনগুলিতে দাবি আদায়ে আরও কড়া পদক্ষেপ করা হবে।'' সাংবাদিক বৈঠকের আগে কৃষক সংগঠনের নেতারা নিজেদের মধ্যে বৈঠকও করেছিলেন। সেখানে ৩২টি সংগঠনের নেতারা ছিলেন। সিঙ্ঘু বর্ডারে অনুষ্ঠিত সেই বৈঠকে ভারতীয় কিষান ইউনিয়নের নেতা রাকেশ টিকাইতও উপস্থিত ছিলেন।

সমাধান সূত্র খুঁজতে এর আগে মঙ্গলবারও কৃষক সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে বৈঠক করেছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। সেই বৈঠকও নিষ্ফলাই থাকে। এদিনের বৈঠকও তাই। নয়া কৃষি আইন পর্যালোচনায় কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী যে নতুন প্যানেল তৈরির প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তাও কৃষক নেতারা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এমত অবস্থা কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে কৃষকদের ঠিক কী কথা হয়েছে, তার বিশদ জানতে চেয়েছিলেন অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## পৃথক স্থানে দুই গৃহবধূকে ধর্ষণের দায়ে গ্রেপ্তার তিন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।।** দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মহকুমার সিঙবিল এলাকায় এক গৃহবধূকে ধর্ষণের ঘটনায় দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তরা হল প্রসেনজিৎ দেবনাথ এবং মধুসূদন দেবনাথ। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে সেঙবিল এলাকায় এক গৃহবধূকে দুই যুবক মিলে ধর্ষণ করে।এ ব্যাপারে মহিলা সাবরুম থানায় অভিযুক্তদের নাম উল্লেখ করে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করেন।অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথেই সাবরুম থানার পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য তৎপরতা শুরু করে।

তৎপরতা চালিয়ে পুলিশ অফিসার তাদের জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে।ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত দুই যুবকের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

এদিকে, জিরানিয়া থানা এলাকার চম্পকনগর এলাকায় গৃহবধূ ধর্ষণ মামলায় এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তের নাম রমেন দাস।এ ব্যক্তি ধর্ষিতা মহিলার বাড়িতে ভাড়া থাকতো। তার একটি গাড়ি রয়েছে।বাড়ির মালিক ইনি মহিলা তার গাড়ির ভাড়া করে মান্দাই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## প্রতাপগড়ে মহিলাকে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।।** রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন প্রতাপগড় এক গৃহবধূকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে তার বাপের বাড়ির তরফ থেকে গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত গৃহবধূর নাম সাবিত্রী বসাক। মৃতার স্বামীর নাম প্রদীপ দাস। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ৬ দিন আগে প্রতাপগড়ে গৃহবধূ অগ্নিদগ্ধ হয়। তার স্বামী ও পরিবারের লোকজন রা অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান।জিপি হাসপাতালে টানা ছয় দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূ সাবেত্রি বসাক।হাসপাতালে গৃহবধূর মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তার বাপের বাড়ির লোকজনরা।তারা অভিযোগ করেন পারিবারিক কলহের জেরে গৃহবধূ সাবেত্রি বসাককে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ট্রেনের ধাক্কায় পানিসাগরে মর্মান্তিক মৃত্যু হল কৃষকের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।।** উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার পানিসাগর থানা এলাকার বিলথৈ বাজার সংলগ্ন এলাকায় শিলচর থেকে আগরতলা গামী ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে এক বৃদ্ধ কৃষকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে মৃত কৃষকের নাম রবীন্দ্র নাথ।

জানা যায় ওই কৃষক জমির ধান কেটে ধান নিয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন। তিনি যখন রেললাইন পার করছিলেন তখন লক্ষ্য করেননি যে ট্রেনটি লাইন দিয়ে আসছে। তার অলক্ষ্যেই ট্রেন চলে এসে তাকে ধাক্কা দেয়। তাতে ঘটনাস্থলেই ধানের বোঝা নিয়ে ছিটকে পড়ে ওই কৃষক।ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। খবর পাঠানো হয় পানিসাগর থানার পুলিশ এবং দমকল বাহিনীকে।খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে বৃদ্ধ কৃষককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে বৃদ্ধ কৃষকের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## খয়েরপুরে ফাঁসিতে আত্মঘাতী যুবক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।।** খয়েরপুর এর তুলকোনা পঞ্চায়েত টিলা এলাকায় ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করেছে এক ব্যক্তি। আত্মঘাতী ব্যক্তির নাম রাকেশ চক্রবর্তী।

জানা যায় দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক ভেঙ্গে পড়েছিল রাকেশ চক্রবর্তী নামে ওই ব্যক্তি। ঋণের দায়ে জর্জরিত ওই ব্যক্তি কোন পথ খুজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। একথা জানিয়েছেন তার নিকট আত্মীয় স্বজনরা। বৃহস্পতিবার তার বাড়ি থেকেই তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। জানা যায় পরিবারের লোকজন ও স্থানীয় লোকেরা মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## তেলিয়ামুড়ায় বিকল ইঞ্জিন, অফিস টাইমে ভোগান্তির শিকার যাত্রীকুল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ ডিসেম্বর।।** মাঝপথেই যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে বিকল হয়ে গেছে যাত্রীবাহী ট্রেন। খোয়াই জেলায় তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশন সংলগ্ন লাখাই বাজার এলাকায় সংঘটিত এ ঘটনায় দুর্ভোগের শিকার হন যাত্রীগণ। ঘণ্টাখানেক পর আগরতলা থেকে অতিরিক্ত ইঞ্জিন গিয়ে ওই ট্রেন গন্তব্যে নিয়ে আসে।

আজ ধর্মনগর থেকে যাত্রী নিয়ে রাজধানী আগরতলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিল যাত্রীবাহী ডেমু ট্রেন। ওই ট্রেন তেলিয়ামুড়া স্টেশনে যাত্রী নিয়ে পুনরায় যাত্রা শুরু করে। কিন্তু তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশন থেকে রওয়ানা দিয়ে কিছুদূর যেতেই যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে বিকল হয়ে যায় ট্রেনটি। তাতে দুর্ভোগ

পোহাতে হয়েছে যাত্রীদের। ওই ট্রেনে উত্তর ত্রিপুরা থেকে অনেক সরকারি কর্মচারী, বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত শ্রমিক সহ আরও অনেক যাত্রীসাধারণ জরুরি কাজে আসছিলেন।

এদিকে, রেল বিকল হওয়ার খবর শুনে প্রকৌশলিরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। অন্যদিকে অতিরিক্ত ইঞ্জিন ধর্মনগরে রয়েছে বলে রেল সূত্রের খবর। ফলে, ওই ট্রেন সেখান থেকে সরানো যাচ্ছিল না। তবে আগরতলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## সোনামুড়ায় ছিনতাই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।।** সোনামুড়া মহাকুমার সোনামুড়া যাত্রাপুর সড়কে এক মহিলার গলা থেকে সোনার চেইন ছিনতাই করে নিয়ে গেছে ছিনতাইকারীরা। জানা গেছে এক মহিলা রাস্তার পাশ ধরে বাড়িতে যাচ্ছিলেন। তখনই একটি মারুতি গাড়ি থেকে নেমে দুই যুবক মহিলার গলা থেকে সোনার চেইন ছিনতাই করে গাড়ি নিয়ে চম্পট দেয়।

মহিলা চিৎকার করলেও স্থানীয় লোকজন ছুটে আসার আগেই গাড়িটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এ ব্যাপারে যাত্রাপুর থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে যাত্রাপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আগরতলায় যানজট নিয়ন্ত্রণে তৎপর হল ট্রাফিক পুলিশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।।** স্মার্ট সিটিতে যানজট এক বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিত্যদিন শহরের ট্রাফিক জ্যাম বড় সমস্যা পথচারীদের কাছে। যানজট বন্ধ করতে অবশেষে সজাগ হলো ট্রাফিক প্রশাসন। ট্রাফিক ডিএসপি কোহেলি দেববর্মার নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার শহরের শকুন্তলা সহ বিভিন্ন রাস্তায় চলায় অভিযান। অভিযানে এদিন রাস্তায় পড়শি নিয়ে বসে থাকা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের নির্দেশ দেওয়া হয় রাস্তার পাশে অবৈধ ভাবে বসে না থাকে। পাশাপাশি শহরের রাস্তার দু''পাশে দোকানিরা নিজেদের সামগ্রী এবং

পোস্টার রাস্তা বৃহৎ স্থান দখল করে থাকছে। তাদেরকেও নির্দেশ দেওয়া হয় যাতে রাস্তা দখল করে ব্যবসার স্বার্থে ব্যাবহার না করে। ট্রাফিক ডিএসপি শ্রীমতি দেববর্মা জানান, এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। কিন্তু আদতে কতটা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## অশিক্ষক পদে নিয়োগের পরীক্ষায় অংশ নিন চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান শিক্ষামন্ত্রীর

**আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.)।।** গণতান্ত্রিক আন্দোলন সকলের অধিকার। কিন্তু, ত্রিপুরা সরকারের প্রতি আস্থা রেখে সহযোগিতার জন্য চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে আহ্বান করেছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের প্রতি তাঁর আবেদন, অশিক্ষক পদে নিয়োগের পরীক্ষায় অংশ নিন। তাতে, ক্ষতি নয়, লাভ-ই হবে। তাঁর দাবি, চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়োগের জন্যই ৪০০০ অশিক্ষক পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সাধারণ বেকারদের সাথে তারাও ওই সুযোগ নিতে পারবেন। এক্ষেত্রে তাদের জন্য সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে বয়স ছাড় দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, আগামী ৭ ডিসেম্বর থেকে চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তিনটি সংগঠন যৌথভাবে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গণঅবস্থান দিয়ে তারা আন্দোলন শুরু করতে চলেছে। তাদের দাবি, ত্রিপুরা সরকার-কে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মেনে চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষকদের চাকুরীর স্থায়ী সমাধান করতে হবে। সাথে প্রয়াত চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের পরিবারের একজনকে ডাই-ইন-হারনেসে চাকুরী প্রদান করতে হবে।

এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা সরকার মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে চাকুরিচ্যুত শিক্ষক এবং সাধারণ বেকারদের জন্য অশিক্ষক পদে ৪০০০ শূন্যপদ সৃষ্টি করেছে। ইতিমধ্যে ওই শূন্যপদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তিও জারি হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, টিআরবিটি-র মাধ্যমে ৪০০০ শিক্ষক নিয়োগেও ত্রিপুরা সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। এক্ষেত্রেও সাধারণ বেকারদের পাশাপাশি চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা সুযোগ নিতে পারবেন।

এদিন তিনি দাবি করেন, ৪০০০ অশিক্ষক পদে নিয়োগে চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের একটা বড় অংশ সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, দীর্ঘ সময় শিক্ষকতার সাথে যুক্ত থাকায় লিখিত পরীক্ষায় তাঁরা ভাল ফল করতে পারবেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অধিকার সকলের রয়েছে। কিন্তু, কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যবিধি মেনে আন্দোলনে ত্রিপুরা সরকারের কোন আপত্তি নেই। তবে, আন্দোলনে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## কমলপুরে একাধিক দোকানে চুরি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।।** ধলাই জেলার কমলপুর শহরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। জানাজায় গতকাল গভীর রাতে বাজারের বেশ কয়েকটি দোকানে পরপর চুলের দল হানা দেয়। চোরেরা হানা দিয়ে প্রচুর জিনিসপত্র এবং নগদ টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিয়ে গেছে। দোকান গুলির দরজার তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়টি স্থানীয় জনগণের নজরে আসে। খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট দোকানের মালিকরা ছুটে আসেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## জিরানীয়ায় নেশা সামগ্রী উদ্ধার গ্রেপ্তার দুই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।।** জিরানিয়ার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুমন মজুমদার এর নেতৃত্বে বড়মুড়ায় একটি লরি আটক করে নয় প্যাকেট গাজা করা হয়েছে। গাড়ির চালক এবং সহ চালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। লরিটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে সেটা নিয়ে আর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুমন মজুমদার এর কাছে সুনির্দিষ্ট খবর আসে আগরতলা থেকে একটি লরিতে করে প্রচুর পরিমাণ শুকনো গাঁজা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুমন মজুমদার বড়মুড়ায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## সাধারণ ডিগ্রি কলেজে আসন খালি প্রায় ২৩ হাজার, ভরতির জন্য সাকুল্যে ৪ হাজার অবশিষ্ট

**আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.)।।** ত্রিপুরায় সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলিতে ২২,৯৩৪টি আসন এখনও খালি পড়ে রয়েছে। ভরতির জন্য সাকুল্যে ৪,০০০ ছাত্রছাত্রী অবশিষ্ট রয়েছেন। এই তথ্য তুলে ধরে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ আবারও আশ্বাস দেন, একজন ছাত্রছাত্রীও কলেজে ভরতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন না। তবে আশ্চর্যের বিষয়, অত্যধিক চাহিদার কলেজগুলিতেও আসন খালি পড়ে রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে শিক্ষামন্ত্রী আগরতলায় তিনটি নামি কলেজের তথ্য তুলে ধরেছেন। তাতে দেখা গেছে, উইমেন্স কলেজ, রামঠাকুর, এমবিবি কলেজে প্রচুর আসন খালি।

আজ বৃহস্পতিবার শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এখন পর্যন্ত তিনটি পর্যায়ে কলেজে ভরতি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। তাতে পাস কোর্সে আসন বণ্টন করা হয়েছিল ৭,২৪৫ এবং ভরতি হয়েছেন ৫,১০৫ জন এবং অনার্স কোর্সে আসন বণ্টন করা হয়েছিল ৬,৫৮৫ ও ভরতি হয়েছেন ৪,৬১৪। এদিকে, ৩.১ পর্যায়ে আসন বণ্টন করা হয়েছিল ২,৯২৫ এবং এখন পর্যন্ত ভরতি হয়েছেন ৫২০ জন ছাত্রছাত্রী। তিনি জানান, ৩.১ পর্যায়ে আজ রাত পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা ভরতি হতে পারবেন।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় বর্তমানে উইমেন্স এবং রামঠাকুর কলেজে ভরতির জন্য সবচেয়ে বেশি চাহিদা। তেমনি, ইংরেজি, এডুকেশন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের ভীষণ কদর রয়েছে। এছাড়া, হিউম্যান ফিজিওলজি বিষয়েরও প্রচুর চাহিদা। শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, এখন পর্যন্ত আসন বণ্টন করা হয়েছে ২৬,৮০২ এবং ছাত্রছাত্রী ভরতি হয়েছেন ১৪,১৩৩ জন। আরও সাকুল্যে ৪ হাজার ছাত্রছাত্রী ভরতির জন্য অবশিষ্ট রয়ে গেছেন।

তিনি বলেন, এমন অনেকেরই আসন বণ্টন হলেও তাঁরা কলেজে ভরতি হননি। কারণ, পছন্দের কলেজ কিংবা সাবজেক্ট পাননি তাঁরা। কারোর পছন্দের কলেজে অনার্স কপালে জুটেনি। তাঁর সাফ কথা, চতুর্থ পর্যায়ের পর ভরতির জন্য নতুন কোনও সুযোগ দেওয়া হবে না। এক্ষেত্রে ৭ ডিসেম্বর থেকে চতুর্থ পর্যায়ের ভরতি শুরু হবে, চলবে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ১৬ ডিসেম্বর তালিকা প্রকাশিত হবে। তিনি জানান, ত্রিপুরায় শারীরিক প্রতিবন্ধী একজনও কলেজে ভরতি হওয়ার জন্য বাকি নেই।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী বিভিন্ন কলেজে খালি আসনের বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, বিএ পাস কোর্সে ১৮,৬৩৪টি আসন এখনও খালি। এছাড়া, বিএ অনার্স কোর্সে ১,৬৯৬টি, বিকম পাস কোর্সে ৫১৭টি, বিকম অনার্স কোর্সে ৮৬টি, বিএসসি পাস কোর্সে ১,৫৫৩টি এবং বিএসসি অনার্স কোর্সে ৪৪৮টি আসন এখনও খালি।

মন্ত্রী রাজধানী আগরতলায় তিনটি নামি কলেজের আসনের হিসাব দিয়েছেন। তাতে দেখা গেছে, বিএ পাস কোর্সে উইমেন্স-এ ৬৪৩টি, এমবিবি-তে ৯৪৩টি এবং রামঠাকুর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ৫৭ ◻ ৪ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ◻ ১৮ অগ্রহায়ণ ◻ শুক্রবার ◻ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

## লাভ জিহাদ

লাভ জেহাদ নিরোধক আইন প্রনয়নের দাবীতে দেশের বিভিন্ন স্থানের সাথে আমাদের রাজ্যেও ইতিমধ্যেই প্রচার আন্দোলন শুরু হইয়াছে।কোন মহিলাকে কেবলমাত্র ধর্মান্তরকরণ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া ভিন্‌ধর্মের বিবাহ সংঘটিত হইলে তাহার নাম 'লাভ জেহাদ' তাহাতে দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করিতে অধ্যাদেশ জারি করা হইবে। প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর স্বেচ্ছায় জীবনসঙ্গী বাছিবার অধিকারকে খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে অধ্যাদেশ জারির সিদ্ধান্তটি ভয়াবহ, কিন্তু তাহাকে যদি সম্পূর্ণ পরিপ্রেক্ষিতে দেখা হয়, তবে ভয়াবহতার স্বরূপটি সম্পূর্ণ উন্মোচিত হইবে। বোঝা প্রয়োজন যে, এই সিদ্ধান্তটি প্রক্ষিপ্ত নহে, কোনও এক ক্ষমতা-উন্মাদের বিকৃত আস্ফালনও নহে ইহা ছকে বাঁধা একটি পদক্ষেপ। দীর্ঘ দিন ধরিয়া 'লাভ জেহাদ'-এর রাজনীতি চলিতেছে। ব্যক্তিপরিসরকে ধর্মীয় রাজনীতির আখড়া বানাইবার অভ্যাসটি সদ্য-লব্ধ নহে। মানুষকে ধর্মীয় পরিচিতির দ্বারা চিহ্নিত করিবার অনুশীলন মজ্জাগত। তদুপরি, সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিতর সংখ্যালঘুর দ্বারা লাঞ্ছিত হইবার ভীতি তৈরি করিয়া রাখাও বহুপ্রাচীন কৌশল। 'লাভ জেহাদ'-এর ধারণাটি এই কৌশলের প্রকট অঙ্গ। রাষ্ট্রক্ষমতা মিলিলে সেই বিষের রাজনীতিতে নখর-দন্ত যোগ হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই।

'লাভ জেহাদ' নিবারণী আইনের একটি মৌলিক অবস্থান হইল, নারী মানেই সম্পত্তি। কেহ এই ক্ষেত্রে কোনও বিধর্মী পুরুষ সেই সম্পত্তি দখল করিতে চাহিলে রাষ্ট্র তাহাতে বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে। ইহাই কি মনুবাদী সমাজের মূলগত দর্শন নহে? তাহার সহিত আধুনিক রাষ্ট্রভাবনার পার্থক্য ও সংঘাত কোথায়, ইলাহাবাদ হাই কোর্টের একটি সাম্প্রতিক রায়ে তাহার দিকনির্দেশ আছে। আদালত জানাইয়াছে, আইনের দৃষ্টিতে দুই নারী-পুরুষ শুধু ধর্মের সদস্য নহেন, তাঁহারা 'স্বাধীন ইচ্ছা'র অধিকারী ব্যক্তিদ্বয়। অর্থাৎ, আধুনিক রাষ্ট্র যে শুধু দুই প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীকে স্বেচ্ছায়, স্বাধীন ভাবে জীবনসঙ্গী নির্বাচনের অনতিক্রম্য অধিকার দেয় তাহাই নহে; সেই অধিকার লিঙ্গনিরপেক্ষ অর্থাৎ, আধুনিক রাষ্ট্রদর্শন কোনও অবস্থাতেই নারীর 'এজেন্সি' অস্বীকার করে না। দিল্লি হাই কোর্টও একটি মামলায় জানাইয়াছে, কোনও প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার স্বেচ্ছায় যে কোনও স্থানে এবং যে কারও সহিত বাস করিবার স্বাধীনতা আছে। তিনি যদি স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ এবং বিবাহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার মতামতকে সম্মান জানানো এবং তাঁহাকে নিরাপত্তা দেওয়া পুলিশের কর্তব্য।

লাভ জিহাদ নিরোধক আইন প্রণয়নের চেষ্টা যে শুধু সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে, তাহা নহে একই সঙ্গে ইহা আধুনিক, উদারবাদী রাষ্ট্রভাবনার বিরুদ্ধেও জেহাদ। নাগরিকের জীবনের প্রতিটি পরিসর নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহে ধর্মীয় পরিচিতির মাধ্যমে, পুরুষতন্ত্রের যুক্তিতে। 'লাভ জেহাদ' নিবারণী অধ্যাদেশকে তেমন ভাবে দেখিলে ইহার রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটটি স্পষ্ট হইবে। সংখ্যালঘু-নিগ্রহের ঘটনায় উত্তরপ্রদেশ দেশে অগ্রগণ্য; মহিলাদের উপর নির্যাতনের ঘটনাতে দেশে সর্বোচ্চ স্থানে। তফসিলি জাতিভুক্ত মানুষের উপর অত্যাচারেও উত্তরপ্রদেশই এক নম্বর। হিন্দু-উচ্চবর্ণ-পুরুষতন্ত্রের এই সহিংস আধিপত্য যে রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয় ব্যতীত অসম্ভব, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সেই রাজ্য অধ্যাদেশ জারি করিয়া প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের মৌলিক অধিকার হরণের চেষ্টা করিলে তাহাকে ক্ষমতা-উন্মাদের আস্ফালন হিসাবে না দেখিয়া মনুবাদী প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ হিসাবে দেখাই বিধেয়। প্রকৃতপক্ষে সবকিছু ভাবিয়া চিন্তিয়া এইসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা শ্রেয়।

## বাংলাদেশের অত্যাচারিত হিন্দু প্রসঙ্গে খবর দিয়ে ফেসবুকে নজর কেড়েছেন অতীন ঘোষ

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি স)। বাংলাদেশের অত্যাচারিত হিন্দুদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলো প্রায় কেউ সরব হচ্ছে না। বরং, বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসা নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি। এবার রাজ্যের শাসক দলের নেতা তথা কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ এ নিয়ে একটি খবর শেয়ার করায় নজর কেড়েছে অনেকের।

অতীনবাবুর শেয়ার করা খবরে লেখা, "আমাদের পাশে দাঁড়ান", বিশ্বের সব হিন্দুদের কাছে সমর্থন চাইল বাংলাদেশের অত্যাচারিত হিন্দুরা। এই শিরোনামের ওই খবরে বলা হয়েছে' ফ্রান্স-কে সমর্থন করে সোশ্যাল মিডিয়ায় মন্তব্য করায়; বাংলা'দেশে হি'ন্দুদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিল মৌ'লবাদীরা। ফেসবুক কমেন্টে ধর্ম অবমাননাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের কুমিল্লার কোরবানপুর গ্রামে; হিন্দুদের বাড়িতে হামলা করে হাজার হাজার মুসলিম। হিন্দুদের বাড়িতে; অ'গ্নিসংযোগ ও লু'টপাট করে। নারীদের শ্লীলতাহানি করা হয়; ১২ টি বাড়িতে আগুন লাগানো হয়। মোট পাঁচটি বাড়ি পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়। সেখানের সব হিন্দু পরিবার; চরম আতঙ্কে আছে। কোনও মন্তব্য করে নি শেখ হাসিনা সরকার। এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় হিন্দুদের সমর্থন চাইলেন বাংলাদেশের অত্যাচারিত হি'ন্দুরা।বাংলাদেশের কট্টরপন্থীরা এই আ'ক্রমন করেছে। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায়; ভাইরাল হয়েছে। বাংলাদেশের অনেক হিন্দু; ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে হি'ন্দুদের সমর্থন চেয়েছেন। বাংলাদেশের এক সনাতন ধ'র্মালম্বী নেটিজেন হিন্দুদের উপর হা'মলার ভিডিও শেয়ার করে লিখেছেন; "প্রিয় হিন্দুরা আমরা কখনো টাকা চাইনি; আমরা আপনাদের থেকে সর্মথন চাইছি। একইভাবে কিছু ফেসবুক গ্রুপেও; বাংলাদেশের হি'ন্দুরা সমর্থন চেয়ে পোস্ট করেছেন।"

প্রতিক্রিয়ায় স্বাগত ঘোষদাস লিখেছেন, "অতীন দা, আন্তরিক সমর্থন জানাই. বাংলাদেশের সংখ্যা লঘুদের পাশে, আমাদের দাঁড়ানো টা আবশ্যিক।" নীলোৎপল দত্ত লিখেছেন, "দেশ ভাগের সময় যে জনসংখ্যা ছিল ৪৮ু আজ সেটা ৬ু থেকে ৮ু।বাকিটা সময়ের অপেক্ষা মাত্র। গার্গী ভাদুড়ি লিখেছেন, "অসভ্য দেশ একটা"। সৌমিত্র ঘোষ লিখেছেন, "আমাদের তথাকথিত সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা কিছু বলবেন?" জয়ন্ত জয় লিখেছেন, "দাদা তুমি যে রাজনৈতিক দলই করোনা কেনো, তুমি বাংলাদেশের নির্যাতিত হিন্দুদের স্বার্থে আওয়াজ তুলেছো তাই আমি একটি উদ্বাস্তু পরিবারেরর সন্তান হয়ে তোমার এই সৎ সাহসকে কুর্নিশ জানাই।

## সক্রিয় রোগী ৪.৪৪ শতাংশ, ভারতে ১৪.৩৫ কোটি করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ১৪.৩৫-কোটি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। ভারতে সুস্থতার হার ৯৪.১১ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৪,৩৫,৫৭,৬৪৭-এ পৌঁছে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১১.১১ লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২ ডিসেম্বর (বুধবার সারা দিনে) ভারতে ১১,১১,৬৯৮টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ১৪, ৩৫,৫৭,৬৪৭টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ভারতে এই মুহূর্তে মাত্র ৪.৪৪ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১, ৩৮,৬৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৫২৬ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮,৯৭,৩৩,৭৩ জন (৯৪.১১ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪,২২,৯৪৩ জন করোনা-রোগী।

# চারিদিকে বিদ্রোহের দামামা

সুপতা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

দিল্লির টিকরি সীমান্তে ... প্রচন্ড শীতের কারণে হার্ট আটাকে প্রাতিষ্ঠানিক খুন হয়ে গেলেন আন্দোলনরত কৃষক গজন সিংহ। এটাই কি গণতন্ত্র কৃষক-ক্ষেতমজুররা ছ-মাসের রসদ নিয়ে কৃষক মারা কৃষি বিল ফেরত না নেওয়া অবধি ঘেরাও থাকবে দেশের রাজধানী। ছ-মাস লাকুক কি কয়েক বছর, কৃষক-ক্ষেতমজুর আজ তৈরি হয়েই এসেছে, নিজের অধিকার বুঝে নিতে। প্রতিবাদের মিছিল ধর্ণা ক'দিন চলবে জানা নেই বলে বাড়ি থেকে আসার সময় রসদ সঙ্গে এনেছিল ওরা। তারই খানিকটা খরচ করে রুটি তরকারি বানিয়ে ওরা পাত পেড়ে খাওয়াচ্ছে দুপুরে। গুরুদোয়ারা মসজিদও বিনে পয়সায় খাওয়াচ্ছে কৃষক-ক্ষেতমজুরদের। সম্প্রীতি আর লড়াইয়ের সমর্থন জোরদার হচ্ছে রোজ। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল এটাই যে এই লঙ্গরখানায় কৃষক-ক্ষেতমজুরদের পাশাপাশি বসে খাচ্ছেন উর্দিধারী সৈনিক, পুলিশরা। যারা সকালে ওদের ওপর লাঠি চালিয়েছে, হয়ত বিকেলেও চালাবে আবার। মনে পড়ে যাচ্ছে অনেকদিন আগে শোনা এক মহান বিপ্লবীর উতি, সাধারণ সৈনিকরা হল আসলে উর্দিধারী কৃষক, পেজেন্ট ইন ইউনিফর্ম, এটা সৈনিকরা যেদিন বুঝবে সেদিন শাসকদের জারিজুরি শেষা। মানেটা বোঝা যায়নি সেদিন। দিল্লির রাজপথে উর্দিধারীদের সৈনিকদের সঙ্গে উদ্দিহীন কৃষকের দলের খাওয়ার দৃশ্য দেখতে দেখতে বইয়ের শুকনো পাতার শুকনো তত্ব জ্যান্ত হয়ে উঠছে। রাজধানি দিল্লি কাপছে। (দেশের অন্নদাতা লক্ষ লক্ষ কৃষকের রক্তচক্ষু দেখে দিল্লির সরকার দিশাহারা। ভারতবর্ষের ৫০০ কৃষক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত লক্ষ লক্ষ কৃষক একজোটে দিল্লি অভিযানে সামিল হয়েছেন। দাবি একটাই কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যাধ্য কৃষি বিল বাতিল করতে হবে। দিল্লির পাঁচটি প্রবেশ পথ পাঞ্জাব ও হরিয়ানা থেকে আগত বিক কৃষকদের অবস্থানে অবরুদ্ধ। তারা জানিয়েছেন দাবি আদায় না হওয়া অবধি ফেরার কোনও প্রশ্ন নেই। ভারতের লক্ষ লক্ষ অন্নদাতাদের এই দুর্বার আন্দোলনে আজ নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে ১৯৪৫ সালে নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত সর্ব ভারতীয় কৃষক সম্মেলন উপলক্ষে গণনাট্য সংঘের মহান আস্টা কমরেড সাধন দাশগুপ্ত রচিত ও সুরারোপিত গান- চাষী দে তোর লাল সেলাম। অন্নদাতাদের রাজপথে দেখে কয়েদখানাও ছোটো হয়েছে। স্বরারমরী নয়টা স্টেডিয়াম চেয়েছিলেন। তাও ছোটো। শেষে পিছু হটেছেন। পরাজিত। দিকে দিকে চলছে, অন্নদাতাদের ঢেউ। শাসকের ব্যারিকেড ভাঙছে। রক্ত ঝরিয়ে অন্নদাতাদের দিকে দিকে দ্রোহ। বুকের পাঁজর ভেঙে লড়াই। রক্ত ঘামের ফসলের অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে দ্রোহ। দ্রোহ আটকাতে পারেনি টিয়ার সেল, জল কামান, ব্যারিকেড। ব্যারিকেড ভেঙে স্বচ্ছ ভারত অভিযানে আলপথ থেকে রাজপথে কৃষকরা। পাঞ্জাব, হরিয়ানা থেকে আসছেন অনদাতারা। শাসকের ব্যারিকেড, টিয়ার সেল, ওয়াটার ক্যানন ব্যর্থ। পায়ে হেঁটে চলেছে অবাধ্যতার ঢেউ। অমানবিক কৃষক মারা কৃষি বিল প্রত্যাহারের দাবিতে বিদ্রোহ আজ। হরিয়ানাতে চেষ্টার কসুর করেনি বর্বর সরকার। যুদ্ধ জয় করে ব্যারিকডে জলে ভাসিয়ে এগিয়েছেন অন্নদাতারা। পথ চলতে চলতেই হাইওয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক অন্নদাতার। যে দেশে প্রতি ১২ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড অন্তর একজন কৃষক আত্মহত্যা বন কেবিন সংকট মোকাবিলার পথ পেয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। সেই দেশে রক্ত ঝরাতে ভর নেই অন্নদাতাদের। কৃষকের ঋণ মকুব হয় না। অথচ কর্পোরেটদের খণ মকুব করে। অন্নদাতাদের আটকাতে এসমা, ১৪৪ ধারা জারি। সবকিছু ব্যাকফুটে পাঠিয়ে অন্দাতারা রাস্তার দখলে। দেশের প্রধানগণ সংবিধান দিবস পালন করেন! অথচ দেশের অন্নদাতাদের কথা শোনেন নাঃ কর্পোরেট কর্তারা দেখে বলছে, "সাবাশ! সাবাশ! সাবাশ!" মনে পড়ে যায় উলঙ্গ রাজার কথা। সেই ছোট্ট শিশুটির প্রশ্ন "রাজা তোর কাপড় কোথায়? কথা রাখেননি রাষ্ট্রের প্রধানগণ। অন্নদাতারা দিল্লি গেছেন। আটকাতে পারলেন না প্রধানগণ। দিল্লি ঘিরে ফেলেছেন অন্নদাতারা। ভেবেছিলেন ট্রাক দিয়ে ওদের রাস্তা আটকাবেন। ট্রাককে দিয়ে ট্র্যাক্টর টেনে স্বচ্ছ ভারত অভিযানে নেমেছেন প্রধানগণ ক্রেন দিয়ে ট্র্যাঙ্কর টানতে পারেন। অন্নদাতাদের ঋণ শোধ করতে পারেন না। মন কি বাত বিলকুল জেনেছে গোটা দেশ। আসলে প্রধানমন্ত্রী বেচারাম। যে অন্নদাতারা রক্ত ঘামের মেহনতে অন্ন দিয়ে গোটা দেশবাসীকে বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সে কথা বিলকুল জানে গোটা দেশ। 'মন কি বাত' আর মুখের কথার মধ্যে আসমান জমিনের ফরাক। তাই পিছু হটেছেন। জানবেন সব কিছু ছোটো অন্নদাতাদের হৃদয়ের কাছে। অন্নদাতারা হৃদয় চেপে রক্ত ঝরিয়ে মেহনতের কদর চাইতে রাস্তায়। শুনতে পেয়েছেন। দিল্লি হরিয়ানা সীমান্ত টিকরি'তে কৃষক নেতা সুমিত সিং বলেছেন, 'আমরা ভগৎ সিং-এর মতো লড়ব, আমাদের শহিদরা যেভাবে লড়াই সেভাবেই লড়ব। দিল্লি ঘিরে ফেলেছে অন্নদাতারা। ট্র্যাঙ্কর চলছে দিল্লির রাজপথে। পালানোর পথ নেই।

এবার একটু দেখে নেওয়া যাক কৃষিতে ভারতের বর্তমান অবস্থান। ডিজিপি সহ যাবতীয় আর্থিক বৃদ্ধি যখন নেগেটিভ, তখন ও কৃষিতে বৃদ্ধির হার ৩ শতাংশ। এই পরিস্থিতিতে নতুন কৃষিবিলের লক্ষ্য একটাই কৃষকদের কর্পোরেট প্রজা বানিয়ে কৃষকদের ঘুরপথে অধীনে মুক্ত বাণিজ্যের কবলে নিয়ে আসা। এই নব্য কৃষিবিলে তিনটি অংশ রয়েছে—

১) অত্যাবশ্যক পণ্য আইনে সংশোধন চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, গম, ভোজ্যতেল, তৈলবীজ যত ইচ্ছে মজুত করার ছাড় পত্র। প্রয়োজনে কেন্দ্র বিধিনিষেধ জারি করতে পারে, রাজ্যের অধিকার থাকবে না বলে অভিযোগ।

২) কৃষিপণ্য ব্যবসা -বাণিজ্য উন্নয়নে অধ্যাদেশ কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ী রফতানিকারী ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংস্থাগুলি চুক্তির ভিত্তিতে চাষ করিয়ে নিয়ে সরাসরি চাষিদের থেকে ফসল কিনে নিতে পারবে। কৃষিপণ্য বাজার কমিটির নিয়ন্ত্রণ থাকা মান্ডিতে ফসল বেচার কোনও বাধ্যবাধকতা থাকবে না। 'এক দেশ, এক কৃষি বাজার' এর লক্ষ্য।

৩) কৃষকদের চুক্তি চাষে সুরক্ষা ও ফসলের মূল্য নিশ্চিতকরণ অধ্যাদেশ বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে চাষিদের চুক্তির মানদণ্ড ঠিক করে দেওয়া যাতে চাষিরা ফসলের ঠিকমত দাম পান, তাঁদের ঠকতে না হয় সরকারের এই অধ্যাদেশ—কর্পোরেট লুটেরাদের পৌষমাস, আর কৃষকদের সর্বনাশ' দেশের ৬৫ শতাংশ মানুষ হলেন কৃষিজীবী। তারাই হবেন উপবাসী। মোদি সরকারের কৃষি আইনে তারা হবেন নিঃস্ব, জমিহারা। মজুতদার মুনাফাখোর, কর্পোরেটের পোঁয়াবারো, কৃষক ক্ষেতমজুর, সাধারণ মানুষের মাথায় সংকটের বোঝা, স্বাধীন ভারতে আসলে তারাই হয়ে উঠবেন পরাধীন। প্রতিবাদ জানালে তারা হচ্ছেন দেশদ্রোহী। কৃষক সমাজ শ্রেমিস্বার্থে জেগে উঠেছেন, কোনও আইনই তাদের পিছু হঠাতে পারবে না। হল্লা রাজার দেশে এবার ক্ষিদে পেলে ধর্ম খেয়ো। দেশের ৮৬ শতাংশ চাষির জমির পরিমাণ ২ হেক্টরের কম। তাঁরা তাদের অল্প ফসল বা আনাজ গ্রামের কাছে মান্ডিতে না বেচে বাইরে কোথাও বেচতে যাবেন না। তাই অধ্যাদেশ মোটেও কৃষক স্বার্থে নয়, কর্পোরেট লুটেরাদের স্বার্থে। ফসলের এমএসপি বা ন্যূনতম সহায়ক মূল্য তুলে দেওয়ার চক্রান্ত পরিষ্কার। ফলে চাষিরা এমএসপি'র থেকে কম দামে ফসল বেচতে বাধ্য হবেন।

কেন্দ্র সরকার এফসিআই বা নাফেড-এর মাধ্যমে ফসল কেনা বন্ধ করে দেবে। খাদ্যশস্য মজুতের দায় নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলবে কেন্দ্র সরকার।

মান্ডির বাইরে বলতে ওরা বলতে চায় মান্ডির বাইরে বসে কোনওরকম মার্কেট ফি বা সেস বা লেভি না দিয়ে কোম্পানির লোকেরা সফল কেনার অধিকার পাবে। অর্থাৎ সরকার ওদের উপঢৌকন দিল। এছাড়া ছোটো চাষিরা কর্পোরেট সংস্থার সঙ্গে লেনদেন করতে গিয়ে ঠকবেন, এমনকি তাঁরা কর্পোরেট সংস্থার বিরুদ্ধে আইনি লড়াই ও লড়তে পারবেন না। বেসরকারি সংস্থাগুলিকে যত ইচ্ছে খাদ্যশস্য মজুত করতে দেওয়ার ফলে কালোবাজারি লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি ও কৃত্রিম খাদ্যভাব তৈরি হবে দেশে। সরকার খাদ্যশস্য মজুত করার বন্ধ করলে রেশনের মাধ্যমে খাদ্যবন্টন ও বন্ধ হয়ে যাবে। কেন এই আশঙ্কা— ২০১৫-য় মোদি সরকার নিযুক্ত শান্তা কুমার কমিটি সুপারিশ করেছিল মাত্র ৬ শতাংশ চাষি এমএসপি'র সুবিধা পান। কাজেই তা তুলে দেওয়া হোক। এফসিআই ও নাফেড-এর মাধ্যমে ফসল কেনা বন্ধ হোক। রেশনে খাদ্যবন্টন বন্ধ হোক। তিন অধ্যাদেশে শান্তা কুমার কমিটির সুপারিশই রূপায়ন করছে মোদি সরকার। সারা দেশে চাষিরা আজ যে কারণে বিরোধিতায় পথে নেমেছেনত্ত মান্ডি বা গ্রামীণ হাটে ফসল বিক্রি করলে চাষিদের দাম নিয়ে সম্মিলিত দর কষাকষির একটা ক্ষমতা ছিল। এখন সেটাকে বিলোপ বিলোপ করে কর্পোরেটদের লুটের সুবিধা করে দেওয়া হবে। যদি মান্ডি বা বাজারগুলিকেই ধাপে ধাপে অকার্যকরী করে দেওয়া হয় তবে চাষিরা আর ফসলের সহায়ক মূল্য পাবে না। এর জন্যই এমএসপি কে কঠোরভাবে। লাগ করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়নে সংস্কার করছেনা কেন্দ্র। চাষিদের কর্পোরেটদের প্রজায় পরিণত করে এক নয়া কর্পোরেট জমিদারি ব্যবস্থা। ফিরিয়ে আনা হবে। কৃষকদের পরিণত করা হবে পুঁজিপতিদের গোলামে। ডুটিও-র অধীনে আমাদের দেশে কৃষি ব্যবস্থায় মুক্ত বাণিজ্যকেই ঘুরপথে প্রতিষ্ঠা করা হবে। আমাদের দেশের কৃষি ও কৃষকদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। আমার স্বদেশ লুঠ হয়ে যায় প্রতিদিন প্রতিরাতে/বিরুদ্ধতার চাবুক ওঠাও হাতে! সারা দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার যখন প্রায় -২৪ শতাংশ, তখনও কৃষিতে বৃদ্ধির হার ৩ শতাংশের বেশি। মোদি সরকার রেল, ব্যাঙ্ক, বীমা, খনি, বন্দর সব বিক্রি করার প্রক্রিয়া শুরু করে এবার নজর দিয়েছে তাই কৃষির উপর। দেশটাকে ফ্যাসিস্টরা ধ্বংসের শেষ কিনারায় নিয়ে যাচ্ছে। দেশের সমস্ত সম্পদ লুঠ করছে। বিক্রি করছে। সর্বনাশ কৃষি কানুন ২০২০ বাতিলের দাবিতে সারা দেশে আন্দোলনের আগুন জ্বলছে। দিল্লিতে আগত পাঞ্জাব হরিয়ানা উত্তরপ্রদেশের কৃষকদের উপর অত্যাচার করছে বিজেপি সরকারের পুলিশ। কিষাণের উপর লাঠি, কাদানে গ্যাস চালাচ্ছে পুলিশের জওয়ান। ছি! অন্নদাতার রক্ত ঝরছে।-এই বিলের প্রভাবেই বাজার আগুন। কিন্তু তা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সরকারপছন্দের পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

১. সরকার কৃষকদের উপর হিং অত্যাচার বন্ধ করুক।

২. কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সমস্যার সমাধান করতে হবে। কৃষকরা রাষ্ট্রকে বলছেত্ত পক্ষ নিন। পক্ষ "নিন। এদিকে দিল্লির ঘটনার প্রেক্ষিতে সর্ব রাজ্যের কৃষক-ক্ষেতমজুরদের একাংশও। আন্দোলনে বিজেপির আক্রমণের মসলন্দপুরের মিছিল বের করলেন কৃষক-ক্ষেতমজুরদের একাংশ। দিল্লিতে কৃষক আন্দোলনের উপর বিজেপি সরকারের বর্বরোচিত আক্রমণের প্রত্যাদে এবং কৃষক আন্দোলনকে সংহতি জানিয়ে বসিরহাট, দুই মেদিনীপুরেও মিছিল করেছেন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। অন্যদিকে নিজের সংসদীয় কেন্দ্র বারাণসী

থেকে পরয়াগরাজ হাইওয়ের উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কৃষি আইন নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চলছে। যারা ছড়াচ্ছেন, দিনের পর দিন সঙ্গে তারা প্রতারণা করেছেন।' বলেছেন, আগে ছোটো কৃষকরা সবসময় প্রতারণার শিকার হতেন। এখন আর তা হবে না, প্রতারিত হতেন কৃষকরা। কৃষকদের নিয়ে মিথ্যে প্রচার করা একসময় অভ্যাসে পরিণত এখন অনেক উন্নয়ন হচ্ছে। এখন ১ এক্সপ্রেসওয়ে বলে পরিচিত উত্তরপ্রদেশ।

উ আগে উত্তরপ্রদেশে ২টি বিমানবন্দর, এখন ১২টি বিমানবন্দর গড়ে উঠেছে। নির্মাণকাজের জন্য অনেক কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। বারাণসীর কৃষকদের জন্য বিশেষ কর্গো সেন্টার তৈরি হয়েছে। এখন লন্ডন, মধ্যপ্রাচ্যেও ফসল পাঠাতে পারছেন অবস্থা কী সবাই জানে। উত্তরপ্রদেশ থেকে এখন তাজা সবজি যাচ্ছে লন্ডন, দুবাই। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কৃষকদের স্বনির্ভর করে তোলারই উপায় অবলম্বন করা হয়েছে। কৃষকদের আয় বাড়াতে সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে। কৃষকদের ফসল বিক্রির স্বাধীনতা রয়েছে। নতুন আইনে পুরানো পদ্ধতিতে ফসল বিক্রয়েরও সুযোগ রয়েছে। নতুন আইন কৃষকদের পক্ষে লাভজনক।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

# ত্রিপুরার অবদান,ত্যাগ ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা অসম্ভব ছিল

প্রদীপ চক্রবর্তী

ঘড়ের পাশের দেশ বাংলাদেশে এখন বিজয়ের মাস।ডিসেম্বর মানেই অহারের মাস।এই মাসেই লাখো শহীদের রক্তে বিশ্বের মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ ঘটে স্বপ্নের বাংলাদেশের। বাংলাভাষীদের স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ।সেখানে আমরা বাংলায় কথা বলি,গান গাই।বেজে উঠে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।আলপনা থেকে পিঠেপুলি ,বাউল,আউল, খালবিল,নদী নালা সমুদ্রসৈকত ,পদ্মা,মেঘনা যমুনা তিতাসের বুকে ভেসে বেড়ায়" কে যায় রে ভাটিগাঙ বাইয়া---"। বাংলার সংস্কৃতি প্রানের সংস্কৃতি যা সমৃদ্ধ সংস্কৃতি।এই বাংলাদেশ মহা মনীষির দেশ।কে না জন্মেছেন এই বাংলার মাটিতেচ।এই দেশেই একটানা পনের দিন কাটিয়েছেন স্বামীজি।তিনি সবাইকে শুনিয়েছেন সাম্যের গান,যুবকদের বলেছেন গীতা, চন্ডী ছেড়ে ফুটবল খেলতে।পগোজা স্কুল,জগন্নাথ কলেজে যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের ডাক ছিল।

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে গড়ে উঠা বাংলাদেশ এখন প্রগতি আর উন্নয়নের দেশ।দেশ জুড়ে শুধু এখন উন্নয়ন যজ্ঞ।ঢাকা মানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির হারচ আমাদের চেয়েও অনেক অনেক বেশী।

১লা ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়ের মাস ডিসেম্বর। ৩০ লাখ শহীদ আর দু'লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানির বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সাক্ষর এবারের বিজয়ের মাস করোনা আবহের মধ্যেও নানা অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে পালিত হবে।

বাংলাদেশের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম ঘটনা ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের এক ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির কয়েক হাজার বছরের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বপ্ন সাধ পূরণ হয় এ মাসে।

বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন মুক্তিযুদ্ধের অবিস্মরণীয় গৌরবদীপ্ত চূড়ান্ত বিজয় এ মাসের ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয়। স্বাধীন জাতি হিসেবে সমগ্র বিশ্বে আত্মপরিচয় লাভ করে বাঙালিরা। অর্জন করে নিজস্ব ভূ-খণ্ড। আর সবুজের বুকে লাল সূর্য খচিত নিজস্ব জাতীয় পতাকা। ভাষার ভিত্তিতে যে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল, এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বিজয়ের মাধ্যমে ঘোষিত স্বাধীনতা পূর্ণতা পায় এ দিনে।

বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নপূরণ হবার পাশাপাশি বহু তরতাজা প্রাণ বিসর্জন আর মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে এই অর্জন হওয়ায় বেদনাবিধূর এক শোকগাঁথার মাসও এই ডিসেম্বর। এ মাসেই স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি তাদের বাংলাদেশের দোসর রাজাকার-আলবদর আল শামসদের সহযোগিতায় দেশের মেধা, শ্রেষ্ঠ সন্তান-বুদ্ধিজীবী হত্যার নৃশংস হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে। সমগ্র জাতিকে মেধাহীন করে দেয়ার এ ধরনের ঘৃণ্য হত্যাযজ্ঞের দ্বিতীয় কোন নজির বিশ্বে নেই।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণ আর ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত যৌথবাহিনীর জল, স্থল আর আকাশপথে সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পরাজয়ের খবর চারদিক থেকে ভেসে আসতে থাকে।

এ বছরের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। যেখান থেকে ৭ মার্চ স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম,' বলে স্বাধীনতার ডাক দেন, সেখানেই পরাজয়ের দলিলে স্বাক্ষর করেন পাকিস্তানি জেনারেল নিয়াজী। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। আর জাতি অর্জন করে হাজার বছরের স্বপ্নের স্বাধীনতা।

৭১ এর ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি জল্লাদ বাহিনী নিরস্ত্র জনগণের উপর অতর্কিতে সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে হাজার হাজার মানুষ হত্যা করে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর এক অসম যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। বঙ্গবন্ধু একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে পাক বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হবার আগে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং তার ডাকে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ২৫ মার্চ রাতেই রাজারবাগ পুলিশ লাইনে সশস্ত্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। দীর্ঘ ৯ মাসের সশস্ত্র জনযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানির বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর জাতির চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়।

এ বিজয়ের মাস উদযাপনে জাতীয় কর্মসূচির পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কর্মসূচি নেয়া হয়েছে।

হয়তঃ বাংলাদেশ নামে স্বাধীন রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটত ই না ,যদি না ভারত এগিয়ে যেত।

ভারতের সবচেয়ে বড় অবদান যদি বলা হয় ত্রিপুরা,পশ্চিমবঙ্গ,আসাম তার জনসংখ্যার ও অনেক বেশী বিপন্ন ভাই,বোন,মায়েদের আশ্রয়, খাদ্য,শিবিরের সংসান করত।ত্রিপুরাতেই হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষন শিবির।এখানকার শিবিরে প্রশিক্ষন নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা পাক সেনাদের বিরুদ্ধে ভয়ংকর,দূর্জয় ,দূর্বার প্রতিরোধ,পাল্টা আক্রমন গড়ে তুলে।আগরতলার ইনিসিয়াল ষ্ট্রাইকিং বেস থেকে ভারতীয় শিখ রেজিমেন্ট,গুর্খা রেজিমেন্ট এবং বিএস এফ পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকে ব্যাপক আক্রমন দাগাতে থাকে।এই আক্রমনের বিরুদ্ধে পাক বাহিনী দাড়াতেই পারেনি।এরা খড়কুটোর মত বালি হয়ে উড়ে যায়।আগরতলা হয়ে উঠেছিল আওয়ামী লীগের শীর্ষ কর্মকর্তাদের আস্তানা।আগরতলায় আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতাই আশ্রয় নিয়েছিলেন।এর আগেই আগরতলায় এসেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের সপতি শেষ মুজিবর রহমান।

পাক সেনাদের শেলিং এ আগরতলা বিমানবন্দর যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তেমনি আগরতলার অন্যান্য অংশেও শেল আঘাত হেনেছিল।এতে ক্ষয়ক্ষতি ও হয়।আগরতলা বিমানবন্দর পাকসেনাদের ট্যানের নিশানার আওতায় থাকায় উড়ান বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।তখন খোয়াই বিমানবন্দর থেকে সামরিক বাহিনীর বিমান উঠানামা করেছিল।ভারতীয় বায়ুসেনার বিমান যুদ্ধের রসদ পৌঁছে দিত খোয়াই বিমানবন্দরে।এক একটি বিমান থেকে নেমে আসত দুটি তিনটি করে সামরিক ট্রাক।এই বিমান বন্দর থেকেই উড়ান শুরু করে পাক যুদ্ধ বিমানকে তাড়া করা হয়েছে।সে সব স্মৃতি এখনো প্রবীনদের মনে আছে।৭১ র প্রসঙ্গ এলেই প্রবীনরা বলে থাকেন যুদ্ধের স্মৃতি বহুল দিনের কথা।এদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল সেই সব দিনের কথা যেদিন গুলিতে বাড়ীঘড় ছেড়ে খোয়াই নদী পার হয়ে বিপন্ন ওপারের লোকগুলি এপারে আশ্রয় নিয়েছিলেন।মা দের অনেকের কোলে ছিল সদ্যোজাত শিশু থেকে হাঁটতে শেখেনি কচিকাঁচা রা।পোটলা পুঁটলি নিয়ে এরা এ ওর বাড়ী ওঠানে আশ্রয় নিয়েছিলেন।সানীয়রা অনেকেই নিজেদের বাড়ীঘড়ে ঠাঁই দিয়েছেন,খাবার ভাগ করে খেয়েছেন।পরবর্তী সময়ে শিবির হলে সেখানে ঠাঁই নেন।

বলছিলাম এপারের সাহায্য, এপারের লোকজনের সহায়তা, খাবার ভাগ করে খাওয়ার ঘটনা ওপারের স্বাধীনতার জন্য উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল।এটা ইতিহাস।একে অস্বীকার করার উপায় নেই। করলে নিজেদের স্বাধীনতার ইতিহাসকে অস্বীকার করা হবে।যদিও এপারের কজনকে ওপারের সরকার সম্মাননা দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ কবছর আগে আগরতলায় এসে বিশাল জনসমুদ্রে বক্তব্য রেখেছেন।জনসমুদ্রের রূপ দেখে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন শেখ হাসিনা।

এখনো ওপারের লোকজন আগরতলায় আসেন,আগরতলা বাসী ওপারে যাতায়াত করেন।যদিও করোনায় সব বন্ধ।কিন্তু যোগাযোগ রয়েছে।এযে আত্মার সম্পর্ক।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার শিক্ষামন্ত্রীর সাথে দেখা করেন ১০৩২৩ চাকুরিচ্যুত কর্মীরা। ছবি- নিজস্ব।

# সাংবাদিক নিগ্রহ : দোষীদের গ্রেফতার ও সাংবাদিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকপত্র করিমগঞ্জ প্রেস ক্লাবের

করিমগঞ্জ (অসম), ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়ে সাংবাদিকদের সুরক্ষা এবং দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে করিমগঞ্জের জেলাশাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মরকপত্র প্রেরণ করেছে করিমগঞ্জ প্রেস ক্লাব।

স্মারকপত্র প্রদান করে প্রেস ক্লাবের সভাপতি মিহির দেবনাথ বলেন, সাংবাদিকরা সমাজের দর্পণ। যে-কোনও ঘটনা ঘটলে সাংবাদিকরা সংবাদ সংগ্রহে যাবেন, এটাই স্বাভাবিক। এঁদের মাধ্যমেই সমাজের নানা সমস্যা জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়। তাই-তো সংবাদ মাধ্যম গনতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। গত ২৮ নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় কাছাড়ের কালাইনে সংঘটিত দুর্ঘটনার সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে তিন সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণের মানে গণতন্ত্রের ওপর প্রাণঘাতী হামলা হয়েছে, যা কোনও অবস্থাতেই মেনে নেওয়া যায় না। ঘটনার ছয়দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও পুলিশ গণতন্ত্রের ওপর হামলাকারীদের গ্রেফতার করতে পারেনি। না-কি এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে রয়েছে, প্রশ্ন তুলেন মিহির দেবনাথ।

উল্লেখ্য, ২৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় কালাইনের লক্ষ্মীপুরে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাস্থলেই হেমবাবু সিনহা ও গৌরদাস সিনহা নামের দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ওই ঘটনার প্রতিবাদে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে উত্তেজিত স্থানীয় জনতা। একাংশ উগ্র যুবক এতটাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে সংবাদ সংগ্রহে যাওয়া সাংবাদিক ইমাদ উদ্দিন মজুমদার, সুপ্রিয় দত্ত, রফিক আহমেদের ওপর অতর্কিতে প্রাণঘাতী হামলা চালায়। এতে মারাত্মক জখম হন ইমাদ উদ্দিন মজুমদার।

প্রেস ক্লাবের কার্যনির্বাহী সভাপতি শীর্ষেন্দু সী বলেন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সাংবাদিকদের সুরক্ষার জন্য আইন এনেছে। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন সেই আইন অনুযায়ী কাজ করছে না। বরাক উপত্যকায় বিগত কয়েকমাস থেকে বেশ কিছু এলাকায় পরিকল্পিতভাবে সাংবাদিকের ওপর হামলা হয়েছে, মিথ্যা মামলায় সাংবাদিকদের হয়রানি করা হয়েছে। তিনি বলেন, যারা সাংবাদিকের বিরুদ্ধে নানা ভাবে চক্রান্ত করছে তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ এবং সাংবাদিকদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে।

প্রেস ক্লাবের সম্পাদক অরূপ রায় অভিযোগ করে বলেন, পুলিশ জনগণের স্বার্থে নয়, বোধহয় মাফিয়াদের সুরক্ষায় নিয়োজিত। তিনি ক্ষোভ উগরে বলেন, কাটিগড়াকে করিডোর করে গোটা বরাক উপত্যকায় প্রতিনিয়তই পাচার হচ্ছে লাইমস্টোন, বার্মিজ সুপারি সহ অন্যান্য সামগ্রী। আর এ-সবে মদত জোগাচ্ছেন কতিপয় ক্ষমতাবান ব্যক্তি। কাটিগড়া সহ গোটা বরাক উপত্যকা এ-মুহূর্তে অপরাধীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। অপহরণ, খুনের মতো ঘটনা এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এবার সংজোযন হল সাংবাদিক নিগ্রহ। রাজপথে পুলিশের সামনেই একদল হিংস্র যুবকের আক্রমনের শিকার হয়েছেন কাটিগড়ার তিন সাংবাদিক আর পুলিশ ঘটনার দীর্ঘ ছয়দিন অতিক্রম হওয়ার পরও নামমাত্র দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। কিন্তু আসল দুষ্কৃতীরা আজও পুলিশের নাগালের বাইরে। কাছাড় পুলিশ দুষ্কৃতীদের আটক করতে অপারগতার ঘটনাকে চরম দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেন অরূপ।

কাটিগড়া বিধানসভা কেন্দ্রের কালাইন লক্ষ্মীপুরে সাংবাদিক ইমাদ উদ্দিন মজুমদারের ওপর প্রাণঘাতী হামলা ছাড়াও আরও দুই সাংবাদিককে নিগ্রহ এবং শিলচরের কাঁঠাল রোডে সাংবাদিক সায়েদ হুসেন লস্করকে প্রাণে মারার হুমকি প্রদানের নিন্দা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আজ করিমগঞ্জের জেলাশাসকের হাতে স্মরকপত্র দেওয়া হয়েছে। জেলাশাসকের অবর্তমানে অতিরিক্ত জেলাশাসক ধ্রুবজ্যোতি দেবের হাতে স্মারকপত্রটি তুলে দিয়েছেন প্রেসক্লাবের সভাপতি মিহির দেবনাথ, কার্যনির্বাহী সভাপতি শীর্ষেন্দু সী, সম্পাদক অরুপ রায়, উদয় দেবরায়, শুভঙ্কর মালাকাররা।

# দিব্যাঙ্গদের সার্টিফিকেট ও সহায়ক সামগ্রী বণ্টন শিলচরে, সংশ্লিষ্টদের সরকারি সুবিধা লাভের আহ্বান

শিলচর (অসম), ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অডিটরিয়াম হল-এ আয়োজিত বিশ্ব দিব্যাঙ্গ দিবসে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলাশাসক কীর্তি জল্লি বলেন, দিব্যাঙ্গদের যথার্থ সরকারি সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট তথা ইউডিআইডি কার্ড থাকা বাঞ্ছনীয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্বীকৃতি অনুসারে ১৯৯২ সাল থেকে প্রতি বছরের ৩ ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হচ্ছে। তাই জেলার প্রত্যেক প্রতিবন্ধী তথা দিব্যাঙ্গদের এই সার্টিফিকেট এবং ইউডিআইডি কার্ড পেতে অবিলম্বে সরাসরি স্বাস্থ্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে যোগাযোগ করে আবেদন দাখিল করতে আহ্বান জানান জেলাশাসক কীর্তি জল্লি। তিনি আরও বলেন, সব মানুষেরই কোনও না-কোনও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। অনেকের বেশি পার্সেন্ট আবার অনেকের তুলনামূলক কম প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। মানুষ পরস্পর পরস্পরের উপরই নির্ভরশীল। তাই সকলের প্রগতির লক্ষ্যে প্রত্যেক দিব্যাঙ্গকে অগ্রসর হতে হবে। প্রতিবন্ধকতা সর্বোপরি একটি মেডিক্যাল ইস্যু। সেদিক বিবেচনাক্রমেই শিলচর মেডিক্যাল কলেজে যৌথ ব্যবস্থপনায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান কীর্তি জল্লি।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, দিব্যাঙ্গ শনাক্তকরণে প্রাসঙ্গিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট তৈরিতে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে আসছেন শিলচর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, সুপারিনটেনডেন্ট তথা কলেজ কর্তৃপক্ষ। 'সব অক্ষমতা দৃশ্যমান নয়' থিমের ওপর আয়োজিত এ-বছরের বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে জেলার সর্বস্তরের দিব্যাঙ্গদের মধ্যে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাসমূহ পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রত্যেককে সচেতনতার সঙ্গে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানিয়ে জেলাশাসক বলেন, এক্ষেত্রে আবেদন করার পর সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে অনলাইন পঞ্জিয়নের জন্য কিছু প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট থাকে। এই প্রক্রিয়াকরণে কিছুটা বিলম্ব হয়। তিনি বলেন সামনেই নির্বাচন। তাই দিব্যাঙ্গদের মধ্যে যাঁদের ১৮ বছর সম্পূর্ণ হয়েছে তাঁরা ভোটার কার্ডের আবেদন সরাসরি জেলা নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয়ে জমা করলে অগ্রধিকারের ভিত্তিতে ভোটার কার্ড প্রস্তুত করার আশ্বাস দেন জেলাশাসক জল্লি।

দিব্যাঙ্গদের জন্য আধারকার্ড তৈরিতে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হবে এবং বর্তমানে অরুণোদয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে দিব্যাঙ্গদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে বলে জানান তিনি। প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণে মাসে দুদিন শিবিরের আয়োজন করা হবে। আজ ৩ ডিসেম্বর থেকে আগামী ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত টানা এক মাসব্যাপী প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণে চলবে জেলাব্যাপী কর্মসূচি।

আজকের অনুষ্ঠানে দিব্যাঙ্গদের ইউনিক ডিজঅ্যাবিলিটি আইডেন্টিটি কার্ড (ইউডিআইডি) আনুষ্ঠানিকভাবে বণ্টন করা হয়েছে। মোট চোদ্দশো কার্ড তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে অনুরাধা মোদক, রোহন পাল, মদন কানু, শর্মিষ্ঠা চৌধুরী, হৃষিকা দাশগুপ্ত, দিব্যদাস আত্রীয়, জয়দীপ মালাকার, মনোজ কুমার পাল, সমীর আচার্য, রাখি দাস মজুমদার, অনিকেত সাহাদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ইউডিআইডি তুলে দেন অনুষ্ঠানের অতিথিরা। বাকিদের স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্ম-অধিকর্তার কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। এদিন প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় সলমান হুসেন, ইজমারা বেগম, দীরশিখা দাস, স্বদেশ নাথ, জাবির হুসেন, জয়মোহন বর্মন, সাইরুন বিবি, পিয়ারা বেগম, পূরবী নাথ, সুরিয়া বেগম লস্কর, আজির উদ্দিন বরভুইয়াঁ, নজমুল হুসেন বড়ভুইয়াঁ, হাবিবুর রহমান, সুফিয়া বেগম লস্কর সহ অন্যদের।

জানানো হয়েছে, সরকারি সুবিধা পেতে প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট স্বাবলম্বী ডট কমে আপলোড করতে হবে। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের উল্লেখ করে সুবিধা গ্রহণে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে দিব্যাঙ্গ ব্যক্তির অভিভাবকদের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (স্বাস্থ্য ) সুমিত সাত্তায়ন।

এছাড়া, কাছাড় জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিশেষভাবে সক্ষম শিশু (সিডব্লিউএসএন) এবং দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের সুষ্ঠুভাবে চলাফেরা করার লক্ষ্যে হুইল চেয়ার ও অন্যান্য সহায়ক সামগ্রী বণ্টন করা হয়েছে আজ। সুবিধাভোগীরা হলেন শুক্লা ঘোষ, মহিবুর রহমান, ইয়াকুব আলি, তৈয়বুর রহমান, তজমুল আলি, লুবানা আখতার লস্কর, সাহিল আহমদ লস্কর, মিনাজ হুসেন বরভুইয়াঁ, কানাই আচার্য, তাইরুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা। মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ নরসিংপুর শিক্ষা খণ্ডের অধীন আইরংমারা হাইস্কুলের দিলীপ দাসের মেয়ে বিপাশা দাসকে (৭০ শতাংশ দিব্যাঙ্গ) প্রেরণা অ্যাওয়ার্ড হিসেবে স্মার্ট টিভি তুলে দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য রঞ্জিত দেবের ছেলে রাজদীপ দেব (৫০ শতাংশ দিব্যাঙ্গ), বাবুল নমশূদ্রের ছেলে রাহুল নমশূদ্র (১০০ শতাংশ দিব্যাঙ্গ), নিরঞ্জন পাল ইনস্টিটিউট স্কুলের ছাত্র সুবোধলাল দাসের ছেলে নেপাল দাস (৭০ শতাংশ দিব্যাঙ্গ) এবং নেতাজি বিদ্যাভবন গার্লস হাইস্কুলের রুদ্রাণী দাসের হাতে মানপত্র ও স্মারক দিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া দিব্যাঙ্গ পড়ুয়াদের সহযোগিতা ও নিরন্তর প্রেরণার মাধ্যমে সামগ্রিক বিকাশে বিশেষ ভূমিকার জন্য পাঁচ শিক্ষককে সেরা শিক্ষকের পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। তাঁরা ছোটমামদা হিন্দি হাইস্কুলের শিক্ষক সুনীল কুমার সিংহ, নেহরু হাইস্কুলের এনামুল হক সাইদুল, শিলকুরি চা বাগান হাইস্কুলের সঞ্জয় বসুমতারি, উধারবন্দ কুম্ভাগ্রাম হাইস্কুলের বিশ্বজিৎ ঘোষ এবং পূর্ব কাজিডহর হাইস্কুলের রাগিব হুসেন চৌধুরী।

এদিন প্রদান অতিথি জেলাশাসক সহ উপস্থিত অতিথিরা প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। দিব্যাঙ্গ রুদ্রাণী দাস উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে। অতিরিক্ত জেলাশাসক (সমাজকল্যাণ) ললিতা লংগিপি স্বাগত বক্তব্য পেশ করেছেন। আনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (শিক্ষা) রাজীব রায়। এছাড়া প্রাসঙ্গিক আলোচনায় অংশ নেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (স্বাস্থ্য), মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. বাবুল কুমার বেজবরুয়া, সমগ্র শিক্ষা অভিযানের ডিপিও রাণারঞ্জন নাথ, জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক শাশ্বতী সোম, যুগ্ম-স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. সুদীপজ্যোতি দাস প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিক সুমিত্রা দেব, স্কুলসমূহের পরিদর্শক সামিনা ইয়াসমিন আরা, মেডিক্যাল কলেজের উপাধ্যক্ষ ডা. ভাস্কর গুপ্ত, সুপারিনটেনডেন্ট ডা. অভিজিৎ স্বামী, সমগ্র শিক্ষা অভিযানের ডিপিও ড় বিদ্যুৎ দেবচৌধুরী, ইকবাল বাহার লস্কর সহ বিশিষ্টজনেরা। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দেবাঞ্জন মুখার্জি।

# ডিসেম্বরের শেষে বা জানুয়ারির শুরুতে মিলবে করোনা প্রতিষেধক : এইমস অধিকর্তা

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.): ডিসেম্বরের শেষের দিকে বা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে করোনা প্রতিষেধকের জরুরী ভিত্তিক ব্যবহারে ছাড়পত্র মিলতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেছেন এইমসের অধিকর্তা ডা: রণদীপ গুলেরিয়া।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন, দেশে করোনা প্রতিষেধকের পরীক্ষামূলক ট্রায়াল চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ট্রায়াল থেকে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে তাতে করে প্রতিষেধক সুরক্ষিত বলে ইঙ্গিত মিলেছে। ৭০ হাজার থেকে ৮০ হাজার স্বেচ্ছাসেবককে প্রতিষেধক দেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এদের কারও মধ্যে গুরুতর পার্শপ্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। এখনও পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে যে প্রতিষেধক সুরক্ষিত। করোনা প্রতিষেধকের ট্রায়াল চলাকালীন চেন্নাইয়ের এক স্বেচ্ছাসেবক যে পার্শ প্রতিক্রিয়া দাবি করেছিল সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, প্রতিষেধকের সঙ্গে এই ঘটনার কোনও সম্পর্ক নেই।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এবং আইসিএমআরের তরফ থেকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে প্রতিষেধক আবিষ্কার হলেও তা সকলকে দেওয়া হবে না। কেবলমাত্র সংক্রমণ চক্র ভাঙার লক্ষ্যেই এই প্রতিষেধক ব্যবহার করা হবে।

# বন্দেভারত মিশনের অষ্টম পর্যায় ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হল : বিদেশমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.): বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র অনুরাগ শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, বন্দেভারত মিশনের অষ্টম পর্যায় ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এদিন রাজধানী দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন, এই পর্যায়ে ৮৯৭ আন্তর্জাতিক বিমান চালানো হবে ১৫টি দেশে। ভারতে ফিরিয়ে আনা হবে ১.৫ লক্ষ প্রবাসীকে। এ ছাড়াও ১৮ দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক পর্যায় ঐক্যবদ্ধভাবে প্রবাসীদের ফিরিয়ে আনার কাজ চলবে। ৩ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ৩৪.১ লক্ষ প্রবাসী ভারতীয়কে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।উল্লেখ করা যেতে পারে, চলতি বছরের মে মাস থেকে করোনা পরিস্থিতিতে বিদেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার জন্য বন্দেভারত মিশন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এতে করে উপকৃত হয়েছে প্রবাসে থাকা ভারতীয়রা।

# চিন ও করোনার মুখোমুখি হতে তৈরি নৌবাহিনী : ভারতীয় নৌবাহিনী প্রধান

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.): করোনা এবং চিনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে তৈরি ভারতীয় নৌবাহিনী। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা জানিয়েছেন নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল করমবীর সিং। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নৌবাহিনী প্রধান জানিয়েছেন, পূর্ব লাদাখে চিন লাগোয়া সীমান্তে লাইন অব একচুয়াল কন্টোল এলএসি-তে সেনাবাহিনী এবং বায়ুসেনাকে সমন্বয় বজায় রেখে সহযোগিতা করে চলেছে নৌবাহিনী।

অন্যদিকে, ভারত মহাসাগরে চিনের গবেষণামূলক জাহাজ যাতে অনুপ্রবেশ করতে না পারে তার ওপর নজর রেখে চলেছে নৌবাহিনী। একই সঙ্গে করোনা এবং চিনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে তৈরি ভারতীয় নৌবাহিনী। পূর্ব লাদাখে চিন লাগোয়া সীমান্তের কাছে বিভিন্ন জায়গায় নৌবাহিনীর সহযোগিতায় পি - ৮ আই বিমান মোতায়েন করা হয়েছে। ভারতের উত্তর সীমান্তে হেরন সার্ভিলেন্স ড্রোন মোতায়েন করেছে ভারতীয় নৌবাহিনী। নৌবাহিনী প্রধান আরও জানিয়েছেন ২০০৮ সাল থেকে সমুদ্রে লুটেরাদের রুখতে চিনের তিনটি যুদ্ধজাহাজ ভারত মহাসাগরে নজরদারি চালাচ্ছে। আগামী দিনে ভারত আরও ৪১ থেকে ৪৩ যুদ্ধজাহাজ এবং ডুবোজাহাজ তৈরি করবে। এরমধ্যে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার রয়েছে। আগামী দিনে তিন বাহিনীর জন্য ৩০টি প্রিডেটর শ্রেণীর ড্রোন কেনা হবে।

# বিজ্ঞান ভবনের বৈঠকে সরকারি চা ও খাবার বয়কট করল কৃষক নেতারা

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.): কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমরের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে বৈঠক চলাকালীন সরকারের দেওয়া চা ও খাবার মুখে তুললেন না কৃষক সংগঠনের নেতারা। বিজ্ঞান ভবনের মধ্যেই লঙ্গর থেকে খাবার আনিয়ে খান তারা। বৈঠক শুরু হওয়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, সরকার ক্রমাগত কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা করে চলেছে। এদিন চতুর্থ দফায় বৈঠক শুরু হবে। আশা করব ইতিবাচক সমাধান বেরিয়ে আসবে। এদিন ম্যারাথন বৈঠকের ফাঁকে মধ্যাহ্নভোজের সময় এক কৃষক নেতা বিজ্ঞান ভবনের কর্মীকে জিজ্ঞেস করেন ভবনের মধ্যে কোথাও ক্যান্টিন রয়েছে কিনা। তখন সেই কর্মী কৃষক নেতাদের অবগত করান যে তাদের জন্য খাবার তৈরি আছে। কিন্তু কৃষক নেতারা বলেন যে তারা কোনও রকমে সরকারের দেওয়া খাবার ও চা মুখে দেবেন না। পরে কৃষক নেতারা লঙ্গর থেকে খাবার নিয়ে বিজ্ঞান ভবনের মধ্যেই খান।

# নাগা জঙ্গিদের আগ্নেয়াস্ত্র যোগানকারী সাজিদ আলি গ্রেফতার নাহরকটিয়ায়

নাহরকটিয়া (অসম), ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রথমসারির জঙ্গি সংগঠন ন্যাশনাল সোশালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড (খাপলাং গোষ্ঠী)-র কাছে আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের দায়ে এক যুবককে আটক করেছে আধা-সেনা বাহিনী।

আজ বৃহস্পতিবার ডিব্রুগড়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদ্মনাভ বরুয়া জানিয়েছেন, গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে জেলার নাহরকটিয়ায় আসাম রাইফেলস-এর এক দল অভিযান চালিয়ে নাগা জঙ্গি সংগঠন এনএসসিএন (কে) শিবিরে আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের অভিযোগে এক যুবককে আটক করেছে। আটক যুবককে শিবসাগর জেলার নামতি চারিআলির বাসিন্দা জনৈক সাজিদ আলি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তার হেফাজত থেকে ম্যাগজিন সহ একটি পিস্তল, মোবাইল হ্যান্ডসেট ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, ধৃত সাজিদ বহুদিন থেকে এনএসসিএন (কে)-এর কাছে আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করছিল। গতকাল সে নাহরকটিয়ায় কোনও এক ব্যক্তির কাছে পিস্তলটি হস্তান্তর করতে এসেছিল। তখনই তাকে আটক করতে সক্ষম হয় আসাম রাইফেলস-এর দল। পরে তাকে নাহরকটিয়া থানার হাতে তুলে দিয়েছেন আধা-সেনা কর্তৃপক্ষ। তিনি জানান, সাজিদ আলি নামের এই যুবক অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এনএসসিএন (কে)-এর সশস্ত্র ক্যাডারদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপে ইতিপূর্বে নানা ধরনে সহায়তা করেছিল।

# সোমবার একদিনের ডিমা হাসাও জেলা সফরে আসছেন অসম কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক জীতেন্দ্র সিং

হাফলং (অসম), ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা অসমে দলের পর্যবেক্ষক জীতেন্দ্র সিং সোমবার এক দিনের ডিমা হাসাও জেলা সফরে আসছেন। ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, জীতেন্দ্র সিং শিলচর থেকে ট্রেনে হাফলং আসবেন। তাঁর সঙ্গে থাকবেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক রকিবুল হুসেন।

সূত্রটি জানিয়েছে, হাফলং এসে সোমবার কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জীতেন্দ্র সিং রাজীব ভবনে এক দলীয় সভায় যোগদান করবেন। রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন সম্পর্কে দলীয় নেতা কর্মীদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকেও মিলিত হবেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে ডিমা হাসাও জেলায় বিজেপি ও কংগ্রেস দল প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। তাই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে হারানো মসনদ দখল করতে দলীয় নেতা কর্মীদের মনোবল বাড়াতে হাফলঙে তিনি বৈঠকে মিলিত হবেন। সোমবার রাত জীতেন্দ্র সিং হাফলঙে কাটিয়ে মঙ্গলবার তিনি ডিফুতে কারবি আংলং কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবেন বলে জানা গিয়েছে দলীয় সূত্রে।

# বোকাখাতে হাতির হামলায় হত এক, তছনছ বহু বসতঘর

বোকাখাত (অসম), ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসমে হাতি মানুষের সংঘাত অব্যাহত। গতকাল বুধবার রাতেও গোলাঘাট জেলার বোকাখাতে এ ধরনের এক সংঘাতে এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

জানা গেছে, বুধবার মধ্যরাতে বোকাখাতের লতাবাড়ি এবং কলাখোয়া গ্রামে বুনো হাতির দল ব্যাপক হাঙ্গামা করেছে। হাতির দল লতাবাড়ির আহোম গ্রামের জনৈক কুরসা ডোরা (৪০)-কে আছড়ে মেরে ফেলেছে। বন কর্মীদের কাছে জানা গেছে, রাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর ঘর থেকে বের হয়েছিলেন কুরসা। তখন হাতির দলের মুখোমুখি হন তিনি। দলের একটি হাতি শুঁড় দিয়ে প্যাঁচিয়ে আছড়ে মেরে ফেলে কুরসা ডোরাকে। আজ সকালে গ্রামের মানুষ তাঁর মৃতদেহ দেখে গ্রামরক্ষী বাহিনীকে খবর দেন। গ্রামরক্ষী বাহিনীর কাছ থেকে খবর যায় বোকাখাত থানা এবং স্থানীয় বন দফতরে।

খবর পেয়ে পুলিশ ও বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে কুরসা ডোরার মৃতদেহ উদ্ধার করে তার ময়না তদন্ত করতে গোলাঘাট সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এছাড়া হাতির দলটি বোকাখাত কলাখোয়া গ্রামে হামলা চালিয়ে দরিদ্র পাঁচটি পরিবারের বসতঘরে ভাঙচুর চালিয়েছে। তবে কলাখোয়ায় হাতির তাণ্ডবে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

# বিধায়ক গো-ব্যাক : কাঠিগড়ায় আটক এনসি কলেজের ছাত্রকে নিঃশর্তে মুক্তির দাবিতে নিলামবাজারে জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিলামবাজার (অসম), ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : গতকাল কাছাড়ের কালাইনে বদরপুর নবীনচন্দ্র কলেজের পাঁচ ছাত্রের সড়ক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু-পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে ওই কলেজে ছাত্র শিবলু বড়ভুইয়াঁকে পুলিশ বুধবার গভীর রাতে কাঠিগড়াস্থিত তাঁর বাড়ি থেকে আটক করে নিয়ে থানায় নিয়ে যায়। দুর্ঘটনাস্থল জাতীয় সড়ক অবরোধকারীদের মধ্য থেকে কাঠিগড়ার বিধায়ক অমরচাঁদ জৈনকে গো-ব্যাক বলার অপরাধে কলেজ ছাত্রকে আটক করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ বৃহস্পতিবার ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে নিলামবাজার।

নবীনচন্দ্র কলেজের বিজ্ঞান শাখার প্রথম সেমিস্টারের ছাত্র শিবলু বড়ভুইয়াঁর মুক্তির দাবিতে নিলামবাজার কলেজের ছাত্ররা হঠাৎ করে অসম-ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বসেন। এদিন সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ নিলামবাজার কলেজের ছাত্ররা কলেজের সম্মুখবর্তী জাতীয় সড়ক অবরোধ করে পুলিশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগানে এলাকার আকাশবাতাস মুখরিত করে তুলেন। পুলিশের গুণ্ডাগিরি মানব না, আটক ছাত্র হিবলু বড়ভুইয়াঁকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে, বিধায়ক অমরচাঁদ জৈনকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে, অতিরিক্ত পণ্য বোঝাই ও পাথর বোঝাই লরি থেকে পুলিশের তোলা আদায় বন্ধ করতে হবে। এ-সব স্লোগানে কলেজ ছাত্ররা এলাকা সরগরম করে তুলেন।

এদিকে আচমকা জাতীয় সড়ক অবরোধের ফলে অত্যন্ত ব্যস্ত জাতীয় সড়কে যাত্রীবাহী ছোট বড় গাড়ি সহ দূরপাল্লার গাড়ির দীর্ঘ লাইন ছয়ের পাতায়

বৃহস্পতিবার আগরতলায় রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। ছবি- নিজস্ব।

# হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

## রোমানিয়ান লুলিয়ার আঙুলেই উঠল সলমনের আংটি, তবে কি এবার বিয়ের পিঁড়িতে সল্লু ?

নিজস্ব প্রতিবেদন: সলমন কার সঙ্গে প্রেম করছেন? কবে বিয়ে করছে? এনিয়ে জল্পনার শেষ নেই। তবে শেষপর্যন্ত কি রোমান মডেল লুলিয়া ভান্তুরের হাতেই আংটি পরিয়ে দিলেন সলমন? সম্প্রতি এমন গুঞ্জনই শোনা যাচ্ছে।সলমনই হলেন বলিউডের ''মোস্ট এলিজিবল ব্যাচেলর''। শোনা যায়, সলমন নাকি এই মুহূর্তে রোমানিয়ান গার্লফ্রেন্ট লুলিয়ার সঙ্গে প্রেম করছেন। আর সলমনের মা সলমা খানও নাকি চান তাঁর ছেলে এবার বিয়ে করুক। তবে সলমন কি তাঁর মায়ের স্বপ্ন পূরণ করবেন? সেটা অবশ্য ''লাখ টাকার প্রশ্ন''।বিশেষ সূত্রে খবর, সলমন নাকি সম্প্রতি লুলিয়াকে তাঁর ৩৯ এর জন্মদিনে বহু মূল্যের একটি হীরের আংটি উপহার দিয়েছেন। আর এর পর থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তবে কি সলমন লুলিয়ার সঙ্গেই শেষপর্যন্ত পরিণয়বদ্ধ হবেন? সেটা অবশ্য ভবিষ্যতই বলবে।সলমন খানের জীবনে অবশ্য প্রেমিকার সংখ্যা অগন্তি। সঙ্গীতা বিজলানি থেকে ঐশ্বর্য রাই, ক্যাটরিনা কাইফ সকলের সঙ্গে সম্পর্কে থাকাকালীন সলমনের বিয়ের জল্পনা তৈরি হয়েছে। তবে বলিউডের ''ভাইজান'' বিয়ে করছেন এটা এখনও স্বপ্নই থেকে গিয়েছে। শোনা যায়, বলিউড অভিনেত্রী সঙ্গীতা বিজলানির সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল সালমান খানের। সব কিছু পরিকল্পনামাফিক এগোচ্ছিল। দুই পরিবারের লোকজন বিয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতেও শুরু করেছিলেন। এমনকী, অতিথিদের নিমন্ত্রণের জন্য কার্ড ছাপাও হয়েছিল। কিন্তু শেষবেলায় এসে বিয়ে ভেঙে যায়। শোনা যায়, সেসময় নাকি সলমনের সঙ্গে বলিউডের অন্য কোনও নায়িকার সম্পর্ক রয়েছে বলে জানতে পারেন সঙ্গীতা। তাই তিনি বিয়ে ভেঙে দেন। সবটাই গুঞ্জন। অর্থাত শোনা কথা। মুখে মুখে চলা কথা। সলমন বা সঙ্গীতা কখনওই এই নিয়ে মুখ খোলেননি। এরপর সলমনের সঙ্গে ঐশ্বর্য, পরবর্তীকালে ক্যাটরিনার সম্পর্ক ও বিচ্ছেদের ঘটনাও সকলেরই জানা। এখন দেখাই যাক, লুলিয়ার সঙ্গে সলমনের সম্পর্ক কোন পথে এগোয়...

## শিম চাষ: বীজ বপনের উপযুক্তসময়

শীতকালে দেশি শিম খুবই জনপ্রিয় সবজি শীত মরশুমের শুরুতেই সরবরাহ কম থাকায় দাম চড়া থেকে আমিষসমৃদ্ধ দেশি শিম একটি গুরুত্বপূর্ণ শীতকালন সবজি এটি পুষ্টিকর , সুস্বাদু ও অত্যন্ত জনপ্রিয় শিমের কচি শুঁটির বীজে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও শ্বেতসার থাকে বলে খাদ্য হিসেবে খুব উপকারী। তাছাড়া এতে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ভিটামিন 'এ', 'বি' ও 'সি' থাকে। আমাদের দেহের পুষ্টিসাধনে এসব পুষ্টি উপাদানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

শিম সব ধরনের মাটিতেই চাষ করা যায়। তবে দো আশ বা বেলে দো আশ মাটি দেশি শিম চাষের জন্য বেশি উপযোগী। জল জমে না এমন উঁচু জমি শিম চাষের জন্য বেছে নেওয়া ভাল।

উপযোগী জমি ও মাটি : প্রায় সব ধরনের মাটিতে শিম চাষ করাযায়। তবে দোষ আশ ও বেলে দো আশ মাটিতে এর ফলন সবচেয়ে ভাল হয়।

জাত নির্বাচন ঃ শিমের বিভিন্ন জাতের মধ্যে ঘৃতকাঞ্চন, নলডক, আশ্বিনা, কার্তিকা, নলডক, হাতিকান, বৌকানী , রূপবান , বারি শিম- বারি শিম ২, বারিশিম ৩, বারি শিম ৪, ইপসা -১ ও ইপসা ২ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বীজ বপনের সময় ঃ আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

মাদা তৈরি ও সার প্রয়োগ: দেশি শিম প্রধানত মাদা প্রথায় বসতবাড়ির আশে পাশে পুকুরপাড়ে, পথের ধারে ও জমির আইলে চাষ করা হয়। তবে চাষ করা হলে ১ মিটার সারিকরে প্রতি সারিতে ৫০ সেমি পর পর ৪৫ সেমি লম্বা, ৪৫ সেমি চওড়া ও ৪৫সেমি গভীর করে মাদা তৈরি করতে হয়। তারপরপ্রতি মাদার মাটির সঙ্গে ১০ কেজি পচা গোবর, ১৫০ গ্রাম টিএপি ও ১০০ গ্রাম এসওপি সার ভালোভাবে মিশিয়ে মাদা ভরাট করতে হবে । বীজবপনকালে বর্ষাথাকে, তাই মাদায় যাতে জল না জমে সে জন্য জমির সাধারণ সমলত হতে মাদার ভরাটি মাটি ৫ সেমি পরিমাণ উঁচু রাখতে হয়।

বীজ বপন ঃ মাদায় সার প্রয়োগের ৮-১০ দিন পর প্রতি মাদায় দুই তিনটি বীজ ফাঁক ফাঁক করে ২.৫ - ৩.০ সেমি গভীর বপন করতে হয়। চারা গজানোর১০-১২ দিন পর প্রতি মাদায় দুটি সুস্থ ও সবল চারা রেখে বাকিগুলি উঠিয়ে ফেলতে হবে। বীজ বপনের আগে ২৪ ঘন্টা জলে ভিজিয়ে নিলে তাড়াতাড়ি চারা গজায় এক শতক বা ৪০ বর্গমিটার জমিতে ৪০ গ্রামশিম বীজের প্রয়োজন হয়।

পরবর্তী পরিচর্যা ঃ শিমের চারা ও তার আশপাশের আগাছা নিড়ানি দিয়ে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। তাছাড়া মাঝে মধ্যে নিড়ানি দিয়ে চারার গোড়ারমাটি খুঁচিয়ে আলাদা ও ঝুরঝুরে করে রাখতে হবে। শিমের খরা সহ্য করার মতো থাকলে ও বৃষ্টির অভাবে মাটিতে রসের ঘাঁটতি হলে জল সেচ দিতে হবে।

উপরি সার প্রয়োগ: শিমের জমিতে সার উপরি প্রয়োগের কাজ দুই কিস্তিতে করতে হয় প্রথম কিস্তি চারা গজানোর এক মাস পর এবং দ্বিতীয় কিস্তি গাছে দুই চারটি ফুল ধরার সময়। প্রতি কিস্তিতে মাদা প্রতি ২৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ২৫ গ্রাম এমওপি সার গাছের গোড়ার চারদিকে উপরি প্রয়োগকরে মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগের সময় মাটিতে রসের অভাব হলে ঝাঁঝরি দিয়ে জল সেচ দিতে হবে।

মাচা ও বাউনি দেওয়া ঃ শিমগাছ বাওয়ার সুযোগ যত বেশি পায়, ফলন তত বেশি হয়। তাই শিমগাছ যখন ১৫-২০ সেমি লম্বা হবে তখন গাছের গোড়ার পাশে বাঁশের ডগা (কঞ্চিসহ) মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। এ ঝড়েশিমগাছ পড়ে ভালো ফুল ও ফল দিতে পা।

রোপণের আগে পরে করণীয় ও পরিচর্যা ঃ আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত দেশি শিমের বীজ বপন করার সময়। যে মাসেই বীজ বপন করা হোক, অগ্রহায়ণের শেষ বা কার্তিক শুরুর আগে কোন গাছেই ফুল ও ফল ধরে না, ব্যতিক্রম বারমাসী জাত। দেশি শিমে যেহেতু আগাম, মাঝরি ওনারী জাত আছে, তাই জাতের সঠিক তথ্য নাজেনে চাষ করলে সময়মতো ফলন পাওয়া যায় না। দেশি শিম ক্ষেত ছাড়াও বসতবাড়ির দেওয়ালের পাশে, আঙিনার ধারে ছোট মাচায়, ঘরের চালে পুকুর ও রাস্তার ধারে এবং ক্ষেতের আইলে চাষ করা যায়। ক্ষেতে চাষ ও মই দিয়ে জমি ভালোভাবে ঝুরঝুরে ও সমান করে নিতে হয়। এরপর ১০ ফুট দূরত্বে সারিকরে সারিতে ৫ ফুট পর পর গর্তবা মাদা তৈরি করতে হয়। দেড় ফুট চওড়া ও দডড়েদ ফুট গভীর গর্তুখুড়ে গর্তের মাটির সঙ্গে ১০ কেজি জৈব বা গোবর সার, ৫০ গ্রম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি ও ৫০ গ্রাম এমওপি সার মিশিয়ে ৬ থেকে ৭ দিন রেখে দিতে হয়।

শিমের রোগ বালাই: পাতার রোগ : দেশি শিমের পাতায় কালো দাগ ও ফোস্কা পড়া দেখা দিলে মেনকোজের জাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হয়। আর পাতায় হলুদ মোজাইকরোগ হলে গাছটি তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। রোগটি হয় জ্যাসিড বা সাদা মাছির কারণে।এজন্য অন্যান্য সুস্থ গাছে ইমিডাক্লোরপিড বা ফেনথিয়ন গ্রুপের কীটনাশন স্প্রেকরে জ্যাসিড বাসাদামাছি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

গোড়া ও শিকর পচা রোগ:শিকর পচা রোগ হলে আক্রান্ত গাছ তুলে বাকি গাছে ও মাটিতে ভাল করে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হয়। শিমের গোড়া ও শিকড়পচা রোগ সাধারণত বর্ষার শুরুতে বা অতি বর্ষণের ফলে গোড়ায় জল জমলে হয়।তবে মাঝেমাঝে আবহাওয়ারআর্দ্রতা বেড়ে গেলে ও উচ্চ তাপমাত্রায় গোড়াপচারোগের প্রকোপ বাড়ে গাছের বৃদ্ধির যে কোন অবস্থাতেই এ রোগ হতে পারে মাটির ঠিক ওপরে গাছের কাণ্ডে লালচে বাদামি দাগ পড়ে ধীরে ধীরে এইদাগ বিস্তার লাভ করে বেশি হলে শিকড়েও ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত অংশ আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়,ফলে গাছ দুর্বল হয়। ফলন কম হয়। কখনো কখনো গাছগুলো মরেও যেতে পারে। চারা অবস্থায় আক্রান্ত হলে চারা মারা যায়। মরিচা রোগ: দেশি শিমগাছের বয়স্ক অবস্থায় মোজাইক বা মরিচা রোগ দেখা যায়। এটি ছত্রাকঘটিত রোগ। মাঘ মাসের শুরুর দিকে বিশেষ করে এ সময় দু-এক পশলা বৃষ্টি হলে বা বেশিকুয়াশা হলে এই রোগদেখা দেয়।শিমগাছের পাতায় বিশেষ করে নিচের দিকের পুরনো পাতায়, কাণ্ডে ও ডগার বা কখনো কখনো শুঁকিয়ে মরিচা রোগের আক্রমণ দেখা যায়। এর আক্রমণে ছোট ছোট বাদামি ধূসর রঙের দাগ পড়ে পাতায়। পরে দাগগুলো আকারে বাড়। পরে দাগগুলো আকারে বাড়ে, গোলাকার বা কোণবিশিষ্ট হয় এবং গাঢ় বাদামি রং ধারণ করে শেষে বড় দাগগুলো কালো রঙে রূপান্তরিত হয়।

## মৃত্যুর কারণ হতে পারে মোবাইলের ওয়াইফাই !

রাতে ঘুমানোর সময় মোবাইলটা হয় বিছানা থেকে কিছুটা দূরে রাখবেন বা সেটা বন্ধ করে রাখবেন। কেননা, চালু মোবাইলের ওয়াইফাই বিকিরণ ভয়ঙ্কর ক্ষতির করণ হতে পারে। সম্প্রতি উত্তর জাটল্যান্ডের নবম শ্রেণির একদল ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন রকমের শাকের বীজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছে, চালু মোবাইলের ওয়াইফাই বিকিরণ প্রাণের পক্ষে চরম ক্ষতিকারক। তা মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে।পরীক্ষার ফলাফলে যথেষ্টই উতসাহিত ইংল্যান্ড, হল্যান্ড ও সুইডেনের গবেষকরা। এ ব্যাপারে আরও গবেষণা চালাতে চেয়েছেন স্টকহলমের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের বিশিষ্ট গবেষক ওলে জোহানসন। তিনি বেলজিয়ান অধ্যাপক মারি-ক্লেয়ার কামার্তকে সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষাটা আবার করতে চেয়েছেন। পরীক্ষাটা যারা চালিয়েছে সেই ছাত্রছাত্রীদের অন্যতম লি নিয়েলসন জানিয়েছেন, ৪০০ রকমের শাকের বীজের ওপর তারা পরীক্ষাটা চালিয়েছেন। দু''টি আলাদা ঘরে একই তাপমাত্রায় ৬টি ট্রেতে ওই শাকের বীজগুলিকে রাখা হয়েছিল। ১২ দিন ধরে ওই দু''টি ঘরে রাখা শাকের বীজগুলিকে সম পরিমাণ জল আর সূর্যালোক দেওয়া হয়েছিল তাদের বেড়ে ওঠার জন্য। তাদের মধ্যে শাকের বীজ রাখা রয়েছে এমন ৬টি ট্রে''কে রাখা হয়েছিল দু''টি ওয়াইফাই রাউটারের কাছাকাছি। সাধারণ মোবাইল ফোন থেকে যতটা বিকিরণ আসে, ওই ওয়াইফাই রাউটারগুলি থেকে বিকিরণ আসে ততটাই। ১২ দিন পর দেখা গেল, ওয়াইফাই রাউটারের কাছে রাখা শাকের বীজগুলি মোটেই বাড়েনি। তাদের বেশির ভাগই হয় শুকিয়ে গিয়েছে বা মরে গেছে। আর যে শাকের বীজ ভরা ট্রে''গুলির ধারে কাছে কোন ওয়াইফাই রাউটার ছিল না, সেগুলি খুব সুন্দর ভাবে বেড়ে উঠেছে জল আর সূর্যালোক পেয়ে।নবম শ্রেণির যে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষাটা চালিয়েছে, তাদের আর এক জন ম্যাথিল্ডে নিয়েলসন বলেছেন, এটাই প্রমাণ করেছে, ওয়াইফাই বা মোবাইলের বিকিরণ প্রাণের পক্ষে কতটা বিপজ্জনক। তাই আমাদের পরামর্শ, ঘুমোতে যাওয়ার সময় হয় মোবাইল ফোনটা দূরে রাখুন বা বিছানায় রাখতে হলে সেটাকে বন্ধ করে রাখুন। না হলে তা মস্তিষ্ক বা শরীরের পক্ষে খুব বিপজ্জনক হতে পারে।

## ধূমপান শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়

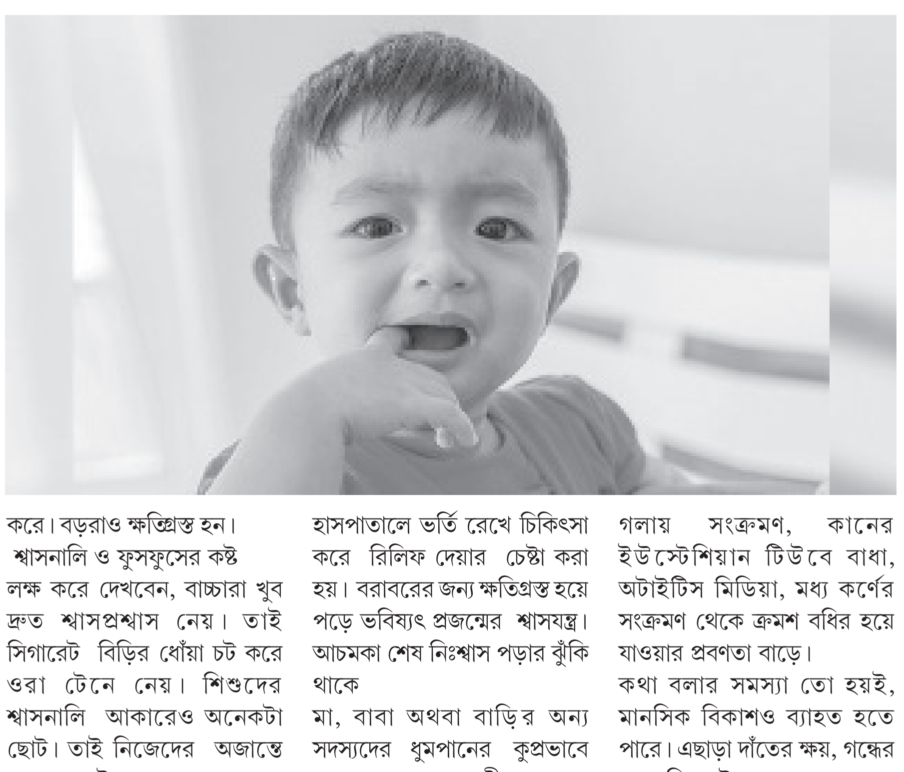

সর্দিকাশি থেকে শুরু করে দাঁতের ক্ষয়, এমনকি হজমের সমস্যা ও ডায়ারিয়া, বাচ্চাদের নানা অসুখবিসুখের অন্যতম কারণ সিগারেটসহ তামাকের ধোঁয়া।

এমনকি এক বছরের কম বয়সী শিশুদের আচমকা মৃত্যুর অন্যতম কারণ হতে পারে বাবা অথবা বাড়ির বড়দের ধূমপান।

সিগারেট না টানলেও ফুসফুসের ক্যানসারের ঝুঁকি থাকে। এ যেন অন্যের দোষে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেয়া।

সিগারেটের ধোঁয়া প্রবেশ করে শিশুদের শরীরে নানা অসুখবিসুখের সঙ্গে ক্যানসার ডেকে আনতে পারে।

সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে বড় হরফে ক্যানসারের কারণ লেখা থাকলেও ধূমপায়ীদের কেউই খুব একটা তোয়াক্কা করেন না। তাদের নিজেদের ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ করে তুলছেন বাচ্চাদের। দু'চারটে নয়, সাত হাজার ক্ষতিকর রাসায়নিক পাওয়া গিয়েছে সিগারেট বিড়ির ধোঁয়ায়। এদের মধ্যে ১০০ টি অত্যন্ত ক্ষতিকর ৭০ টি কার্সিনোজেনিক, অর্থাৎ ক্যানসার ডেকে আনতে সিদ্ধহস্ত। গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা থাকলে গর্ভস্থ ভ্রূণ ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অনেক সময় গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই সন্তান বেরিয়ে আসে। গর্ভবতী মায়ের সামনে যদি বাড়ির অন্য সদস্যরা সিগারেট টানেন, তাহলেও বাচ্চার সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমনকি অন্য ঘরে সিগারেটের ধোঁয়া টানলেও সন্তানসম্ভবার শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি থাকে।

সাইড স্ট্রিম বেশি ক্ষতিকর

সিগারেটের ধোঁয়া দুভাবে অধুমপায়ীর শরীরে প্রবেশ করে। সিগারেট টেনে ধোঁয়া ছাড়া হলে তা যখন অন্যজন বাতাসের সঙ্গে টেনে নেন, তাকে বলে মেন স্ট্রিম। আর সিগারেট জ্বালিয়ে রাখা আছে, তার থেকেধোঁয়া সরাসরি বাতাসের সঙ্গে টেনে নিলে তাকে বলে সাইড স্ট্রিম।

এই ধোঁয়ায় আরও বেশি কার্সিনোজেনিক , অর্থাৎ ক্যানসার উৎপাদনকারী বিষাক্ত রাসায়নিক থাকে। অত্যন্ত ক্ষতিকর এই ধোঁয়া ছোটদের ভয়ানক শারীরিক ক্ষতি করে। বড়রাও ক্ষতিগ্রস্ত হন।

শ্বাসনালি ও ফুসফুসের কষ্ট

লক্ষ করে দেখবেন, বাচ্চারা খুব দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়। তাই সিগারেট বিড়ির ধোঁয়া চট করে ওরা টেনে নেয়। শিশুদের শ্বাসনালি আকারেও অনেকটা ছোট। তাই নিজেদের অজান্তে বুক ভরে টেনে নেয় বাবা কাকা মামার মতো নেশাখোরদের ছেড়ে দেয়া বিষ ধোয়া।

সেকেন্ড হ্যান্ড স্মোকিংয়ের ফলে বাচ্চার অত্যন্ত সংবেদনশীল শ্বাসনালি আর ফুসফুস 'ইরিটেটেড' হয়ে পড়ে। শুরু হয় সর্দিকাশি ।এ রকম চলতে থাকলে বারবার শ্বাসনালি ও ফুসফুসের প্রদাহ হয়ে ক্রনিক সর্দিকাশি, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি ও নিউমোনিয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

যেসব শিশুর অ্যাজমা আছে, তামাকের ধোঁয়ায় তাদের বারবার অ্যাটাক হয়। অনেক সময় ইনহেলার বা ওষুধের কোনও কাজ হয় না। নিউমোনিয়ায় কাহিল হয়ে পড়ার ঝুঁকি বাড়ে। বাচ্চার ভোগান্তির শেষ থাকে না। হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা করে রিলিফ দেয়ার চেষ্টা করা হয়। বরাবরের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শ্বাসযন্ত্র। আচমকা শেষ নিঃশ্বাস পড়ার ঝুঁকি থাকে

মা, বাবা অথবা বাড়ির অন্য সদস্যদের ধূমপানের কুপ্রভাবে এক বছরের কমবয়সী বাচ্চাদের আচমকা মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। বিশেষ করে গর্ভাবস্থার শুরুতে মা ধূমপান করলে অথবা পরোক্ষভাবে সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে থাকলে এক বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে আকস্মিক মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, গর্ভবতী নারী ধূমপায়ী হলে শিশুমৃত্যুর ঘটনা অধূমপায়ীদের থেকে ৫৮ শতাংশ বেশি। সুতরাং সাবধানতা নিতেই হবে।

নাক কান দাঁতের অসুখ থেকে ক্যানসার

সিগারেটের বিষ ধোঁয়া শুধুই যে ফুসফুসের বারোটা বাজায় তা নয়, শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বিকল করে দিতে পারে। নাক কান গলায় সংক্রমণ, কানের ইউস্টেশিয়ান টিউবে বাধা, অটাইটিস মিডিয়া, মধ্য কর্ণের সংক্রমণ থেকে ক্রমশ বধির হয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ে।

কথা বলার সমস্যা তো হয়ই, মানসিক বিকাশও ব্যাহত হতে পারে। এছাড়া দাঁতের ক্ষয়, গন্ধের অনুভূতি নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে লিউকোমিয়াসমেত নানা রক্তের অসুখ ও ক্যানসারে শঙ্কা বাড়ে।

বাড়ির বারান্দায় সিগারেট ধরালেও শিশুর ক্ষতি

নিকোটিনের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিবহাল শিশুর নিকটাত্মীয়েরা অনেক সময় বাড়ির বারান্দায় গিয়ে সিগারেট টেনে এসে বাচ্চাকে কোলে নেন। মনে রাখবেন, এর ফলেও শিশুর শরীরে সিগারেটের বিষ প্রবেশ করে।

ধূমপানের পর জামাকাপড়ে ও ধূমপায়ীর শরীরে বিষাক্ত রাসায়নিক থেকে যায় কমপক্ষে ঘন্টা চারেক। তাই বারান্দায় সিগারেট টানলেও বাচ্চার ক্ষতির পরিমাণ বহাল থাকে পুরোদমে।

## সুষম খাদ্যের মধ্যে কি ধরনের উপাদান থাকে

বাজার অনেক নানারকম ফল পাওয়া যায়। এনজাইম, মিনারেল, ভিটামিন, প্ল্যান্ট ফাইটোকেমিক্যালে ভরপুর ফল শরীরকে ভাল রাখতে সাহায্য করে। আজ আপনার সামনে উপস্থাপন করছি আমাদের চারপাশে পাওয়া যায় এমন কিছু ফলের পুষ্টিগুণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

সুষম খাবার কি?

যে খাদ্যে ভিটামিন, শর্করা, আমিষ, চর্বি, লবণ ও জলের এই ছয়টি উপাদান থাকে।

আমিষ বা প্রোটিন—

প্রোটিন, শ্বেতসার আর স্নেহ পদার্থ আমাদের শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং এরা আমাদের শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে।

বাজারে ওষুধ আকারে বিভিন্ন খনিজ লবণ সমৃদ্ধ ও ভিটামিন ওষুধ কিনতে পাওয়া যায়। তবে আমাদের দেশীয় বিভিন্ন ফল ও শাকসবজি গ্রহণের মাধ্যমে এসব ভিটামিন ও খনিজ লবণ অতি সহজে, সুলভ মূল্যে গ্রহণ করাই বাঞ্চনীয়। কারণ শাকসবজি ও ফলমূল সরাসরি গ্রহণ করলে শরীরের পুষ্টি ও উপকারিতা বেশি পাওয়া যায়।

শর্করা বা শ্বেতসার —

শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাবারগুলো হচ্ছে চাল, আটা, ময়দা, আলু, গুড় চিনি ইত্যাদি।

স্নেহ বা তেলজাতীয় খাদ্য—

ঘি, মাখন, তেল, চর্বি ইত্যাদি চবি বা স্নেহজাতীয় খাবার। ভিটামিন। আমাদের শরীরের স্বাভাবিক সুস্থতা রক্ষায় প্রয়োজন ভিটামিন। এই ভিটামিন আবার এ বি, সি, ডি কে এবং ইত্যাদি নামে পরিচিত। আর এসব ভিটামিন আমরা সহজেই সরাসরি গ্রহণ করতে পারি বিভিন্ন ফলমূল, শাকসবজি ও বিভিন্ন সুগন্ধি মসলাজাতীয় দ্রব্যের মাধ্যমে। দেশী ফলে এসব ভিটামিন প্রচুর রয়েছে। সাধারণ দেশীয় ফলে, যেমন— কলা, পেঁপে, পেয়ারা, বেল, আম, জাম কাঁঠাল প্রভৃতি ভিটামিন সমৃদ্ধ ফল। খনিজ লবণ--- ক্যালশিয়াম সর্বাধিক পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ একটি খনিজ লবণ। ক্যালসিয়াম আমাদের হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত ও শক্তিশালী করে, ক্ষয়রোধ করে এবং আর্থ্রোরাইটিস, বাত জাতীয় রোগের সাথে লড়াই করে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের ক্যালসিয়ামের অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়াও আয়োডিন গলগন্ড, দুর্বলতা, স্তন ক্যান্সার সহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে থাকে। কডলিভার অয়েল, বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ, আয়োডিন মিশ্রিত খাবার লবণ হতে খুব সহজেই আয়োডিন পাওয়া যায়। কডলিভার অয়েলে আয়োডিন ছাড়াও আছে একটি মূল্যবান উপাদান ভিটামিন এ যা অন্ধত্ব ও রাতকানা প্রতিরোধ করে। এছাড়া আরো আছে ক্যালশিয়াম যা শিসুদের হাড় ও দাঁত মজবুত করে।

জল— সব খাদ্যে কমবেশি জল থাকে। খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক ও শোষণ করতে জলের প্রয়োজন। জল রক্ত তরল রাখে এবং মলমূত্রের সাথে দূষিত পদার্থ দেহ থেকে বের করে দেয়। মানুষের দেহের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জল। জলের অভাবে হজমে সমস্যা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়।

## প্রভাস ও রানার বিপরীতে দক্ষিণী ছবি দিয়ে অভিষেক হচ্ছে শাহরুখ পুত্র আরিয়ানের !

নিজস্ব প্রতিবেদন: শাহরুখ পুত্র আরিয়ান কবে ডেবিউ করছেন এনিয়ে বি-টাউনের জল্পনা চলছেই। শোনা যাচ্ছে হলিউড বা বলিউড নয়, আরিয়ান কেরিয়ার শুরু করতে চলেছেন দণী ছবির (টলিউড) হাত ধরে। পরিচালক গুণাশেখর এর পরিয়ড ফিল্ম ''হিরণ্যকশিপু'' ছবিতে দেখা যেতে পারে আরিয়ানকে।সূত্রের খবর, ''বাহুবলী''র পর ''হিরণ্যকশিপু'' ছবিটি দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডিস্ট্রির অন্যতম বিগ বাজেটের ছবি হতে চলেছে। ''বাহুবলী'' খ্যাত দুই তারকা প্রভাস ও রানা দগ্গুবাতিকে দুই কেন্দ্রীয় চরিত্রে দেখা যাবে এই ছবিতে। খুব সম্ভবত রানা দগ্গুবাতি ''হিরণ্যকশিপু''র চরিত্রে অভিনয় করবেন। পাশাপাশি, ''বাহুবলী'' খ্যাত গুই নায়িকা অনুষ্কা শেট্টি ও তমন্না ভাটিয়াকেও দেখা যেতে পারে এই ছবিতে। আর এই ''হিরণ্যকশিপু'' ছবিরই গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে শাহরুখ পুত্র আরিয়ানকে।

যদিও ছবির কাস্টিং নিয়ে এখনই মুখ খুলতে নারাজ পরিচালক গুণাশেখর। তাঁর কথায় অবশ্য, চরিত্রগুলির জন্য কোন কোন অভিনেতাকে বেছে নেওয়া হবে তিনি এখনও সেবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন নি।অন্যদিকে, ইতিমধ্যেই হলিউড ফিল্ম ''দ্যা লায়ন কিং''-এর হিন্দি ভার্সনের জন্য সিম্বার ভূমিকায় গলা দিয়েছেন শাহরুখ পুত্র আরিয়ান। সিম্বার বাবা মুফাসার জন্য গলা দিয়েছেন শাহরুখ। এই দুই গলা শুনে বাবা ও ছেলের গলার পার্থক্য করা দায় হয়ে উঠেছে দর্শকদের। আরিয়ানের গলাকেই অনেকে শাহরুখের গলা ভেবে ভুল করছেন।কিছুদিন আগে অবশ্য শোনা গিয়েছিল, হলিউডের কোনও সুপার হিরো জনারের ছবিতে দেখা যেতে পারে আরিয়ান খানকে। রুশো ব্রাদার্সের পরিচালনায় মার্ভেল সিরিজের কোনও ছবিতে আরিয়ানকে দেখা যেতে পারে।। এবিষয়ে শাহরুখ নিজেও হলিউডের বিভিন্ন প্রযোজকের সঙ্গে কথা বলছেন, তাঁদেরকে ছেলের ছবি দেখিয়েছেন বলেও শোনা গিয়েছিল। যদিও আবার এও শোনা যাচ্ছে, শাহরুখের ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধু আরিয়ানকে সুপার হিরো ছবি দিয়ে ডেবিউ করতে নিষেধ করছেন। ত শোনা গিয়েছিল হলিউডের ছবিতে কাজ করতে আরিয়ান নাকি ভীষণভাবে ইচ্ছুক।

## বাচ্চাদের বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ, দৌড়

বাচ্চাকে শুধুই ঘাড় গুঁজে বইপড়াচ্ছেন? স্কুল টিউশনেই ব্যস্ত সন্তান? ভুল করছেন এতে আপনার বাচ্চার কোনও লাভই হচ্ছে না। ওকে দৌড় করান। শরীর থাকবে ঝরঝরে। বাড়বে বুদ্ধিও। বই, খাতা, স্কুলের ভারে ভারাক্রান্ত শৈশব। মাঠ, ঘাট, দমকা হাওয়ায় ভেসে যাওয়ার টান বাঁধা পড়ছে ইট কাঠ কংক্রিটের জঙ্গলে। বইথেকে মুখ তুললেই ছোটা ভীমের হাট করে খোলা জগৎ। সবুজ মাঠ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার সব উপকরণ চার দেওয়ালের অন্দরেই মজুত। পড়াশোনা ছাড়া কার্টুন এভাবেই আবর্তিত ছেলেবেলা, মেয়েবেলা। সবুজ ঘাসে পা ফেলার ফুসরত কই! ভুল হয়ে যাচ্ছে। বিরাট ভুল। দৌড়তে হবে। আরওবেশি। পা ফেলতে হবে মাটিতে। বই খাতার মুখ গুঁজে থাকলেই বুদ্ধি বাড়ে না। টিভির পর্দায় চোখ আটকে থাকলে আই কিউ বাড়ে না। বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ। দৌড়। বিশেষজ্ঞদের দাবি, সাধারণত ৮ বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশ হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র বলে, একজন মানুষ খুব বেশি হলে তাঁর বুদ্ধির মাত্র ২ শতাংশ ব্যবহার করতে পারে। আমেরিকান দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন এজিং এর গবেষণা বলছে, দৌড়লে মানুষের শরীরের মাংসপেশি থেকে ক্যাথাপ্সিন বি নামে একটি প্রোটিন বেরোয়।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় ক্ষুদিরামের জন্ম জয়ন্তি পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

# বিশিষ্ট শিল্পপতি ধর্মপাল গুলাটির প্রয়াণে শোক প্রকাশ রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): বিশিষ্ট বর্ষীয়ান শিল্পপতি এমডিএইচ কোম্পানির চেয়ারম্যান ধর্মপাল গুলাটির প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। ভারতের বাণিজ্য ক্ষেত্রে সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি বলে শোকবার্তায় জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, পদ্মভূষণে সম্মানিত মহাশয়ান দি হাদ্দি (এমডিএইচ) চেয়ারম্যান ধর্মপাল গুলাটির প্রয়াণে দুঃখ পেয়েছি। ভারতের বাণিজ্য ক্ষেত্রে তিনি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। জনসেবায় তিনি যে অবদান রেখেছেন তা প্রশংসনীয়। তাঁর পরিবার এবং গুণমুগ্ধদের প্রতি সমবেদনা রইল। উল্লেখ করা যেতে পারে, এদিন রাষ্ট্রপতি নিজের টুইট বার্তা সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করেন। ২০১৯ সালের মার্চে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে তাকে পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত করা হয়। সেই ছবিটি পোস্ট করেন রাষ্ট্রপতি।

এমজিএইচ কোম্পানির মালিক ধর্মপাল গুলাটি ৯৭ বছর বয়সে দিল্লিতে মাতা চানান দেবী হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বর্তমানে ভারত এবং দুবাই মিলিয়ে ১৮টি কারখানা রয়েছে এমডিএইচ কোম্পানির। এই কোম্পানি ৬২ রকমের পণ্য তৈরি করে। উত্তর ভারতের মশলার ৮০ শতাংশ বাজার এদের দখলে। জীবনের তীব্র সংগ্রাম ও অধ্যাবসায় মধ্য দিয়ে সাফল্যের শিখরে কোম্পানিকে নিয়ে গিয়েছিলেন ধর্মপাল গুলাটি। স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করা এই ব্যক্তি এফএমসিজি ক্ষেত্রে যথেষ্ট সম্মান এবং খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাকে মশলার রাজা বলা হত। ১৯২৩ সালের ২৭ মার্চ অবিভক্ত পঞ্জাবের শিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেন। দেশভাগের পর দিল্লির করোল বাগে চলে আসেন তিনি ও তার পরিবার। জীবনের প্রাথমিক পর্যায় টাঙ্গাওয়ালা (ঘোড়ায় টানা গাড়ি) কাজ করলেও পরবর্তী সময় করোল বাগে মশলার দোকান দেন তারা। ধীরে ধীরে সেই দোকানই উত্তর ভারতের বৃহত্তম মশলা উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হয়। নিজের পণ্যের বিজ্ঞাপনে নিজেই অভিনয় করতেন তিনি। ফলে তার মুখ ভারতের প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে যেত। এমডিএইচ বলতেই বয়স্ক পাগড়ী মাথায়, চোখে চশমা, হাতে লাঠি জহর কোট পরা এই শিল্পপতির মুখ ভারতবাসী কোনদিন ভুলবে না। বৃহস্পতিবার হৃদ রোগ আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

## দেশের প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের নির্দেশ বাংলাদেশের সেনাপ্রধানের

মনির হোসেন,ঢাকা,ডিসেম্বর ০৩।। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলোকে দেশ মাতৃকার যে কোনো প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বাহিনীর প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ। তিনি বলেন, 'কর্মদতা, কঠোর পরিশ্রম, কর্তব্য ও নিষ্ঠার স্বীকৃতি স্বরূপ প্রাপ্ত পতাকার মর্যাদা রায় সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে।' নবগঠিত রামু সেনানিবাসে বৃহস্পতিবার চারটি ইউনিটের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। আজিজ আহমেদ বলেন, 'বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশের সার্বভৌমত্ব রার পাশাপাশি প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলাসহ দেশের আর্থ-সামাজিক এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।'

রামু সেনানিবাসের সেনা সদস্যদের ঊর্ধতন নেতৃত্বের প্রতি আস্থা, পারস্পারিক বিশ্বাস, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রেখে প্রশিণের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল, দ ও যোগ্য সেনা সদস্য হিসেবে গড়ে উঠার নির্দেশ দেন সেনাবাহিনী প্রধান। সেই সাথে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক যে কোনো হুমকি মোকাবিলায় সদা প্রস্তুত থাকারও নির্দেশ দেন তিনি। অনুষ্ঠানে ঊর্ধতন সেনা কর্মকর্তা ও বিভিন্ন পদবীর সেনা সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ১০ পদাতিক ডিভিশন ও কক্সবাজার অঞ্চলের চারটি ইউনিটের নবযাত্রার মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী উন্নয়ন রূপকল্প ফোর্সেস গোল ২০৩০-এর বাস্তবায়নের পথে আরেকটি মাইলফলক সংযোজিত হলো। এ ডিভিশন সকল প্রশিণ ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের রোহিঙ্গা নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং ত্রাণ বিতরণের দায়িত্বে সফলভাবে নিয়োজিত রয়েছে।

## ভাসানচরের পথে রোহিঙ্গাদের বিশাল বহর

মনির হোসেন,ঢাকা,ডিসেম্বর ০৩।। কক্সবাজারের উখিয়ার কুতুপালং ক্যাম্প থেকে নোয়াখালীর ভাসানচরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে রোহিঙ্গাদের বিশাল বহর। বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার দিকে উখিয়ার অস্থায়ী ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে ১০টি বাসে করে রওনা হন রোহিঙ্গারা। কক্সবাজার থেকে রোহিঙ্গাদের ভাসানচরে স্থানান্তরকালীন নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে র‍্যাব-৭ ও র‍্যাব-১৫। সূত্র জানিয়েছে, নির্যাতন ও হত্যার মুখে মিয়ানমারের রাখাইন থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের স্থানান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার প্রথম দফায় উখিয়ার কুতুপালং ক্যাম্প থেকে ১০০ রোহিঙ্গা পরিবার ১০টি বাসে করে ভাসানচরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। সূত্র আরো জানায়, স্থানান্তর প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে উখিয়া ক্যাম্প থেকে ১০০ রোহিঙ্গা পরিবারকে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় নেয়া হচ্ছে। সেখান থেকে শুক্রবার তাদের ভাসানচরে নেয়ার কথা রয়েছে।

এদিকে, প্রথম দফায় প্রায় ৬০০ রোহিঙ্গা পরিবারকে ভাসানচরে নেয়া হবে বলে জানা গেছে।ভাসানচরে যেতে ইচ্ছুক রোহিঙ্গাদের কক্সবাজার থেকে করোনা পরীা করিয়ে বাসে করে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় আনা হবে। সেখান থেকে জাহাজে করেই ভাসানচরে যাবেন বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা।

## রাজেন্দ্র প্রসাদকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রাষ্ট্রপতি- প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.): ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড় রাজেন্দ্র প্রসাদের ১৩৬তম জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভারতরত্ন ড় রাজেন্দ্র প্রসাদকে শ্রদ্ধা জানাই। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সংবিধান নির্মাণের ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। সহজ জীবন শৈলী এবং মহান চিন্তা করার আদর্শই তাঁর নীতি ছিল। দেশবাসীকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করবেন তিনি।

এদিকে, এদিন রাইসিনা হিলসের রাষ্ট্রপতি ভবনে ড় রাজেন্দ্র প্রসাদের ছবিতে মাল্যদান করেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। রাষ্ট্রপতি ভবনের অন্যান্য আধিকারিকরাও মাল্যদান করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড় রাজেন্দ্র প্রসাদকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি। স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সংবিধান নির্মাণের ক্ষেত্রে অতুলনীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। সহজ জীবন শৈলী এবং উচ্চাঙ্গের চিন্তাধারা সর্বদা দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করে যাবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, পেশায় আইনজীবী হলেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি। তৎকালীন অবিভক্ত বিহারের প্রভাবশালী নেতা ছিলেন রাজেন্দ্র প্রসাদ। স্বাধীনতার পর সংবিধান নির্মাণের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৫০ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। মানব সেবায় অবিস্মরনীয় অবদানের জন্য ভারতরত্নে ভূষিত হন।

## চালসায় যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

চালসা, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির চালসায় বাড়ির পাশে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় এক যুবকের দেহ উদ্ধার করল মেটেলি থানার পুলিশ। মৃত যুবকের নাম টুবাই চক্রবর্তী(২১)। বৃহস্পতিবার সকালে দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

জানা গেছে, এদিন সকালে স্থানীয়রা বাড়ির পাশে একটি গাছের মধ্যে ওই যুবকের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায়। খবর দেওয়া হয় মেটেলি থানায়। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হবে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মেটেলি থানার পুলিশ।

## পাকিস্তানের ১৯৭১ সালের নৃশংসতা অমার্জনীয়: শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,ডিসেম্বর ০৩।। পাকিস্তান ১৯৭১ সালে যে নৃশংসতা চালিয়েছিল তা বাংলাদেশ ভুলতে এবং মা করতে পারবে না বলে বৃহস্পতিবার মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ঢাকায় নিযুক্ত পাকিস্তানি হাইকমিশনার ইমরান আহমেদ সিদ্দিকী প্রধানমন্ত্রীর সাথে তার সরকারি বাসভবন গণভবনে সাাৎ করতে গেলে তিনি বলেন, 'একাত্তরের ঘটনা ভুলে যাওয়া বা মা করা যায় না।' 'সিক্রেট ডকুমেন্টস অব ইন্টেলিজেনস ব্রাঞ্চ অন ফাদার অব দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' গ্রন্থের প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ বই থেকে সবাই ১৯৪৮-৭১ সময়ের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা জানতে পারবে। তিনি জানান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র উর্দু সংস্করণ পাকিস্তানে অন্যতম বহুল বিক্রিত বই। 'এটি অন্যান্য দেশের পাশাপাশি পাকিস্তানেও বহুল পঠিত।' হাইকমিশনার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের শুভ কামনা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পৌঁছে দিলে তিনিও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান। হাইকমিশনার বলেন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী তাদের উপদেশ দিয়েছেন বাংলাদেশের উন্নয়নের বিস্ময় সম্পর্কে জানতে। বিভিন্ন দ্বিপীয় এবং আঞ্চলিক ফোরাম নিষ্ক্রিয় রয়েছে জানিয়ে তিনি দুই দেশের মধ্যকার পররাষ্ট্র বিষয়ক পরামর্শক (এফওসি) কার্যক্রম সক্রিয় করতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য কামনা করেন। জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটা নিয়মিতভাবে চালিয়ে যেতে এখানে কোনো বাধা নেই। নতুন দূত বলেন, পাকিস্তান কোনো বাধা ছাড়াই বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে চায়। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী জবাব দেন যে তিনি আঞ্চলিক সহযোগিতায় বিশ্বাস করেন।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়' উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, তিনি অন্যান্য দেশের সাথে বিভিন্ন পরিপ্রে্রেতর ভিত্তিতে সম্পর্ক বজায় রাখায় বিশ্বাস করেন। বিশ্ব মঞ্চে শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করেন হাইকমিশনার। প্রধানমন্ত্রী নতুন হাইকমিশনারকে স্বাগত জানান এবং দায়িত্ব পালনে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড় আহমদ কায়কাউস এবং সামরিক সচিব মেজর জেনারেল নকিব আহমদ চৌধুরী এ সময় উপস্থিত ছিলেন বলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে।

## বিটিসি নির্বাচনের চারদিন আগে ফের আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার কোকরাঝাড়ে

কোকরাঝাড় (অসম), ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : আগামী সোমবার বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি)-এর সাধারণ নির্বাচন। এর আগে ফের পুলিশি অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এর অন্তর্গত কোকরাঝাড়ে। গতকাল বুধবার ভোরে এই কোকরাঝাড়ে উদ্ধার হয়েছিল অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের সঙ্গে প্রচুর গোলাবারুদ।

বৃহস্পতিবার কোকরাঝাড়ের পুলিশ সুপার আইপিএস সিদ্ধার্থ নাহার জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল সন্ধ্যায় তাঁর নেতৃত্বে জেলার কচুগাঁও থানার অন্তর্গত রিপু (৩)জঙ্গলে অভিযান চালিয়ে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযানে একটি ৭.৬৫ এমএম পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, চার রাউন্ড ৭.৬৫ এমএম পিস্তলের সক্রিয় গুলি এবং দুটি দেশি বন্দুক উদ্ধার করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গতকাল বুধবার ভোরেও অনুরূপ অভিযান চালিয়ে জেলার বাথৌ গ্রামে অভিযান চালিয়ে প্রচুর গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে পুলিশের দল। উদ্ধারকৃত গোলাবারুদের মধ্যে একটি একে ৪৭ সিরিজের রাইফেল, ৭.৬২ এমএম পিস্তলের ২৯০ রাউন্ড গুলি পয়েন্ট ৩০৩ রাইফেলের ১৯টি সক্রিয় গুলি ছিল।

বিটিসি নির্বাচনের আগে গত আগস্টের পর জেলা সদর কোকরাঝাড়, ওদালগুড়ি, চিরাং, পানবাড়ির বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণের আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে আধাসেনা এবং পুলিশ। ইতিমধ্যে মঙ্গলবার রাজ্যের পুলিশ-প্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্ত এখানে এসে নির্বাচন উপলক্ষ্যে পুলিশ প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদির খোঁজখবর নিয়ে গেছেন।

## প্রকাশ্য রাস্তায় ধারাল অস্ত্র নিয়ে এক প্রতিবেশীর উপরে চড়াও আরেকজন

কলকাতা,৩ ডিসেম্বর ( হি স): ফের প্রকাশ্যে রাস্তায় হামলা। হরিদেবপুর থানা এলাকার যদুনাথ উকিল রোডে কুকুরদের খাবার দিতে বেরিয়ে এক প্রতিবেশীর উপরে চড়াও আরেক প্রতিবেশী। বৃহস্পতিবার ঘটনার তদন্তে নেমেছে হরিদেবপুর থানার পুলিশ।

অভিযোগগ উঠেছে বুধবার রাতে কুকুরদের খাবার দিতে বেরিয়েছিলেন অভিযোগকারী। হঠাতই ধারালো অস্ত্র নিয়ে অভিযোগকারীর উপরে হামলা চালায় তাঁরই এক প্রতিবেশী ও এক মহিলা। অভিযোগকারী চিৎকারে বাইরে বেরিয়ে আসে তার বাবা। এর পরে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। পালিয়ে যাওয়ার সময় মুখ দেখতে পাওয়ায় চিনতে পেরে যান অভিযোগকারী। এর পরেই হরিদেবপুর থানা অভিযোগ জানিয়েছেন অভিযোগকারী। বৃহস্পতিবার ঘটনা তদন্তে নেমেছে পুলিশ। কি কারনে হামলার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের মধ্যে একজনকে গ্রেফতার পুলিশের। প্রমোটিং এর জন্য হামলা বলে অভিযোগ অভিযোগকারীর।

## তামিলনাড়ুতে রাজনৈতিক পরিবর্তনের অতিপ্রয়োজন রজনীকান্ত

চেন্নাই, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): আসন্ন তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে এবার রাজনৈতিক পরিবর্তন চাইছেন তামিল সুপারস্টার রজনীকান্ত। রজনীকান্তের কথায়, রাজনৈতিক পরিবর্তনের ভীষণ প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে এটাই দরকার। এখন যদি তা না হয়, তাহলে কোনও দিনও হবে না। দল ঘোষণা করতে পারেন তামিল সুপারস্টার রজনীকান্ত! এই জল্পনায় মগ্ন ছিলেন তাঁর ভক্ত ও অনুগামীরা। অবশেষে রজনীকান্ত নিজেই জানিয়ে দিলেন, ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম মাসেই আসতে চলেছে তাঁর নতুন রাজনৈতিক দল। এ বিষয়ে ঘোষণা করা হবে আগামী ৩১ ডিসেম্বর। বৃহস্পতিবার তামিল ভাষায় রজনীকান্ত টুইট করে লিখেছেন, "জানুয়ারিতেই স্থাপনা হবে নতুন রাজনৈতিক দলের। এ বিষয়ে ঘোষণা করা হবে ৩১ ডিসেম্বর।"

সুপারস্টার রজনীকান্ত যে রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক, ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে প্রথম বার সে কথা তিনি দেশবাসীকে জানিয়েছিলেন। সঙ্গে আঁচও দিয়েছিলেন যে নিজের নতুন রাজনৈতিক দল স্থাপন করতে পারেন তিনি। এমনকি একটি ওয়েবসাইট তৈরি করেছিলেন তিনি, যাতে তাঁর ফ্যানক্লাবের সদস্যরা সেখানে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারেন। অনেকেরই ধারণা, তাঁর সংগঠন 'রজনী মক্কল মন্দ্রম'-এর নামেই তাঁর রাজনৈতিক দলটি তৈরি হবে। যদিও সেই তথ্যের কোনও ভিত্তি আপাতত নেই।

টুইটের পরে প্রকাশ্যে আসেন রজনীকান্ত। তামিলনাড়ুতে রাজনৈতিক পরিবর্তনের অতিপ্রয়োজন মন্তব্য করে তিনি বলেন, "প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমি কখনও পিছু হটি না। রাজনৈতিক পরিবর্তনের ভীষণ প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে এটাই দরকার। এখন যদি তা না হয়, তাহলে কোনও দিনও হবে না। এজন্য সকলের কাছে অনুরোধ, আমার পাশে থাকুন। আমরা একসঙ্গে পরিবর্তন আনতে পারবই।" রজনীকান্ত আরও বলেন, "কঠোর পরিশ্রম করে আমরা জয় নিশ্চিত করবই।"

## সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে তরুণ প্রজন্মকে নতুন ভাবনা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে : উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.): দেশের প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড় এপিজে আব্দুল কালামের জীবন ও আদর্শ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে শক্তিশালী এবং আত্মনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে আসুক দেশের তরুণ প্রজন্ম। বৃহস্পতিবার এ কথা জানালেন উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। ড় এপিজে আব্দুল কালামের মতই দেশের তরুণ প্রজন্ম বিভিন্ন আর্থসামাজিক সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে নতুন ভাবনার পথিক হোক বলে জানিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি।

প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ড় এপিজে আব্দুল কালামের ওপর ড় শিবতানু পিল্লাইয়ের লেখা বই ' ফর্টি ইয়ার্স উইথ আব্দুল কালাম- আনটোল্ড স্টোরি 'বৃহস্পতিবার ভার্চুয়াল মাধ্যমে উন্মোচন করেন উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। এই উপলক্ষে উপরাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, ড় আব্দুল কালামের জীবন থেকে আমরা শিখতে পারি যে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করলে ব্যর্থতাও সফল জীবন, স্বচ্ছ চরিত্র এবং স্বাস্থ্যকর ধারণার জন্য আবশ্যক।

দেশের করোনা পরিস্থিতির কারণে পরিযায়ী শ্রমিকদের যে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে তার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে উপরাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, গ্রাম এবং ছোট শহরগুলিতে কর্মসংস্থান এবং আর্থিক গতিবিধির নতুন পরিসর তৈরি করা দরকার। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসার করতে হবে। সেখানকার জনগণকে সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে।

## রায়গঞ্জে বালি বোঝাই ট্রাক্টরের ধাক্কায় মৃত এক বৃদ্ধা

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ থানার ভাতুন গ্রাম পঞ্চায়েতের সরিয়াবাদ এলাকায় বালি বোঝাই ট্রাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। বৃহস্পতিবার মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধার। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ মর্গে। যদিও ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই বৃদ্ধার নাম সাবেরা খাতুন(৫১)। বাড়ি পশ্চিম গোবিন্দপুর এলাকায়। মৃতার ভাইপো আকমল হোসেন বলেন, 'গতকাল সন্ধ্যায় হাট থেকে বাজার করার পথে একটি বালি বোঝাই ট্রাক্টর আমার পিসিকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় পিসিকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করলে এদিন সকালে মৃত্যু হয়।' মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর এদিনই পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তবে বালি বোঝাই ট্রাক্টরের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে গ্রামবাসীদের অভিযোগ গ্রাম সংলগ্ন নাগর নদী থেকে প্রতিদিন বালি পাচার হলেও প্রশাসন নির্বিকার। ফলে বালি বোঝাই ট্রাক্টরের দৌরাত্ম্যে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে।

## কৃষক আন্দোলন জাতীয় নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করছে : অমরিন্দর সিং

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): কৃষি আইনের প্রতিবাদে গত কয়েকদিন ধরে চলতে থাকা কৃষক আন্দোলন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। অমরিন্দর বলেছেন, কৃষক আন্দোনের ফলে পঞ্জাবের অর্থনীতির পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তাও প্রভাবিত হচ্ছে। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করেছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে ছয়ের পাতায়

## ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবন্ধী ভাই ও বোনেদের জন্য এগিয়ে আসতে হবে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.): ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী (দিবাঙ্গ) ভাই ও বোনদের জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য কাজ করে যেতে হবে। আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বৃহস্পতিবারর নিজের টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে এ বছরের রাষ্ট্রসংঘের থিম হচ্ছে বিল্ডিং ব্যাক বেটার। করোনা উত্তর বিশ্বে প্রতিবন্ধীদের জন্য আরও সুন্দর পৃথিবী প্রদানের অঙ্গীকার এবছরের থিম। সেই লক্ষ্যে ভারতের মধ্যে থাকা প্রতিবন্ধী ভাই ও বোনদের জীবনকে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য, তাদের সুযোগ ও পরিসর করে দেওয়ার লক্ষ্যে সকলকে মিলে একযোগে কাজ করে যেতে হবে। প্রতিবন্ধী মানুষদের ধৈর্য আমাদের ক্রমাগত অনুপ্রাণিত করে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাকেসেবল ইন্ডিয়া অনুযায়ী একাধিক প্রকল্প শুরু করা হয়েছে। যা প্রতিবন্ধী ভাই ও বোনেদের ইতিবাচক পরিবর্তনে সুনিশ্চিত সহায়তা করবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ১৯৭৬ প্রতিবন্ধীদের জন্য আন্তর্জাতিক বর্ষ হিসেবে ১৯৮১ সালকে চিহ্নিত করে ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৯২ সালের পর থেকে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালন হয়ে আসছে। প্রতিবন্ধীদের আত্মসম্মান অধিকার রক্ষার্থে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও সমাধানের লক্ষ্যে এই দিবস উদযাপন হয়ে আসছে।

## কৃষকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা সরকারের ! প্রতিবাদে পদ্মবিভূষণ ফেরালেন বাদল

অমৃতসর, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): কৃষি আইনের নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ অন্নদাতারা। এবার ক্ষোভপ্রকাশ করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং পঞ্জাবের পাঁচ-বারের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদল। প্রকাশ সিং বাদল এতটাই ক্ষুব্ধ যে তিনি পদ্মবিভূষণ পুরষ্কার ফিরিয়ে দিয়েছেন। প্রকাশ সিং বাদল ছাড়াও জাতীয় পুরষ্কার ফিরিয়ে দিতে চলেছেন শিরোমণি অকালি দল (গণতান্ত্রিক)-এর প্রধান এবং বিদ্রোহী রাজ্যসভার সাংসদ সুখদেব সিং ঢিন্ডসা। সুখদেব জানিয়েছেন, "পদ্মভূষণ পুরষ্কার ফিরিয়ে দেব আমি।"

বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে চিঠি লিখে, পদ্মবিভূষণ পুরষ্কার ফিরিয়ে দিয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং পঞ্জাবের পাঁচ-বারের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদল। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, কৃষকদের সঙ্গে বিস্বাসঘাতকতা করেছে সরকার। কৃষকদের প্রতি বঞ্চনার অভিযোগও তুলেছেন প্রকাশ সিং বাদল। রাষ্ট্রপতিকে লেখা চিঠিতে তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের সঙ্গে যে আচরণ করছে, তাতে তিনি ব্যথিত। এরপরই জাতীয় পুরষ্কার ফিরিয়ে দেওয়ার কথা জানান শিরোমণি অকালি দল (গণতান্ত্রিক)-এর প্রধান সুখদেব সিং ঢিন্ডসা।

## গোয়ালপাড়ার রংজুলিতে সড়ক দুর্ঘটনা, দুই মহিলা এক শিশু সহ আহত একই পরিবারের সাত

গোয়ালপাড়া (অসম), ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : নিম্ন অসমের গোয়ালপাড়া জেলার রংজুলিতে ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের সাতজন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গেছে। আহতদের হুসেন আহমেদ, জাহানারা বেগম, মুসাব্বির আহমেদ, ফরিদা বেগম, মুবাসার আহমেদ, তাজউদ্দিন আহমেদ এবং একটি শিশু রয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আজ বৃহস্পতিবার সকালে হুন্ডাই মোবিলিও কারে চেপে ধুপধরা থেকে গোয়ালপাড়া আসছিল সাত সদস্যের এক পরিবার। তাঁরা চিকিৎসার জন্য গোয়ালপাড়া আসছিলেন। ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে দুরন্ত গতিতে আসছিল হুন্ডাই মোবিলিও কার। কিন্তু রংজুলি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাছে এসে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে একটি সেতুর রেলিঙে। এতে গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। আহত হন গাড়ির সব যাত্রী। ইত্যবসরে স্থানীয় মানুষ জড়ো হয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির ভিতর থেকে বের করেন আহত রক্তাক্ত আরোহীদের। এক এক করে নিয়ে যাওয়া হয় পার্শবর্তী রংজুলি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। দুজনের অবস্থা সংকটজনক বলে তাঁদের গোয়ালপাড়া সরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে।

## সংসদের সেন্ট্রাল হলে দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লির সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হল দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড় রাজেন্দ্র প্রসাদের ১৩৬ তম জন্মজয়ন্তী। সেন্ট্রাল হলে প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির সুবিশাল তৈলচিত্রে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান সংসদের নিম্নকক্ষের লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার সদস্য তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদ। এছাড়া এদিন সেন্ট্রাল হলে উপস্থিত থেকে রাজেন্দ্র প্রসাদের সুবিশাল তৈলচিত্রে মাল্যদান করেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘাবল, মুরালিধরণ, কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী, লোকসভার মহাসচিব উৎপল কুমার সিং সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং সংবিধান নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন ড় রাজেন্দ্র প্রসাদ। তৎকালীন বিহার রাজনীতিতে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। ১৯৬৪ সালের ৫ মে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এর তত্ত্বাবধানে সংসদের সেন্ট্রাল হলে রাজেন্দ্র প্রসাদের সুবিশাল তৈলচিত্র স্থাপন করা হয়।

## আপাতত জাঁকিয়ে শীত এর কোনো সম্ভাবনা নেই কলকাতায়

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.): আপাতত জাঁকিয়ে শীত এর কোনও সম্ভাবনা নেই কলকাতায়।জেলায় জেলায় শীতের আমেজ থাকলেও কলকাতায় বেলা বাড়লে শীত উধাও হবে। এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়াবিদরা।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কলকাতা শহরে তাপমাত্রা খুব একটা কমেনি। বরং আগের বেশ কিছু দিনের তুলনায় আজকের রাতের তাপমাত্রা কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পেতে পারে। কেমন যেন একটু গরম অনুভব করছে বাংলার মানুষ। ধারণা করা হচ্ছে, আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার কারণে তাপমাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এদিকে, ঘূর্ণিঝড় বুরেভি শ্রীলঙ্কায় অবস্থান করছে। পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম দিকে এগিয়ে গালফ অফ মানার এ অবস্থান করবে। সেখানে শক্তি সঞ্চয় করে আবার অভিমুখ পরিবর্তন করবে এই ঘূর্ণিঝড়। পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হয়ে ঘূর্ণিঝড় তামিলনাড়ু উপকূলে আছড়ে পড়বে বৃহস্পতিবার রাত অথবা শুক্রবার সকালে।তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারীর কাছে রামনাথপুরমে এটি আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা। সেই সময় ঘন্টায় ৮০ থেকে ৯০ কিলোমিটার গতিবেগ হবে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের।

এর প্রভাবে ইতিমধ্যেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে কেরল ও তামিলনাড়ুতে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় প্রবল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা তামিল নাদু ও কেরলের দক্ষিণ অংশে। ভারী বৃষ্টি হবে পুদুচেরি অন্ধ্র প্রদেশ ও সংলগ্ন এলাকায়।ঝড়ের তাণ্ডবে কেরলের তিরুবন্তপুরম আল্লাপি সহ বেশ কিছু এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা। ক্ষতির আশঙ্কা তামিলনাড়ু কন্যাকুমারী রামনাথপুরয় ও শিবগঙ্গা সহ বেশকিছু জেলায়। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

আজ কলকাতায় আপাতত মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশ। সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৯ ডিগ্রী।স্বাভাবিক। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিক ছিল ২৮.৩ ডিগ্রী। বাতাসে জলীয়বাষ্পের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৯৭ শতাংশ।

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, বাংলার আকাশে সকালের দিকে মূলত রৌদ্রোজ্জ্বল থেকে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে এবং রাতের দিকে পরিস্কার আকাশ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বেলার দিকে কিছু উষ্ণতা অনুভূত হলেও, ভোরের দিকে তাপমাত্রার পারদ বেশ কিছুটা নিম্নগামী থাকছে।

## কেন্দ্রীয় কৃষি আইনের বিরধিতায় আগামীকাল বৈঠকের ডাক মুখ্যমন্ত্রীব

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.): কেন্দ্রের কৃষি আইনের বিরোধিতা প্রথম থেকে করেছে রাজ্য সরকার। এবার কেন্দ্রের কৃষি আইন বিরোধিতার পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাশ ছোঁয়া মূল্যের কারণে কিভাবে জনজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা নিয়ে আলোচনার জন্য আগামীকাল শুক্রবার বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার টুইট করে এ বৈঠকের কথা জানান তিনি।এদিন মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় কৃষি আইনের বিরোধিতা করে তিনটি টুইট করেন। প্রথম টুইটে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে মুখ্যমন্ত্রীর লেখেন, 'ভারত সরকার সবকিছুই বেচে দিচ্ছে। আপনারা কখনোই রেল, এয়ার ইন্ডিয়া, কয়লা, বিএসএনএল, বিএইচইএল, ব্যাংক, প্রতিরক্ষা বিষয়ক দফতর বেচে দিতে পারেন না। অকল্পনিত ডিসিভেস্টমেন্ট এবং বেসরকারীকরণ নীতি প্রত্যাহার করুন। আমাদের জাতির কোষাগারগুলি অবশ্যই বিজেপি দলের ব্যক্তিগত সম্পদে রূপান্তরিত হতে দেব না'।এরপরের টুইটটিতে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকের কথা জানিয়ে লেখেন, 'আমরা শুক্রবার, ৪ ডিসেম্বর অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের একটি সভা আহ্বান করেছি। আমরা কীভাবে প্রয়োজনীয় পণ্য আইনটি সাধারণ মানুষের উপর প্রভাব ফেলছে এবং ফলস্বরূপ আকাশে দোলার দাম বাড়ছে তা নিয়ে আলোচনা করব। কেন্দ্রীয় সরকারকে এই জনবিরোধী আইন প্রত্যাহার করতে হবে'।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## মাঝেরহাট সেতু খোলার পর নতুন পথ নির্দেশিকা

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.): দীর্ঘ দুই বছর তিন মাস বন্ধ থাকার পর চালু হতে চলেছে মাজেরহাট ব্রিজ। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে এই ব্রিজের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন এই গুরুত্বপূর্ণ সেতুর উদ্বোধন হওয়ার পরেই দক্ষিণ কলকাতার সংযোগকারী সেতুটি চালু হয়ে যাবে যান চলাচল। সেই কারণে ইতিমধ্যেই এই নতুন রাস্তার যান চলাচলের পথনির্দেশিকা দিয়েছে কলকাতা পুলিশ।

কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ভারী ও মাঝারি পণ্য ছাড়া উত্তর মুখে যে সমস্ত গাড়ি ডায়মন্ড হারবার রোড থেকে আসবে সেগুলি এই সেতু দিয়েই যেতে পারবে। তবে ভারী ও মাঝারি পণ্যবাহী গাড়ি গুলিকে তারাতলা ক্রসিং থেকে তারাতলা রোড এর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। সেই গাড়ি গুলি হাইড রোড হেস্টিংস ক্রসিং হয়ে দ্বিতীয় হুগলি সেতু ধরে নেবে।

অন্যদিকে যাত্রীবাহী ডায়মন্ড হারবার রোড থেকে আলিপুর গামী যে কোন গাড়ি মাঝেরহাট সেতু দিয়ে যেতে পারবে।

এছাড়াও দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে বেইলী ব্রীজটি যানচলাচল একমুখী করা হয়েছে। তবে নিউ আলিপুরের সাহাপুর রোডে উভয় মুখেই গাড়ি চলাচল করতে পারবে।

## মাঝেরহাটে জয়হিন্দ সেতুর উদ্বোধনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ততা সকাল থেকে

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার বিকালে মাঝেরহাটে জয় হিন্দ সেতুর উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ কারণে প্রায় সকাল থেকেই শুরু হয়েছে ব্যস্ততা।

অতিমারির কথা মাথায় রেখে উদ্বোধনের যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে। তা সত্বে আশাপাশের নানা অংশ জল দিয়ে ধুয়ে প্রতিষেধক ছেটানো হয়েছে। পুলিশদের মোতায়েন করা হচ্ছে অবাঞ্ছিত ভিড় এড়াতে। যাতে কোনও অবস্থায় কালো পতাকা কেউ না দেখানোর সুযোগ পায়, সেদিকেও নজর রাখবে পুলিশ।

মাঝেরহাট ব্রিজ দ্রুত চালু করার দাবিতে সম্প্রতি বিজেপি-র মিছিল ঘিরে তারাতলায় ধুন্ধুমার কাণ্ড হয়। পুলিশের সঙ্গে দফায় দফায় বিজেপি কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। ভাঙচুর করা হয় মোটরবাইক, স্কুটার, বাস। উত্তেজিত বিজেপি কর্মীদের সরাতে পুলিশ লাঠি চালায়। পুলিশ সূত্রে খবর, গণ্ডগোলের ঘটনায় কয়েকজন বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতারও করা হয়। সেই কারণেই নেওয়া হচ্ছে সতর্কতা।

এর আগে সেতুর ভারবহন ক্ষমতা যাচাই করতে চলে বিশেষ পরীক্ষা। নতুন সেতু ভার নিতে পারবে ৩৮৫ টন। পূর্ত দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, দ্বিতীয় হুগলি সেতুর ধাঁচে তৈরি হয়েছে এই সেতু। বহন ক্ষমতা বাড়াতে ব্যবহার করা হয়েছে বিদেশ থেকে আনা ৮৪টি বিশেষ কেবল। গাড়ি চলাচলের সময় কেবলে ৬ মিলিমিটারের কম সংকোচন-প্রসারণ হওয়ার কথা। সেই বিষয়টিও পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

মাঝেরহাট ব্রিজের ২২৭ মিটার ঝুলন্ত অংশটিকেও বিশেষভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। সাড়ে ৬০০ মিটার লিঙ্ক গোটা সেতুর। পূর্ত দফতর সূত্রে খবর, রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনের সবুজ সঙ্কেত ও রাজ্যের সঙ্গে আলোচনার পর খুলে দেওয়া হচ্ছে সেতু।

## মাধ্যমিক পরীক্ষার আবেদনপত্র দেওয়া হবে আগামী ১৬ এবং ১৭ ডিসেম্বর

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : মাধ্যমিক পরীক্ষার আবেদনপত্র দেওয়া হবে ১৬ এবং ১৭ ডিসেম্বর। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অফিস থেকে এই আবেদনপত্র বিলি হবে। সমস্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা তাঁদের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে ফর্ম সংগ্রহ করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, এ বছর মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র-ছাত্রীদের কোনও টেস্ট পরীক্ষা দিতে হবে না। সেই মতোই টেস্ট পরীক্ষা না নেওয়ার বিজ্ঞপ্তি আগেই জারি করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

অতিমারির জন্য জেরে মার্চ থেকেই বন্ধ স্কুল-কলেজ। যে সমস্ত পড়ুয়া মাধ্যমিকে বসতে চলেছে তাদের আবেদনপত্র পূরণ করতে বলেছে পর্ষদ। পর্ষদের নির্দিষ্ট অফিস থেকে আবেদনপত্রগুলি সংগ্রহ করতে পারবে স্কুল কর্তৃপক্ষ। জানানো হয়েছে, ১৬ এবং ১৭ ডিসেম্বর কম্পার্মেন্টাল পরীক্ষার্থীদেরও আবেদনপত্র দেওয়া হবে একই সঙ্গে। এমনকী নবম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন আবেদনপত্রও দিয়ে দেবে পর্ষদ। কতটা সিলেবাস নিয়ে ২০২১ এর পরীক্ষা হবে তা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তবে পরীক্ষার সূচি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি রাজ্য সরকারের তরফে।

পর্ষদ সূত্রে খবর, জানুয়ারি মাসের মধ্যেই ২০২১ সালে যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে তাদের আবেদনপত্র পূরণের সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করার চেষ্টা করছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সম্ভবত, স্কুলের প্রতিনিধিদেরই পুরো বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হবে।

## দিলীপ ঘোষের চা চক্রেই বিজেপির পতাকা নিতে বিরোধীদের ভিড়

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার সকালে চা চক্রের মঞ্চে তৃণমূল, সিপিএম এবং কংগ্রেস থেকে শতাধিক কর্মী বিজেপিতে যোগদান করলেন।এদিন নিউটাউনের টেকনো সিটি থানা এলাকার আকন্দকেশরীর খেলার মাঠে বিজেপির পক্ষ থেকে চা চক্রের আয়োজন করা হয়। তাতে যোগ দেন দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সূত্রের দাবি, অনুষ্ঠানে কয়েকশো মানুষের ভিড় লক্ষ করা যায়। চা চক্রের আড্ডা রীতিমত এক প্রকার জনসভায় পরিণত হয়। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন রাজ্য সভাপতি দিলীপবাবু। এদিন চা চক্রের মঞ্চ থেকে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন দিলীপ ঘোষ। বাম সরকার থেকে বর্তমান রাজ্য সরকারে দুর্নীতি চলছে এমনটাই শোনা গেল তাঁর ভাষণে। এ দিন দলের সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু অপর একটি সমাবেশে বলেন, "এত কিছু বলছেন, আমাদের সাম্প্রদায়িক বলছেন, আমাদের বাঙালি বিরোধী বলছেন।

### অমরিন্দর সিং

**পাচের পাতার পর**

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং জানিয়েছেন, "কেন্দ্রের সঙ্গে কৃষকদের আলোচনা চলছে, আমার কাছে সমাধান করার মতো কিছু নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে কৃষি আইনের বিরোধিতা সম্পর্কে ফের বললাম। এই সমস্যা সমাধানের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করেছি, কারণ এর ফলে আমার রাজ্যের অর্থনীতি এবং জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে।" পরে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, "কৃষকরা যাতে দ্রুত নিজেদের বাড়িতে ফিরতে পারেন, তাই খোলা মনে কৃষকদের কথা শোনার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।" প্রসঙ্গত, এদিনই কৃষকদের সংগঠনের সঙ্গে চতুর্থ রাউন্ডে বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমার এবং রেলমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল।

### সড়ক অবরোধ

**তিনের পাতার পর**

লেগে যায়। এতে যাত্রীদের চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান সিআই আনোয়ার হুসেন চৌধুরী। দীর্ঘ সময় আন্দোলনরত কলেজ ছাত্রদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা করে তাঁদের দাবিগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়ে প্রায় দুঘণ্টা পর জাতীয় সড়ককে অবরোধমুক্ত করতে সমর্থ হন সিআই আনোয়ার হুসেন। বেলা দেড়টা নাগাদ অসম-ত্রিপুরা জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

## শহিদ ক্ষুদিরামের প্রতি শ্রদ্ধা রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : শহিদ ক্ষুদিরামের জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

বৃহস্পতিবার তিনি টুইটে লেখেন, ভারতের সবচেয়ে সাহসী এবং সবচেয়ে নবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী 'অমর শহিদ' ক্ষুদিরাম বসুকে তাঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। ভারতের স্বাধীনতার জন্য হাতে ভাগবৎ গীতা নিয়ে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর কাহিনী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষায় অনুপ্রেরণার উদ্রেক করে। উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৮৮৯-এর ৩ ডিসেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুরের মোহবনীতে (হবিবপুর) জন্মগ্রহন করেন ক্ষুদিরাম বসু।

## মধ্যরাতে শিক্ষকদের ওপর বর্বরোচিত আক্রমণে বিজেপি-র প্রতিবাদ

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : মধ্যরাতে, তৃণমূল সরকার পুলিশ দিয়ে, সল্টলেক স্কুল সার্ভিস কমিশনের দফতরের সামনে থেকে, আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর বর্বরোচিত আক্রমণ করে, বলপূর্বক উচ্ছেদ করলো আন্দোলনরত সমস্ত শিক্ষকদের !

বৃহস্পতিবার এই মন্তব্য করে বিজেপি-র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অনুপম অধিকারী ফেসবুক পোস্টে জানান, "আজ আন্দোলন স্থলে পৌঁছাবার আগেই 'আন্দোলন শেষ' করল তৃণমূলের 'পোষ্য' পুলিশ ! গতকাল !! লজ্জা...ধিক্কার !!! অথচ, ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার আগে, 'নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া মানুষদের জন্য আন্দোলন' কে পুঁজি করেছিলেন তৃণমূল নেত্রী !!! বৈধ অধিকারের দাবিতে, শিক্ষকদের যে কোনো আন্দোলনে পাশে ছিলাম, আছি এবং থাকবো !!!"

উল্লেখ করা যেতে পারে, বৃহস্পতিবার আন্দোলনকারীদের সমাবেশে গিয়ে ভাষণ দেওয়ার কথা আগেই বিজেপি-র তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল।

## বিশেষভাবে সক্ষমদের বার্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : বিশেষভাবে সক্ষমদের আন্তর্জাতিক দিবসে বার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার তিনি টুইটে জানান, বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশেষ প্রকল্প চালু করেছে। ৪০ শতাংশের বেশি প্রতিবন্ধকতা থাকলে সে মাসিক পেনশন পাবেন। এ রকম যে সব পড়ুয়ার বার্ষিক পারিবারিক আয় ২ লক্ষ টাকার কম, তাদের বৃত্তি দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভা ৩ ডিসেম্বর এই বিশেষ দিবসটি পালনের আহ্বাণ জানায়।

## শহিদ ক্ষুদিরামের প্রতি শ্রদ্ধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : শহিদ ক্ষুদিরামের জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার তিনি টুইটে লেখেন, শহিদ ক্ষুদিরামকে তাঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য অন্যতম নবীন বিপ্লবী হিসাবে তিনি বলি হন। তাঁর সাহস ও অকুতোভয় আদর্শ আজও আমাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়ে চলেছে।

## টাকা দিচ্ছেন মোদী, কমিশন নিচ্ছেন মমতা দিদি, এই রাজনীতি চলতে পারে না : সায়ন্তন বসু

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : টাকা দিচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী। আর কমিশন নিচ্ছেন মমতা দিদি। এই রাজনীতি চলতে পারে না। বৃহস্পতিবার এই মন্তব্য করলেন বিজেপি-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু।

সমাবেশে সায়ন্তনবাবু বলেন, "বিজেপি-র বিরুদ্ধে অভিযোগ, আমরা হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-অবাঙালি করে বেড়াই। এই ওয়ার্ডে বা আশপাশে সংখ্যালঘু ভাইয়েরা থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনার সুফল কি কেবল হিন্দুদের দেওয়া হয়? প্রধানমন্ত্রীর স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পের শৌচালয়, প্রধানমন্ত্রীর উজ্জ্বলা যোজনা গ্যাস কি সংখ্যালঘু ভাই-বোনেরা পাচ্ছে না? তৃণমূল কর্মীরা লোককে বলছেন আমাকে টাকা দাও, আমি বাড়ি করে দেব। গ্যাস দেব। টাকা দিচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী। আর কমিশন নিচ্ছেন মমতা দিদি। এই রাজনীতি চলতে পারে না।

সায়ন্তনবাবু বলেন, এই তো দেখছিলাম, মমতা ব্যানার্জী দাবি করেন উনি কত রকম ভাষা জানেন। আজারবাইজান, গ্রিস, উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরুর ভাষা জানেন। মমতা জানেন না কেউ এমন কিছু দেখাতে পারলে তাঁকে নোবেল দেওয়ার আর্জি জানাচ্ছি।

### যাত্রীকুল

● **প্রথম পাতার পর**

থেকে অতিরিক্ত ইঞ্জিন গিয়ে ওই ট্রেন গন্তব্যে নিয়ে আসে। তাতে কিছু সময় যাত্রীদের ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। দুপুর আড়াইটা নাগাদ ট্রেনটি আগরতলায় এসে পৌঁছেছে।

### যুবক

● **প্রথম পাতার পর**

পুলিশ। সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

### অভিযোগ

● **প্রথম পাতার পর**

গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সে কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে।এ ব্যাপারে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হবে বলেও মৃতার বাপের বাড়ির লোকজনের তরফ থেকে জানানো হয়। তবে তার স্বামী প্রদীপ দাস জানিয়েছেন পারিবারিক তেমন কোন কলা হওয়া ছিল না। তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মেয়ে তার স্বামী খারিজ করে দিয়েছেন। এখন দেখার বিষয় তদন্তে কি তথ্য বেরিয়ে আসে।

### ট্রেনের

● **প্রথম পাতার পর**

শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ এবং আরপিএফ জওয়ানরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে ওই বৃদ্ধ কৃষক কানে কিছুটা কম শোনেন। সে কারণেই ট্রেনের শব্দ তিনি শুনতে পাননি। তাতেই বিপত্তি ঘটেছে।

### পুলিশ

● **প্রথম পাতার পর**

অভিযান কতদিন থাকবে সাধারণ মানুষের জন্য সেটা বলা মুশকিল। এ ধরনের অভিযানে শহরবাসীর মধ্যে হাসির কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। কারণ কখনো ট্রাফিক দপ্তর আবার কখনো আগরতলা পুরনিগম কর্তৃপক্ষ এধরনের অভিযানে নেমে অভিযান চালিয়েও কাজের কাজ করতে পারছেনা।

### উদ্যোগ নেই

**আটের পাতার পর**

এলাকাবাসীর একটি দাবি রাস্তাটির যেন অতিসত্বর মেরামত করা হয়। এই রাস্তা দিয়ে গর্ভবতী মায়েদের হাসপাতালে কিংবা চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে খুব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

## ১৫ ডিসেম্বর থেকে রাজ্যভিত্তিক আন্তঃক্লাব ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।।** যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে রাজ্যভিত্তিক আন্তঃক্লাব ফুটবল (পুরুষ) প্রতিযোগিতা ২০২০ শুরু হচ্ছে। এর আগে ৫ ডিসেম্বর থেকে ব্লকস্তর ও মহকুমাস্তরের ফুটবল খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হবে।

আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব এই সংবাদ জানান। তিনি জানান, নিবন্ধিত ক্লাবগুলি এই আন্তঃক্লাব ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীদেব সাংবাদিকদের জানান, ব্লক, মহকুমা ও রাজ্য এই তিনটি স্তরে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ব্লক ও মহকুমা স্তরের খেলাগুলি ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা ১৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। ব্লকস্তরে খালি পায়ে এবং মহকুমা ও রাজ্যস্তরে বুট পরে খেলতে হবে। রাজ্যের ২৩টি মহকুমার চ্যাম্পিয়ন ক্লাব সরাসরি রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি মহকুমা চ্যাম্পিয়ন ক্লাবকে বুট, মোজা ও সিনগার্ড দেওয়া হবে। রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা সদর মহকুমার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়াম, পশ্চিম নোয়াবাদী স্কুল মাঠ এবং মধুবন কাঁঠালতলী দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের এন এস আর সি সি-তে থাকার ব্যবস্থা করা হবে।

ক্রীড়ামন্ত্রী জানান, রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স-আপ টিমকে যথাক্রমে ২৫ হাজার টাকা ও ১৫ হাজার টাকা প্রাইজমানি এবং ট্রফি দিয়ে পুরস্ক'ত করা হবে। আন্তঃক্লাব ফুটবল প্রতিযোগিতাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীদেব সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের বিশেষ সচিব তথা অধিকর্তা শরদিন্দ চৌধুরী ও উপঅধিকর্তা পাইমং মগ উপস্থিত ছিলেন।

### ছিনতাই

● **প্রথম পাতার পর**

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও অভিযুক্তদের আটক করতে সক্ষম হয়নি। মহিলার গলা থেকে সোনার চেইন ছিনতাইয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

### কৃষকরা

● **প্রথম পাতার পর**

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী ছাড়াও সেই বৈঠকে যোগ দেন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

দেখতে দেখতে বৃহস্পতিবার আট দিনে পড়ল কৃষকদের এই আন্দোলন। হরিয়ানার কৃষকরাও আন্দোলনে শামিল হন। দিল্লি চলো অভিযানে সাড়া দিয়ে উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশের কৃষকরাও শামিল হয়েছেন এই আন্দোলনে। শুধু দিল্লির বিভিন্ন বর্ডারে নয়, বুধবার থেকে দিল্লি-গাজিপুর বর্ডারেও গবাদিপশু নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন কৃষকরা। ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সহ একাধিক দাবি আদায়ে কৃষকরা অনড়। আন্দোলনরত কৃষকদের কোভিড গাইডলাইন লঙ্ঘনের দায়ে গ্রেফতার করে, শহরের ৯টি স্টেডিয়ামে রাখতে চেয়েছিল কেন্দ্র। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই প্রস্তাব গেলে, তিনি পত্রপাঠ তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাতেই খেপেছে কেন্দ্র। আশা করা হয়েছিল, বৃহস্পতিবার হয়ত কোনও সমাধানসূত্র বেরোলেও বেরোতে পারে, কিন্তু বাস্তবে তা হল না।

### অবশিষ্ট

● **প্রথম পাতার পর**

কলেজে ৪৫৮টি আসন এখনও খালি। তেমনি, বিএ অনার্স কোর্সে উইমেন্স-এ ১৩৫টি, এমবিবি-তে ১৪৩টি এবং রামঠাকুর কলেজে ১১৮টি আসন খালি পড়ে রয়েছে। একই অবস্থা বিজ্ঞান বিষয়েও। বিএসসি পাস কোর্সে উইমেন্স-এ ৯৯টি, এমবিবি-তে ১২৮টি এবং রামঠাকুর কলেজে ১৬৮টি আসন এবং অনার্স কোর্সে উইমেন্স-এ ৩২টি, এমবিবি-তে ১১৪টি এবং রামঠাকুর কলেজে ৪৫টি আসন খালি রয়েছে। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, একজন ছাত্রছাত্রীও কলেজে ভরতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন না।

### শিক্ষামন্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর**

কোন বাধা যেমন নেই। তেমনি আন্দোলনের কোন প্রয়োজনীয়তাও নেই। কারণ, আগামীদিনে আরও পদ সৃষ্টির পথ খোলা রাখা হয়েছে। তখন চাকুরিচ্যুত সকলেরই চাকুরী-র সুযোগ রয়ে যাচ্ছে, অনুরোধের সুরে বলেন শিক্ষামন্ত্রী।

তাঁর দাবি, চাকুরিচ্যুত-দের দাবি মাথায় রেখেই আউটসোর্সিং-র পথে হাঁটেনি ত্রিপুরা সরকার। তাঁর আবেদন, ৪০০০ অশিক্ষক পদে নিয়োগে সকলে অংশ নিন। সাথে তিনি সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন।

### চুরি

● **প্রথম পাতার পর**

খবর পাঠানো হয় কমলপুর থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত করেছে। তবে এখনও পর্যন্ত এই চুরির ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। কমলপুর শহরের নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি দোকানে পরপর চুরির ঘটনায় স্থানীয় জনগণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।কমলপুর শহর এবং শহরতলি এলাকায় রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য জোরালো দাবি উঠেছে। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এ ধরনের চুরির ঘটনা সংঘটিত করেছে চোরেরা।পুলিশ সক্রিয় থাকলে কমলপুর শহরের নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে এ ধরনের চুরির ঘটনা কোনোভবেই ঘটতে পারত না বলে ব্যবসায়ীরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই চুরির ঘটনার জন্য পুলিশকে তারা বহুলাংশে দায়ী করেছেন।

### জিরানীয়ায়

● **প্রথম পাতার পর**

উৎপেতে বসে থাকেন। বুধবার রাতে গাড়িটি বড়মুড়া পৌঁছলে পুলিশ গাড়ির গতিরোধ করে। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৯প্যাকেট শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়।গাড়ির চালক এবং সঞ্চালকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ।শুক্র গাজা বহির রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে গাড়িতে ছিল বলে জানিয়েছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক।

এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।এই ঘটনায় জড়িতদের নামতাম উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে জিরানিয়া থানার পুলিশ। উল্লেখ্য রাজ্যে গাঁজা চাষ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ব্যাপকহারে রাজ্যের টিলাভূমিতে গাঁজার চাষ হচ্ছে। রাজ্যে উৎপাদিত এইসব গাজা বহিস রাজ্যে সড়ক পথ রেলপথ এমনকি বিমানপথেও পাচারের চেষ্টা হচ্ছে।জিরানিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

### পৃথক স্থানে

● **প্রথম পাতার পর**

এলাকায় নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলেন। নিমন্ত্রণ খেয়ে গাড়ি করে বাড়িতে ফেরার সময় মহিলাকে ধর্ষণ করে ওই ব্যক্তি। এ ব্যাপারে মহিলা থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনাটি ঘটেছে গত ৩০ নভেম্বর। পুলিশ এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। গ্রেপ্তার এড়াতে অভিযুক্ত রমেন দাস পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু তার সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। পুলিশ তাকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে।অভিযুক্তকে আদালতে সোপর্দ করলে আদালত থেকে তাকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেলহাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

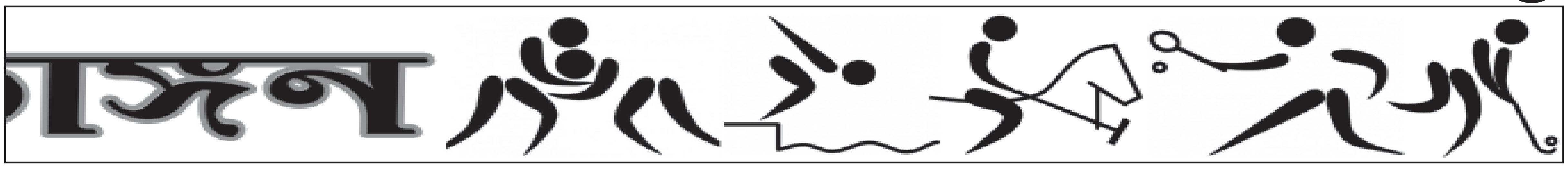


# এবারের লা লিগা জয় জিদানের সবচেয়ে সুখের দিন

জিনেদিন জিদানের সাফল্যে তাকিয়ে তাঁর ক্যারিয়ারের সেরা দিনের কথা শুনলে অবাক হতেই হয়।

ফরাসি কিংবদন্তি কী জেতেননি! খেলোয়াড়ি জীবনে ক্লাবের হয়ে সিরি 'আ', লা লিগা, চ্যাম্পিয়নস লিগ, সুপার কাপসহ আরও বেশ কিছু শিরোপা জিতেছেন জিদান। দেশের হয়ে জিতেছেন বিশ্বকাপ। আর কোচ হওয়ার পর নিজেকে তুলেছেন অনন্য উচ্চতায়। সাবেক দল রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন টানা তিনবার। জিদান তাঁর ক্যারিয়ারের সেরা দিনটা এসব সাফল্য থেকে বেছে নেবেনএমনটা ভেবে নেওয়াই স্বাভাবিক। ভুল।

রিয়ালের কোচ হিসেবে সর্বশেষ শিরোপাজয় জিদানের ক্যারিয়ারের সেরা দিন। লা লিগার শেষ মৌসুমে রিয়ালকে শিরোপা জিতিয়েছেন জিদান। ফরাসি কিংবদন্তির ভাষায়, এটাই তাঁর ক্যারিয়ারের সেরা দিন। যদিও ইউরোপসেরা হওয়াকেই সব সময় প্রাধান্য দিয়ে এসেছে রিয়াল। তার মানে লা লিগা জয়কে রিয়াল যে প্রাধান্য দেয় না তা নয়। এবার তো লিগের মহিমা ছিল আরও বেশি। করোনা মহামারির মধ্যে লা লিগার খেলা স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। খেলা আবার শুরু হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহে ভুগেছে রিয়াল শিবির। কিন্তু খেলা আবার মাঠে গড়ানোর পর পাল্টে যায় দৃশ্যপট। বার্সার পেছন থেকে উঠে এসে লিগ জিতে নেয় রিয়াল। জিদানের কাছে এভাবে লিগ জয়ের অনুভূতিই বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে।সংবাদ সংস্থা এএফপিকে জিদান বলেন, 'আমরা অনেক উঁচুতে (লা লিগা জয়) লক্ষ্যস্থির করেছিলাম। (করোনা মহামারির জন্য) খেলা স্থগিত হওয়ার পর আমরা ভেবেছিলাম আর মাঠে নামতে পারব না। পরিস্থিতি তখন সেরকমই ছিল। শেষ পর্যন্ত লা লিগা জিততে পেরেছি এবং এটা আমার জীবনে সবচেয়ে সুখের দিন।'এবারের মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগ শেষ ষোলো থেকে বাদ পড়াটা রিয়ালের জন্য হতাশার। তা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে লা লিগার প্রসঙ্গও টানলেন রিয়াল কোচ, 'এমনকি আমরা সব সময় চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার কথাও বলে এসেছি। হ্যাঁ এটা দুর্দান্ত, আমি তুলনায় যেতে চাই না। এবার ভীষণ জটিল লিগ জেতাই আমার পেশাদার ক্যারিয়ারের সেরা দিন।'

জিদান এখন দ্বিতীয় মেয়াদে রিয়াল কোচের দায়িত্ব পালন করছেন। ফরাসি কিংবদন্তি কি কখনো ফ্রান্স জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার স্বপ্ন দেখেন? ১৯৯৮ বিশ্বকাপজয়ী সাবেক এ মিডফিল্ডার সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি, 'অনেক বছর আগেই এ কথা বহুবার বলেছি। যদি কোচ-ই হই তাহলে ফ্রান্স দলের দায়িত্ব নেব না কেন। এটা নতুন কিছু না। এমনকি দিদিয়ের দেশমও (ফ্রান্সের বর্তমান কোচ) বিষয়টি জানেন। কারণ তিনি-ই প্রথম ঘোষণাটি দিয়েছিলেন।'ফ্রান্সের হয়ে ১০৮ ম্যাচ খেলা জিদানের জাতীয় দলের হয়ে শেষ ম্যাচ ছিল ২০০৬ বিশ্বকাপ ফাইনাল। সে ম্যাচে ইতালিয়ান ডিফেন্ডার মার্কো মাতেরাজ্জিকে ঢুস মেরে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় জিদানকে। ফ্রান্সের কোচ হওয়া নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সে প্রসঙ্গও টানলেন জিদান, 'আমাদের সবারই একটা করে গল্প আছে। আমার গল্পটা ফ্রান্স জাতীয় দলের সঙ্গে। শেষ ম্যাচের আগ পর্যন্ত তা দারুণ ছিল। উত্থান-পতন থাকবেই তবু আমার গল্পটা সুন্দর। কোনো দিন এটা (ফ্রান্সের কোচ হওয়া) ঘটলে এমনিতেই ঘটবে।'

# তাঁর চেয়ে বয়স কম ছিল মাত্র দুজনের

পাকিস্তানের বিপক্ষে সাউদাম্পটনে নামার আগে মাত্র সাতটি টেস্ট খেলেছেন। নামের প্রতি খুব বেশি সুবিচার করতে পারছিলেন না জ্যাক ক্রলি। অবশেষে ক্রলির ব্যাটে আস্থা খুঁজে পেতে শুরু করেছে ইংল্যান্ড। শুধু তাই নয়, ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিকে ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে গেছেন ডাবল সেঞ্চুরিতে। এরই মধ্যে একটা মাইলফলকেও পৌঁছে গেছেন এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান। ইংল্যান্ডের তৃতীয় সর্বকনিষ্ঠ ডাবল সেঞ্চুরিয়ান ক্রলি।ট্রিপল সেঞ্চুরির আশাও দেখছিলেন ক্রলি। দারুণ ব্যাট করে আড়াই শও ছুঁয়ে ফেলেছিলেন। মাত্র ৪১ বলে ২০০ থেকে ২৫০-এ পৌঁছে গিয়েছিলেন। ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিকে ট্রিপল সেঞ্চুরিতে নেওয়ার ছোট তালিকাতেও ঢুকে যাবেন বলে মনে হচ্ছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ট্রিপল সেঞ্চুরির স্বপ্নটাকে ভেস্তে দিয়েছেন পাকিস্তানি পার্ট টাইম স্পিনার আসাদ শফিক। আউট হওয়ার আগে ক্রলি নামের পাশে জমা করেছেন ২৬৭ রান। ক্রলির এই কীর্তির পরপরই টুইট করেছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী, 'অবশেষে তিন নম্বর পজিশনে একজন অসাধারণ ব্যাটসম্যানকে খুঁজে পেয়েছে ইংল্যান্ড। একদম জাত ক্রিকেটার ও। আশা করি সব ফরম্যাটেই তাকে নিয়মিত দেখতে পাব।'আজকের এই ইনিংসের সময় ক্রলির বয়স ২২ বছর ২০১ দিন। তাঁর চেয়ে কম বয়সে ইংল্যান্ডের হয়ে এই মাইলফলক ছুঁয়েছেন শুধু কিংবদন্তি লেন হাটন (২২ বছর ৫৮ দিন) ও ডেভিড গাওয়ার (২২ বছর ১০২ দিন)। আরেকটি কীর্তিও গড়েছেন ক্রলি। পাকিস্তানের বিপক্ষে ডাবল সেঞ্চুরি করা চতুর্থ ইংলিশ ব্যাটসম্যান তিনি। এর আগে এ কীর্তি ছিল টেড ডেক্সটার, অ্যালিস্টার কুক ও বর্তমান অধিনায়ক জো রুটের। ক্রলির কীর্তি আছে আরও একটাইংল্যান্ডের সপ্তম ব্যাটসম্যান হিসেবে প্রথম সেঞ্চুরিকে ডাবল সেঞ্চুরিতে রূপ দিয়েছেন। ক্রলির গুরু ও স্কাই স্পোর্টসের ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ রব কিও এই তালিকায় আছেন। তিনি লর্ডসে ২০০৪ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে করেছিলেন ২২১ রান। এ ছাড়া এই তালিকার অন্যতম ব্যাটসম্যান ডেভিড লয়েড। তিনি ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিটাকে অপরাজিত ২১৪ রানে নিয়ে গিয়ে থামেন। ভারতের বিপক্ষে ১৯৭৪ সালের এজবাস্টন টেস্টে ছিল লয়েডের কীর্তি।

# পুলিশকে লাথি মেরে আবার ঘুষ সেধেছিলেন ম্যাগুয়ার

ছুটি মিলেছিল দুই সপ্তাহের। ফুটবলের ব্যস্ত সময়ে দুই মৌসুমের মাঝে বিরতিটা এমনিতেই কম। সেই অল্প সময়টুকুরও বেশ কিছুটা ভাগ বসিয়ে দিয়েছে গ্রিসের পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে মাইকোনোসের এক বারের বাইরে গ্রিক পুলিশের সঙ্গে মারামারি করেছেন হ্যারি ম্যাগুয়ার। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড অধিনায়ককে সে ঘটনায় হাজতে নিয়ে গেছে পুলিশ। এর মাঝে খবর এল ২৭ বছর বয়সী ইংলিশ ডিফেন্ডার ও তাঁর সঙ্গীরা নাকি মামলা থেকে বাঁচতে ঘুষও সেধেছিলেন পুলিশকে।আমি বলতে পারব না তারা আমাদের

কী বলছিল। কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ নিয়ে সব ইংরেজিতে গালি দিচ্ছিলেন। ফুটবলারসহ তিনজনকে হাজতে রাখা হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার মাইকোনোস টাউনের মাতোজিয়ান্নিয়া অঞ্চলে প্রথমে কিছু ভক্তের সঙ্গে তর্কাতর্কি হয়েছিল ম্যাগুয়ারের। সে ঘটনা সামলাতে আসা পুলিশের সঙ্গেও ঝামেলা পাকিয়েছেন। মারামারি করে পরে হাজতে রাত কাটিয়েছেন। একদিন পেরিয়ে গেলেও এখনো হাজতবাস শেষ হয়নি তাঁর। সেদিনের ঘটনা ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন পুলিশের মুখপাত্র পেত্রোস ভ্যাসসিলাকিস, 'যখন ঝগড়া থামল, তখন দুই পক্ষের মধ্যে এক পক্ষ (ফুটবলারের পক্ষ) পুলিশ অফিসারদের গালাগালি দিতে শুরু করল। সেখানে বেশ কয়েকজন পুলিশের লোক ছিল। এক পর্যায়ে ওদের একজন পুলিশের দিকে তেড়ে আসে এবং মারামারি শুরু হয়। ওদের তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছ কিন্তু তার আগে বাকিরা (ফুটবলারও) আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিলেন। তারা পুলিশের অন্তত দুজনকে ঘুষি মেরেছেন এবং মাটিতে পড়ে থাকা পুলিশদের

# কোম্যান বার্সার কোচ থাকবেন না যদি...

ক্যাম্প ন্যু তে পা রাখতে না রাখতেই বার্সেলোনার রাজনীতির উত্তাপ টের পেলেন রোনাল্ড কোম্যান।টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে কাল আনুষ্ঠানিকভাবে বার্সার নতুন কোচ হয়ে এসেছেন কোম্যান। কিকে সেতিয়নকে ছাঁটাইয়ের দুই দিন পরই তাঁকে কোচ করে আনল বার্সা। এর মধ্যে ক্রীড়া পরিচালককেও ছাঁটাই করেছে বার্সার পরিচালক পর্ষদ। এদিকে বার্সা পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি হোসে মারিয়া বার্তোমেউয়ের ওপর লিওনেল মেসি অসন্তুষ্টএমন খবর চাউর হয়েছে সংবাদমাধ্যমে। মাঠে এবার সাফল্য নেই, দলবদলের বাজারেও মার খেয়েছে বার্তোমেউয়ের নীতি। সব মিলিয়ে তোপের মুখেই আছেন বার্সা সভাপতি। পদত্যাগের দাবি উঠলেও বার্তোমেউ অনড়, আগামী বছর মার্চে সভাপতি নির্বাচনের আগে কিছুতেই পদ ছাড়বেন না।

সব মিলিয়ে এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিকেই কথা বলার জন্য বেছে নিলেন ভিক্টর ফন্ত। নামটা অচেনা লাগতেই পারে। এই ভিক্টর ফন্ত বার্সার আগামী নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থী। বর্তমান সভাপতির সমালোচনা যে করবেন তিনি সেটাই স্বাভাবিক। যদিও পরিস্থিতি বার্তোমেউয়ের পক্ষে নেই। চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে ৮-২ গোলে হেরেছে বার্সা। এমন হারের পর মেসি বার্সেলোনা ছাড়তে চান, সে খবরও চাউর হয়েছে। সব মিলিয়ে বার্সার লাগামটা বার্তোমেউয়ের নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হয়ে উঠছে।

এর মধ্যে কোম্যানকে বার্তোমেউ কোচ করে আনার পর মুখ খুলেছেন ফন্ত। 'ক্যাডেনা সার'কে তিনি বলেন, 'আমি সভাপতি হলে কোম্যান কোচ পদে থাকবে না। কোম্যান বার্সেলোনার কিংবদন্তি। তবে তাকে ধন্যবাদ দিতেই হবে কারণ ক্লাব এবং ড্রেসিং রুম এবং সব মিলিয়ে যে জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং যেসব সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তার মধ্যে তিনি দায়িত্ব নেওয়ার চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন। তাকে শুভকামনা জানাতেই হবে এবং আশাকরি তিনি ট্রেবল জিতবেন।'

ফন্ত এরপর বার্সাকে খোলনলচে পাল্টে দেওয়ার কথাই বললেন। সেটি অবশ্যই যদি তিনি সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেন তারপর, 'শেষ পর্যন্ত যদি তাকে (কোম্যান) দরকার হয় এবং সে নিজেও থাকতে চায়, আমাদের পরিকল্পনায় অবদান রাখতে চায় তাহলে হয়তো দেখা যাবে। কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা হবে প্রতিষ্ঠানের চার্ট মেনে যেটা আমরা দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুত করেছি, সহ সভাপতি থেকে শেষ বয়সভিত্তিক দলের কোচ পর্যন্ত।'

কোচ হিসেবে ফন্ত নিজের পছন্দের ব্যক্তির নামও বলেছেন। তিনি এখন কাতারের ক্লাব আল শাদের কোচ। ঠিকই ধরেছেন বার্সার কিংবদন্তি জাভি হার্নান্দেজ। করোনা মহামারি শুরুর আগে তাঁকে একবার কোচের প্রস্তাব দিয়েছিল বার্সা। কিন্তু জাভি তখন 'প্রস্তুত নন' বলে প্রস্তাবটি এড়িয়ে যান।

তাঁকে নিয়ে ফন্ত বলেন, 'জাভি জানে ক্লাবের সবকিছু একসূত্রে গাঁথতে হবে। বোর্ডের পরিচালক পর্ষদ যাকে এ দায়িত্ব দেয়, আমাদের ক্ষেত্রে সেটি তাকেই (কোচ পদে) দেওয়া হবে।'

মেসির বার্সা ছাড়ার গুঞ্জন নিয়েও কথা বলেছেন ফন্ত। তাঁর মতে, কোচ পদে জাভির অধীনে খেলতে মেসির কোনো সমস্যা না হলে বার্সায় তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়েও কোনো সমস্যা নেই। 'ক্লাবের আর্থিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক ব্যর্থতায় মেসি ভীষণ হতাশ। আশা করি ২০২১ সালে জাভির অধীনে খেলবে মেসি।'

# তাঁর শুধু রোনালদোর ইচ্ছাশক্তিটাই ছিল না

কথাগুলো ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর। তখন স্পোর্টিং লিসবন ছেড়ে পর্তুগিজ তারকা তখন মাত্র কদিন হলো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে এসেছেন, সামনে থাকা সাংবাদিকদের তখন কথাগুলো বলেছিলেন। রোনালদো কাউকে নিজের চেয়েও ভালো বলছেন, চমকে দেওয়ার মতো ঘটনাই বটে! কিন্তু যে খেলোয়াড়কে নিয়ে রোনালদো কথাগুলো বলেছেন, তাঁর নাম কজন শুনেছেন এর আগে?ফাবিও পাইম! রোনালদোরই স্বদেশি, বয়সে ৩৫ বছর বয়সী রোনালদোর চেয়ে তিন বছরের ছোট। রোনালদোর মতোই উইঙ্গার। কিন্তু তিনি কেমন খেলোয়াড়, কোথায় খেলেনতা জানা থাকলে নিজেকে আপনি ফুটবলের দুপেয়ে 'জ্ঞানকোষ'দাবি করতেই পারেন। ফুটবলের অনেক তারকার অকালে ঝরে যাওয়ার আরেকটি জ্বলজ্বলে উদাহরণ হয়ে থাকা নামই এটি।রোনালদো যেখানে ফুটবল ইতিহাসেরই সেরাদের একজন, অনেক বছর আগে রোনালদোই যাঁকে তাঁর চেয়ে ভালো দাবি করেছেন, সেই পাইমের ক্যারিয়ার কেটেছে অ্যাঙ্গোলা, কাতার, চায়না, মাল্টা, লিথুয়ানিয়া বা লুক্সেমবার্গের ক্লাবে। ২০০৭ থেকে শুরু পেশাদার ক্যারিয়ারে এ নিয়ে ১৯টি ক্লাবে ঘুরেফিরে খেলেছেন। আর জাতীয় দলে খেলা? অনূর্ধ-১৬ থেকে অনূর্ধ-২১...বয়সভিত্তিক সব দলে খেলা হলেও কখনো মাড়ানো হয়নি পর্তুগালের জাতীয় দলের দরজা! মাত্র ১৬ বছর বয়সে স্পোর্টিংয়ে মাসে ১ লাখ ৫০ হাজার ইউরো বেতন পেতে লাগলেন পাইম। অথচ তখনো পেশাদার ফুটবলে অভিষেকই হয়নি তাঁর।ফুটবলে কম বয়সেই কাউকে নিয়ে 'হাইপ' বা ব্যাপক সাড়া পড়ে যাওয়া, অনেক অর্থ হঠাৎ হাতে পেয়ে যাওয়া কী বড় ক্ষতির কারণ হয়ে আসতে পারে, তার আরেকটি দলিল হতে পারে পাইমের ক্যারিয়ার। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে পর্তুগালের সবচেয়ে বড় প্রতিভাগুলোর একটি ছিলেন, আলো ছড়াচ্ছেন স্পোর্টিং লিসবনের একাডেমিতে। যে একাডেমি থেকেই উঠে এসে স্পোর্টিংয়ের জার্সিতে আলো ছড়াতে না ছড়াতেই রোনালদোকে নিয়ে গেছে ইউনাইটেড।মাত্র নয় বছর বয়সে স্পোর্টিংয়ের একাডেমিতে আসা। সেখানে রোনালদোর সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁর, সেই দেখা থেকেই পাইমের প্রতিভায় রোনালদোর মুগ্ধ হওয়া। দুজনে অবশ্য বন্ধুত্ব তেমন ছিল না, বয়সভিত্তিক পর্যায়ে একই দলে না খেললে বন্ধুত্ব সেভাবে গড়ে ওঠা কঠিনই বটে। একাডেমিতে দুজনকে ঘিরেই বড় আশা ছিল। কিন্তু সেই একাডেমি থেকে বেরিয়ে রোনালদোর ক্যারিয়ার যেখানে একের পর এক চূড়া পেরিয়েছে, পাইমের ক্যারিয়ার মুখোমুখি হয়েছে একের পর এক পাহাড়ধসের।

হয়তো বয়সের একটু আগেই পাইমের ক্যারিয়ার চলে এসেছিল পাদপ্রদীপে, সেটিই কাল হয়েছে তাঁর জন্য। রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মতো ইউরোপের বড় বড় ক্লাব টিনএজার (১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সী) পাইমকে পরখ করে চলছিল নিয়মিত। কিন্তু রোনালদোকে 'মাত্র' ১ কোটি ২০ লাখ পাউন্ডে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কাছে বিক্রি করা স্পোর্টিং ভেবেছিল পাইমকে ধরে রাখবে।


**সন্ধ্যান চাই**

Ref. Airport PS G.D. Entry No. 09 Dated 30/11/2020

পাশের ছবিটি শ্রীমতি দিপালী দাস, পিতা - শ্রী মনোরঞ্জন দাস, সাং- গান্ধীগ্রাম মধ্যপাড়া, থানা - এয়ারপোর্ট, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স - ২৪ বছর, গায়ের রঙ - ফর্সা, উচ্চতা - ৫ ফুট ১ ইঞ্চি, মুখমন্ডল - গোলাকার, গত ২৯/১১/২০২০ ইংরেজী তারিখ আনুমানিক রাত্রি ৭ টা সময় কাউকে কোন কিছুউ না বলে বাড়ি থেকে বাহির হয়ে যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি, বহু খোঁজা খোঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ মহিলার সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও কোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

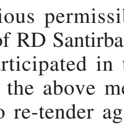

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১ ২৩২ ৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১ ২৩২ ৫৭৮৪/১০০
৩) এয়ারপোর্ট থানা - ০৩৮১ ২৩৪ ২২৫৮

ICA/D-991/2020-21

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা।

**CANCELLATION ORDER**

The Press Notice Inviting e-Tender No. e-PT-XXII/EE/RD/STB/20-21 dt- 06/11/2020 86 subsequent DNIT NO- e-DT-81/HIR-VEH/EE/RD/STB/ 2020-21. Dt.- 06/11/2020 (3RD Call), e-DNIT 82/SEWING MACHINE/EE /RD/STB/2020-21 dt- 06/11/2020 (2ND CALL) 86 e-DNIT 83/MACHINERIES/EE/RD/STB/2020-21 dt-06/11/2020 which was floated for the purpose of Hiring of 1 (One) No Maruti Omni Van, Procurement of foot based sewing machine & Hiring of various permissible Machineries respectively under the jurisdiction of RD Santirbazar Division is hereby cancelled as no bidder participated in the above mentioned 03 nos tender. Accordingly, the above mentioned DNITs are hereby cancelled in order to re-tender again 8s proper response to the intending bidders.

ICA/C-2313/2020-21

Executive Engineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar South Tripura

The Executive Engineer, Mechanical Division (R&B), Agartala, West Tripura Tripura invites e-tender against PNIeT NO. 29/EE/PNIe-T/MECH-DIVN/AGT/2020-21 Dated: 30-11-2020 For Providing, Installation and Commissioning of 01(One) No. Lift of 10(Ten) passenger (680 kg) capacity passenger elevator up to G+2 level at Amarpur Sub-Divisional Court Building, Amarpur,Gomati Tripura (4th Call).
With Estimated cost 19, 70,000.00 Earnest Money : 19,700.00 Time of Completion : 01(One) Year Last Date of bidding for bids : 21-12-2020 up to 15.00Hrs. Bid opening date and Time : 21-12-2020 at 15.30Hrs (if possible) For more details kindly visit https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-2305/2020-21

Executive Engineer
Mechanical Division
Agartala, Tripura

Ref. No.(15)/CDPO/KDL/2o17/1805(11) Dated 26/11/2020
Sealed rate quotation Is hereby invited from the Intending Register Co-opermive Society/tAMPs/PACs/SHG/Rvputed Firm/Ronafled Person/Suppliers for supply of but quality MaNIIr Dal (Jet Brand) in connection with Supplimentary Nutritlim Programme under &WarmAla IC:DS Project, North 'Mount for the month of Noveniher,2020 and /ece in he r,2020,
Last Date of Submission of sealed quotations alongwith sample or ,iddressing to the CDPO, Kattaintula ICDS Project, North Tripura is 14,, Derember,2020 upto 02:00PM and bids will be opened on the slime day at 02:1SPM in the presence of the bidders or authorized rt,p1V5V11L3tIVI,S.
AU the [ATM:, Mid Coll(11[10Inti Ontl her lilkJITITLII in thu office of tht onkicrsiKned and e.iu tic seen on all working days during oMee hours w.e.f 26/11/2020

ICA/C-2299/2020-21

(Ayan Bhawmik)
CDPO Katiaintala ICDS
Project North Tripura

**CORRIGENDUM**

Please read the date of submission of online applications for filling-up of 2500 vacant posts of Multi Tasking Staffs, Group-D, (Category Non-Technical), on fixed-pay basis in various departments of Government of Tripura as 28/12/2020 to 11/02/2021 in place of 28/12/2020 to 11/02/2020. This is in reference to Advertisement No. 02/2020, dated 2nd December 2020.

ICA/D-993/2020-21

(Shri Shyamal Bhattcharya, Joint Director) Member Secretary, JRBT

**TRIPURA UNIVERSITY**
**(A Central University)**
Suryamaninagar-799022 West Tripura
No. F.TU/FIN/(394)/(P)/2019-20 Date: 27/11/2020

**Walk-In-Interview**

A Walk- in- Interview will be held on 116 December 2020 at 1:00 PM through online mode to appoint l(One) Project Assistant on temporary basis for a DBT NECBH funded project entitled "Prospects of biochar as amendment in various types of soil present in North East India" under Shri. Harjeet Nath, Principal Investigator. Details may be seen and download from www.tripurauniv.acin .

Registrar
(Dr. K.B. Jamatia)(I/C)
Tripura University
Suryamaninagai

## ৯৮ বছরে জীবনাবসান, প্রয়াত এমডিএইচ মশলার ধরমপাল গুলাটি

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): মশলা প্রস্তুতকারী ব্র্যান্ড এমডিএইচ মশলার মালিক মহাশয় ধরমপাল গুলাটি প্রয়াত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর। বিগত ৩ সপ্তাহ ধরে দিল্লির মাতা চনন দেবী হাসপাতালে চিকিতসা চলছিল ধরমপাল গুলাটির। চিকিৎসকদের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্বেও তাঁকে প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হল না। বৃহস্পতিবার সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন এমডিএইচ মশলার মালিক মহাশয় ধরমপাল গুলাটি।

ধরমপাল সকলের কাছে দাদাজি অথবা মহাশয়জি নামেই পরিচিত ছিলেন। নব্বইয়ের কোঠাতেও নিয়মিত কারখানা, বাজার ও ডিলারদের ঘাঁটিতে তিনি নিয়মিত টহল মারতেন। যতক্ষণ না পণ্যের মনোমত মান ধার্য হচ্ছে, যা তাঁকে সন্তুষ্ট করবে, ততক্ষণ বাড়ির পথে ফেরার কথা চিন্তা করতেন না দাদাজি। সংস্থায় তাঁর মালিকানা ছিল ৮০%। ব্যবসা ছাড়াও বেশ কিছু জনকল্যাণমূলক প্রকল্পেও অর্থ বিনিয়োগ করেছে এই সংস্থা। এমডিএইচ-এর অনুদানে এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২০টি বিদ্যালয় ও একটি হাসপাতাল।

## ভারতে ৯৫-লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ, মৃত্যু বেড়ে ১,৩৮,৬৪৮

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৯৫-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৫২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩৫,৫৫১ জন। ৫২৬ বেড়ে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৩৮,৬৪৮ জন। ৩৫,৫৫১ বেড়ে ভারতে এযাবৎ করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৯৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯৬৫-তে পৌঁছেছে।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৪০,৭২৬ জন, ফলে এযাবৎ দেশে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৮৯,৭৩,৩৭৩ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ২২ হাজার ৯৪৩ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ৫,৭০১ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে চিকিৎসাধীন (অ্যাক্টিভ) রোগীর সংখ্যা কমছে দ্রুত। ভারতে এই মুহূর্তে মাত্র ৪.৪৪ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯৪.১১ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১.৪৫ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১১,১১,৬৯৮টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

# দেশের সেরা দশটি থানার তালিকায় শীর্ষে মণিপুর, স্থান অরুণাচল প্রদেশ এবং সিকিমেরও

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : দেশের সেরা পুলিশ স্টেশনের তালিকায় শীর্ষ স্থান অর্জন করেছে মণিপুরের থউবাল জেলার নোংপোকসেকমই থানা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক দেশের সেরা দশটি পুলিশ স্টেশনের তালিকা ঘোষণা করেছে। তাতে মণিপুর সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আরও দুটি রাজ্য অরুণাচল প্রদেশ এবং সিকিম রয়েছে। তৃতীয় স্থানে অরুণাচল প্রদেশের চাংলাং জেলার খাড়সং পুলিশ স্টেশন এবং সপ্তম স্থানে সিকিমের পূর্ব জেলার পাক্যং পুলিশ স্টেশন জায়গা করে নিয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক করোনা-প্রকোপের প্রতিকূলতার মধ্যেই সেরা থানার সন্ধানে সমীক্ষা চালিয়েছিল। তাতে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের প্রত্যন্তে অবস্থিত থানার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে ওই তালিকা তৈরি করেছে মন্ত্রক।

সেরা থানার তালিকায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তিনটি রাজ্য বাদ দিলে দ্বিতীয় স্থানে তামিলনাড়ুর সালেম সিটি জেলার সুরমঙ্গলাম থানা, চতুর্থ স্থানে ছত্তিশগড়ের সুরজপুর জেলার ঝিলমিলি থানা, পঞ্চম স্থানে গোয়ার দক্ষিণ গোয়া জেলার স্যাংগুয়েম থানা, ষষ্ঠ স্থানে আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের উত্তর ও মধ্য আন্দামান জেলার কালিঘাট থানা, অষ্টম স্থানে উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার কাঁথ থানা, নবম স্থানে দাদরা ও নগর হাভেলি জেলার খানভেল থানা এবং দশম স্থানে তেলেঙ্গানার করিমনগর জেলার জাম্মিকুন্তা টাউন থানা স্থান করে নিয়েছে।

দেশের সেরা পুলিশ স্টেশনের তালিকায় স্থান করে নেওয়ার জন্য মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহ এবং অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু পুলিশ বাহিনীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন সমিতির কর্মকর্তারা। ছবি-নিজস্ব।

# বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে নানা কর্মসূচি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ উদয়পুর, ৩ ডিসেম্বর।।** তেসরা ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। রাজু দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে।এ উপলক্ষে বিজেপির সদর কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। বিশ্ব প্রতিবন্ধী রাজ্যে দিব্যাঙ্গ দিবস হিসেবে পালিত হয়েছে।ভারত সরকার প্রতিবন্ধী শব্দকে পরিবর্তন করে দিব্যাঙ্গ শব্দে পরিণত করার পর থেকেই গোটা দেশজুড়ে প্রতিবন্ধীদের দিব্যাঙ্গ হিসেবে পরিগনিত করা হচ্ছে। বিজেপির সদর কার্যালয় এদিব্যাঙ্গ দিবস পালন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা বলেন আজ আর পরনির্ভরশীল নন।বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এমন সব দেবাঙ্গন রয়েছেন যাদের কাছ থেকে আমাদের সাহায্য নিতে হয়। দেশের বহু জ্ঞানী-গুণী বিজ্ঞানে রয়েছেন যারা দিব্যাঙ্গ। দিব্যাঙ্গ দের কোন ভাবেই অবহেলার দৃষ্টিতে না দেখে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। দিব্যাঙ্গরা আমাদের মতই মানুষ। তাদের অবহেলার চোখে দেখলে চলবে না। তারা কারোর করুণার পাত্র নন বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।মানুষ হিসাবে তাদের যেসব অধিকার স্বীকৃত হয়েছে সেসব অধিকার যাতে তারা সঠিকভাবে করতে পারেন সেদিকে দৃষ্টি রাখতে সকলের প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিকে, বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন সমিতির কর্মকর্তারা। রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন সমিতির কর্মকর্তারা বিভিন্ন দাবি সনদ রাজ্যপালের সামনে তুলে ধরেন।রাজ্যপাল পদের দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন।তিনি দিব্যাঙ্গ ওদের দাবিগুলো পূরণের আশ্বাস দিয়ে বলেন কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ জন্য বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষণা করেছে।সরকারের তরফ থেকে যেসব সুযোগ-সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে ভোগ করার জন্য তিনি প্রতিটি অঙ্গের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।দিব্যাঙ্গনা যাতে তাদের অর্জিত অধিকার সঠিক ভাবে ভোগ করতে পারেন তা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন রাজ্যপাল।তিনি আরো বলেন বাংলাদেশে বিভিন্ন দাবি নিয়ে তিনি রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেও কথা বলবেন।রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দিব্যাঙ্গ পুনর্বাসন সমিতির কর্মকর্তারা আশা ব্যক্ত করেছেন তারা যেসব দাবি সনদ রাজ্যপালের সামনে তুলে ধরেছেন সেই সব দাবি পূরণে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার সহ বিভিন্ন সংস্থা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অন্যদিকে, গোমতী জেলা সভাধিপতি স্বপন অধিকারী বৃহস্পতিবার গোমতী জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যোগে উদয়পুর তেপানিয়া স্থিত জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রের মিলনায়তনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে বিশ্ব দিব্যাঙ্গ দিবসের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ নীরু মোহন জমাতিয়া, ডি ডি আর ও ইনচার্জ ডাঃ স্নেহাশিষ দত্ত সহ তেপানিয়া, শালগড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। উল্লেখ্য, করোনা মহামারীর আবহের জন্য এই বছর সংক্ষিপ্ত ভাবে উৎযাপন করা হয় বিশ্ব দিব্যাঙ্গ দিবসের অনুষ্ঠান। তা স্বত্তেও আজকের অনুষ্ঠানে দিব্যাঙ্গনদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্যণীয়। সভায় বক্তারা বিশ্ব দিব্যাঙ্গ দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সকলকে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসার অনুরোধ করেন।

# শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজ্যেও পালিতন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।।** শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর ১৩১ তম জন্মবার্ষিকী বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগরতলা শহরে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে।এ উপলক্ষে মূল অনুষ্ঠানটি হয় রাজধানী আগরতলা শহরের উজ্জয়ন্ত স্টেট মিউজিয়ামের সামনে শহীদ ক্ষুদিরাম বসু স্মৃতি কমিটির উদ্যোগে।এদিন উপলক্ষে শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে স্মৃতিচারণ করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।তারা বলেন শহীদ ক্ষুদিরাম বসু দেশ ও দেশ মাতৃকাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য হাসতে হাসতে জীবন বলিদান করে গেছেন। তার রক্ত কোনদিন বৃথা যাবেনা বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। শহীদ ক্ষুদিরামের দেশপ্রেম সম্পর্কে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তারা সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।এদিকে রাজধানীর পোস্ট অফিস চৌমুহনীতে ডি এস ও, ডি ওয়াই,এম এস এস এর উদ্যোগে শহীদ ক্ষুদিরামের ১৩১তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। রাজ্যের অন্যান্য স্থান থেকেও শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মবার্ষিকী পালনের খবর মিলেছে।

এদিকে, আজ ৩রা ডিসেম্বর, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আপোশেহীন ধারার বীর বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর ১৩১-তম জন্মবার্ষিকী। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও শহীদ ক্ষুদিরাম বসু স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মিউজিয়ামের সামনে প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদিরাম বসুর মর্মরমূর্তির পাদদেশে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দিনটি উদযাপন করা হয়। প্রথমে ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কমিটির সদস্যগণ।

পরে উপস্থিত সকলের সামনে ক্ষুদিরামের সংগ্রামী জীবন ও আত্মবলিদান সম্পর্কে আলোচনা করেন কমিটির সম্পাদক হরকিশোরে ভৌমিক। তিনি বলেন যে বর্তমান প্রজন্মের সামনে ক্ষুদিরামের জীবনসংগ্রাম ও আত্মবলিদানের ইতিহাস তুলে ধরার উদ্দেশ্য থেকেই তাঁর আত্মবলিদানের শতবর্ষে ক্ষুদিরাম বসু স্মৃতিরক্ষা কমিটি এই মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে শাসকরা ইতিহাস থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের আপোশেহীন ধারার বিপ্লবীদের মুছে ফেলার চেষ্টা করছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছাত্র-যুবকদের ক্ষুদিরাম সহ সকল বিপ্লবীদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে তাদের মতো চরিত্রবলে বলিয়ান হয়ে লড়াই করার শপথ নিলেই ক্ষুদিরামের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। তিনি দুর্নীতি, শোষেন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষুদিরামের মতো রুখে দাঁড়াতে ছাত্র-যুবকদের প্রতি আহ্বান জানন।

## গভীর রাতে পুলিশি হানা, সল্টলেকে সরিয়ে দেওয়া হল টেট উত্তীর্ণদের

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): গভীররাতে সল্টলেকে বিক্ষোভরত টেট উত্তীর্ণদের জোর করে সরিয়ে দিল বিধাননগর থানার পুলিশ। এ নিয়ে ধুন্ধুমার কান্ড হয়। নিয়োগের দাবিতে মঙ্গলবার দুপুর থেকে সল্ট লেকে শিক্ষা আবেদনকারী শিক্ষকদের লাগাতার অনশন চলছিল। রাতভর অবস্থানের পর অসুস্থ হয়ে পড়েন ওঁদের কয়েকজন। আন্দোলনকারীদের তরফে সঞ্জিত সাধুখাঁ 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বৃহস্পতিবার সকালে বলেন, """রাত তখন একটা বাজে। অনশনকারীরা ছিলাম প্রায় সাড়ে চারশ। প্রচুর বাস নিয়ে আসে পুলিশ। ওরা ছিলেন প্রায় দু'হাজার। জোর করে আমাদের বাসে তুলে দফায় দফায় শিয়ালদহ স্টেশনে নিয়ে আসা হয়। মাঝ রাতে এহেন ঘটনার প্রতিবাদে আমরা পুলিশের গাড়ির সামনে শুয়ে পড়ার চেষ্টা করেছিলাম। টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে দেওয়া হয় আমাদের।" আন্দোলনকারীদের দাবি, ২৪,৭১৭ জন মেধাতালিকাভুক্ত এবং সাক্ষাৎকার দেওয়া সব প্রার্থীকে তালিকায় স্থান দিতে হবে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আসন বাড়িয়ে নিয়োগ করতে হবে। দীর্ঘ সাত বছরে শুধু ১৪,৩৩৯ শূন্য পদ হতে পারে না। ৫,০০১ নতুন শূন্য পদ শিক্ষা দফতর থেকে অনুমোদন পেয়েছে। ৫,০০৮টি নতুন তৈরি হওয়া স্কুলের শূন্য পদ অনুমোদন পেয়েছে শিক্ষা দফতর থেকে।সঞ্জিত সাধুখাঁ বলেন, "আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থী মঞ্চর এই সংগ্রাম ও অনশনে ২,২৫০ জন চাকরি প্রার্থী (মেধাতালিকাভুক্ত ও সাক্ষাৎকার দেওয়া মেধাতালিকাভুক্ত-বহির্ভূত) গ্রেফতার হওয়ার পরও আমরা প্রায় ৬০০ চাকরিপ্রার্থী অনশন করছিলাম। অনশনরত প্রায় ২০০ মহিলা চাকরিপ্রার্থী খুব সমস্যায় পড়েন। কারণ তাঁদের কোনও রকম বায়ো টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়নি। আমরা চেষ্টা করলেও পুলিশ তা বসাতে দেয় নি। বলেছে পুরসভার অনুমতি লাগবে। আমাদের কয়েকজন মহিলা চাকরিপ্রার্থী বিধাননগরের মেয়রের সাথে দেখা করতে গেলে উনি দেখা করেননি। আমাদের দাবি ছিল অন স্পট কাউন্সেলিং নোটিশ না দেখে আমার অনশন ছেড়ে যাবোনা। আমাদের কয়েক জন চাকরিপ্রার্থী মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সেই আদালতের উপরে দোষ চাপিয়ে দিলেন। যে আইনি রায় না দিলে সরকার কিছু করতে পারবে না।'এর আগে বুধবার দুপুরে বিজেপি নেতা দেবজিৎ সরকার এসে দীর্ঘদিন নিয়োগ না হওয়ায় ক্ষোভ জানিয়ে সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এই আন্দোলন দীর্ঘ অনশনে যাবে, যদি বিশেষ বেঞ্চ বসিয়ে নির্দেশ না দেওয়া হয় এবং যদি অন স্পট কাউন্সেলিং না হয়। ততক্ষণ আমরা এই মঞ্চ ও অনশন ছাড়ব না। আমাদের দীর্ঘ সাত বছরের যন্ত্রনা সহ্য করতে পারছি না।

## ফের কটাক্ষ, টিকা প্রদান নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান জানতে চাইলেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): সকলকে করোনার টিকা দেওয়া হবে না। জানিয়ে দিয়েছে ভারত সরকার। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব রাজেশ ভূষণ জানিয়েছেন, "দেশের সকলকে প্রতিষেধক দেওয়ার কথা কখনওই বলেনি সরকার!" তিনি আরও জানান, "এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, এ ধরনের বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা করা উচিত।" করোনার টিকা প্রদান নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অবস্থান জানতে চাইলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী।

বৃহস্পতিবার নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে রাহুল গান্ধী লিখেছেন, "প্রধানমন্ত্রী বলেছেন-প্রত্যেকেই টিকা পাবেন। বিহার নির্বাচনে বিজেপি বলেছে-বিহারের প্রত্যেককেই বিনামূল্যে টিকা দেওয়া হবে। এখন ভারত সরকার বলছে-কখনওই বলা হয়নি, প্রত্যেককে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। তাহলে প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান কী?" উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দাবি করেছিলেন, বাজারে করোনার প্রতিষেধক চলে এলে সবাইকে দেওয়া হবে। কেউ বাদ পড়বেন না। বিহার বিধানসভার নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে সে রাজ্যের প্রত্যেককে বিনামূল্যে প্রতিষেধক দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি। কিন্তু, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব রাজেশ ভূষণ জানিয়েছেন, "দেশের সকলকে প্রতিষেধক দেওয়ার কথা কখনওই বলেনি সরকার!"

## শিক্ষামন্ত্রীর বাসভাবন ঘেরাও করল এনএসইউআই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।।** রাজ্যের স্কুলগুলিতে শিক্ষক সংকট চলছে। বর্তমানে এক স্কুল খোলা না থাকলেও বিষয়টি নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা। শিক্ষক পদশূন্য থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার শপথ গ্রহণ করছে না। তাতে পঠন-পাঠন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।সে কারণেই রাজ্যের স্কুলগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছে ছাত্র সংগঠন এন এস আই।সংগঠনের রাজ্য সহ-সভাপতি সম্রাট রায়ের নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এর বাসভবনে ডেপুটেশন দিতে যায় এন এস ইউআই।সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর বাসভবনে ডেপুটেশন দেওয়া যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের গতিরোধ করে।পুলিশ তাদের গতিরোধ করলে তারা শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ির সামনে বসে প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখাতে থাকে।পুলিশ তাদের আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিতে বললেও তারা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিতে রাজি হয়নি। উল্লেখ্য ওই সময় শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ তার বাসভবনে ছিলেন না। বাস ভবনের মূল ফটকে তালা ঝুলানো ছিল। শেষ পর্যন্ত আন্দোলনকারী নেতা সম্রাট রায়কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশের ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ছাত্র সংগঠন এন এস ইউআই।রাজ্যের প্রতিটি স্কুলে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য সংগঠনের তরফ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

# বাল্মিকী সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে রক্তদান শিবির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।।** রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার উত্তর ইন্দ্রনগর শহীদ ক্ষুদিরাম পল্লীতে বাল্মিকী সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবির এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আশিস সাহা এবং বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন বর্তমানে রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের সংকট রয়েছে।এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে বাল্মিকী সামাজিক সংস্থার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করায় তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।এত রনের মহতী সামাজিক কাজে বিভিন্ন ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সমাজসেবী সংস্থাসহ সকল স্তরের জনগণকে নিয়ে আসার জন্য তিনি এ আহ্বান জানিয়েছেন। সুদীপবাবু বলেন জীবনে শুধুমাত্র একবার রক্তদান করলে চলবে না বারবার রক্তদান করে রক্তের সংকট মেটাতে এগিয়ে আসতে হবে।ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গুলিকে নিয়মিতভাবে রক্তদান শিবির সংগঠিত করার জন্য তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। রক্ত দানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন আরো বলেন রক্তদানের মতো তৃপ্তি আর কোন কাজে মিলেনা। জীবনে যে কোনদিন রক্তদান করে নি তিনি রক্ত দানের মাহাত্ম্য অনুভব করতে পারবেন না বলে মনে করেন তিনি। যারা রক্তদানে এগিয়ে এসেছেন তারাই বুঝতে পারেন রক্তদানে কত খানি তৃপ্তি মিলে।বড়দের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন রক্তদান শিবিরে আসার সময় বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কেউ সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য। সুদীপবাবু বলেন ছোটদের রক্তদান শিবিরে নিয়ে আসলে তারা ছোটবেলা থেকেই রক্তদানে উৎসাহিত হবে। এ ধরনের মানসিকতা রক্তদানের ঘাটতি পূরণে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

## মরণ ফাঁদে পরিনত রাস্তা, সংস্কারের উদ্যোগ নেই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ ডিসেম্বর।।** যেমন বাম তেমন রাম। প্রতিশ্রুতির ফাঁনুস ফুঁটো । ডবল ইঞ্জিনের সরকারের কাজে বীতশ্রদ্ধ মানুষ। এটা রাস্তা নয় যেন মরণ ফাঁদ। দীর্ঘ কয়েক বছর যাবত উদয়পুর মহাকুমার গর্জনমুড়া ৩নং ওয়ার্ড থেকে বাগমা যাওয়ার রাস্তাটি মরণ ফাঁদে পরিণত রাস্তাটকে মেরামত করে দেওয়ার জন্য বহুবার স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে দপ্তরকে বহুবার দাবি জানিয়ে আসলে ও কাজের কাজ কিছু হই হচ্ছে না- শীত ঘুমে দপ্তর। রাস্তাটি মেরামত করার জন্য কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না স্থানীয় পঞ্চায়েত। এলাকাবাসীর তরফ থেকে বহুবার পঞ্চায়েতকে দাবি জানিয়ে আসলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। এখন

ছয়ের পাতায় দেখুন

## আদালতের রায়ে পঞ্চায়েতের সদস্যপদ ফিরে পেলেন ৩ জন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর।।** কৈলাসহরের ফুলতলি গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচিত ৩ জন সদস্যের সদস্যপদ খারিজ করার বিডিও জারি করা নির্দেশ উচ্চ আদালতে খারিজ হয়ে গেছে। উচ্চ আদালতের ডিভিশন ব্যাঞ্চ এই মামলার রায় দিয়ে দিয়েছেন।

প্রঙ্গত, ফুলতলি গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি প্রমীলা সিংনহা, রঞ্জিত সিন্হা ও মৃদুল সিনহা প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচনে বিজেপির হুইপ অমান্য করেছেন বলে বিডিওর কাছে অভিযোগ করেছিল বিজেপি। তাঁরা হুইপ অমান্য করে ভোট দেওয়াতে প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচিত হতে পারেনি। তারপর বিডিও ৩ জনের সদস্যপদ খারিজ করে তিনটি নোটিশে। এই ব্যাপারে উচ্চ আদালতে মামলা হয়। মামলায় বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয় এবং আদালত জানিয়েছে প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচনের পূর্বে ওই তিনজনকে দলের তরফ থেকে হুইপ জারি করা হয়নি। তাছাড়া প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচনে দলীয় হুইপ যথেষ্ট নয়। আদালতের রায়ে উক্ত তিনজন পঞ্চায়েতের সদস্যপদ ফিরে পেলেন।

## এপ্রিলের পর সর্বোচ্চ, দৈনিক মৃত্যু ২,৭০০ ছাড়াল আমেরিকায়

ওয়াশিংটন, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): আরও একটা খারাপ দিন কেটে গেল আমেরিকায়। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা-আক্রান্ত ২,৭৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে। চলতি বছরের এপ্রিল মাসের পর এটাই সর্বোচ্চ মৃত্যুর সংখ্যা আমেরিকায়। আক্রান্তের সংখ্যাও হু হু করে বেড়েই চলেছে আমেরিকায়। বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আমেরিকায় নতুন করে মারণ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৯৫,১২১ জন।

জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ২,৭৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২৭৩,১৮১। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৯৫,১২১ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ১ লক্ষের বেশি করোনা-রোগী। সবমিলিয়ে আমেরিকায় প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা-সংক্রমিত রোগী ও মৃত্যুর সংখ্যা।

# তামিলনাড়ু ও কেরলকে সমস্ত ধরনের সহায়তার জন্য প্রস্তুত সরকার : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): ধেয়ে আসছে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় "বুরেভি"। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রথমে শ্রীলঙ্কার উপকূলে আছড়ে পড়বে "বুরেভি"। তার পর মান্নার উপসাগর পেরিয়ে শুক্রবার সকালে তামিলনাড়ু উপকূলে প্রবেশ করবে। এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত তামিলনাড়ুর দক্ষিণ অংশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার বৃষ্টি হতে পারে কেরলের দক্ষিণ অংশেও। তাই সতর্কতামূলক ভাবে বুধবার থেকে শনিবার পর্যন্ত মৎসজীবীদের সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় "বুরেভি"-র প্রেক্ষিতে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ই কে পালানিস্বামী এবং কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের সঙ্গে কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সমস্ত ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, "তামিলনাড়ু ও কেরলের জনগণকে সমস্ত ধরনের সাহায্যের জন্য মোদী সরকার প্রস্তুত রয়েছে। উভয় রাজ্যে ইতিমধ্যেই জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-র বেশ কয়েকটি টিম মোতায়েন করা হয়েছে।" এনডিআরএফ জানিয়েছে, তামিলনাড়ু ও কেরলে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ২৬টি টিম পৌঁছে গিয়েছে।

কর্মী চাই
পত্রিকা সংস্থায় অফিসের কাজের জন্য অভিজ্ঞ কর্মী চাই।
যোগাযোগ সময় ঃ
দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৪টা
ফোন ঃ 9862797843\9436123720

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।